উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ



বিচিত্র সংগ্রহ, তার পিছনের মানুষের টান, পারিবারিক উত্তরাধিকার আর নিঃশব্দে হারিয়ে যাওয়া পেশার গল্প মনে দাগ রেখে যায়। কিছু মানুষ যত্নে রেখে দিয়েছেন অতীতের চিহ্ন, আর কিছু মানুষ চেষ্টা করছেন সেই স্মৃতিকে সচল রাখার।

বাতিক

▸▸ ১৫ থেকে ১৭-র পাতায়



মিথ্যে মামলায় হয়রান করা হচ্ছে ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৭°	৩০°	১৮°	৩০°	১৯°	২৯°	১৬°



শর্তসাপেক্ষে হাসিনাকে ফেরাতে রাজি ভারত ৯



সেতুর বদলে দলিতের পিঠে নদী পার ১০

শিলিগুড়ি ২৮ কার্তিক ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 15 November 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 176

ভারতের আকাশে চিনের হানা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

- প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সিকিম সফরের চারদিনের মাথায় চিনা বিমানের অনুপ্রবেশ
- চিনের আকাশসীমায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও বিমানটি ২০-২৫ মিনিট ভারতীয় আকাশে চক্কর কাটে
- বিমানটি যুদ্ধবিমান, নজরদারি বিমান নাকি অন্য কোনও সামরিক বিমান, তা এখনও জানা যায়নি
- ঠিক কোন স্থান দিয়ে সেটি ভারতীয় আকাশসীমায় ঢুকেছিল, তার নির্দিষ্ট উড়ানপথ কী ছিল এবং কখন সেটি ফিরে যায়, সেই তথ্যও প্রকাশ্যে আসেনি
- ভারতীয় সীমানায় ঢুকে পড়লেও বায়ুসেনার রাডারে তা কেন ধরা পড়ল না, সে নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন
- সিকিম সীমান্তের সুরক্ষায় ভারত যখন বিশেষ সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন এমন ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : সিকিমের আকাশে চিনের সামরিক বিমানের অনুপ্রবেশের খবরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, ১২ নভেম্বর সকাল ৮টা নাগাদ ভারতীয় আকাশসীমায় ঢুকে পড়ে একটি চিনা সামরিক বিমান। ২০-২৫ মিনিট বিমানটি ভারতের অভ্যন্তরে ছিল। প্রায় ২৫ হাজার ফুট উচ্চতায় বিমানটির গতিবিধি ভারতীয় বায়ুসেনার নজরে আসে। শনিবার এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই দেশজুড়ে হইচই শুরু হয়েছে। ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের মূল ভূখণ্ডের স্থল যোগাযোগের প্রধান সংযোগপথ শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হল।

সেনা সূত্রে খবর, যে এলাকায় বিমানটির গতিবিধি ধরা পড়ে, সেখান থেকে শিলিগুড়ি করিডরের উপর নজরদারির সুযোগ রয়েছে। ফলে ঘটনাটি শুধু সিকিম সীমান্তে আকাশসীমা লঙ্ঘনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। তিব্বতে চিনের সামরিক বিমানঘাঁটি সম্প্রসারণ, অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান মোতায়েন এবং চিকেনস নেকের কৌশলগত অবস্থান, সবমিলিয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাছে নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে এই অনুপ্রবেশ।

সূত্র বলছে, ভারতীয় বায়ুসেনার রাডারে বিমানটির গতিবিধি ধরা পড়ার পর একাধিকবার রেডিও সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। চিনের আকাশসীমায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও বিমানটি ২০-২৫ মিনিট সংশ্লিষ্ট এলাকায় চক্কর কাটে। তবে বিমানটি যুদ্ধবিমান, নজরদারি বিমান নাকি অন্য কোনও সামরিক বিমান, তা এখনও জানা যায়নি। ঠিক কোন স্থান দিয়ে সেটি ভারতীয় আকাশসীমায় ঢুকেছিল, তার নির্দিষ্ট উড়ানপথ কী ছিল এবং কখন সেটি ফিরে যায়, সেই তথ্যও প্রকাশ্যে আসেনি। বায়ুসেনার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে ভারতীয় সীমানায় ঢুকে পড়লেও বায়ুসেনার রাডারে তা কেন ধরা পড়ল না তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

শিলিগুড়ি করিডরের গুরুত্বই এই ঘটনার তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে অবস্থিত এই পথ দিয়েই উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের স্থল যোগাযোগ বজায় রয়েছে। উত্তরে চিন, নেপাল ও ভুটান এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়





অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয়ের পর উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের। আল আমিরাতে। শনিবার।

বদলা ভারতের

পাকিস্তান-৩৩৭/৯ ভারত-৩৩৯/৯

আল আমিরাত, ১৪ নভেম্বর : বদলা সম্পূর্ণ। ৫০ নম্বর ওভারের শেষ বলটা মোহিত উলভা (২৬ বলে অপরাজিত ৪৯) ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে লং অফ দিয়ে বাউন্ডারি পার করিয়ে দিলেন। পরাজয়ের থাবা থেকে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ছিনিয়ে নিল জুনিয়ার টিম ইন্ডিয়া।

তারপরই ওমানের আল আমিরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডের গ্যালারিতে নীল ঢেউ খেলে গেল। তেরঙায় মুড়ে মোহিতদের সেলিব্রেশনে শামিল হয়ে যান দর্শকরাও। ২৫২/৮ থেকে লোয়ার অর্ডারের দাপটে সফলভাবে ৩৩৮ রানতাড়া করা। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে একদিবসীয় ক্রিকেটে সর্বাধিক রানতাড়া করে ১ উইকেটে ফাইনাল জয়ে লক্ষ্য রাইচন্দানির দল তখন পৌঁছে গিয়েছে সব পেয়েছির দেশে।

এই জয় তো আরও একটা এশিয়া কাপ পাওয়া নয়। ২০২৫ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে বৈভব সূর্যবংশী-আয়ুষ মাত্রেদের হারের বদলাও। ২ বছর পুরোনো ভূতটা শনিবারও ভারতের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। সেদিন ভারতের যন্ত্রণার কারণ হয়েছিলেন সমীর মিনহাস। ১৭২ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে ভারতের হাত থেকে ট্রফি কেড়ে নেন। এদিন সমীরের জায়গা নিলেন সেই ফাইনালে তাঁর ব্যাটিং পার্টনার উসমান খান।

ভারত এবার বৈভব-আয়ুষ সহ গোটা দলটাকে বদলে দিয়ে নতুন স্কোয়াড পাঠিয়েছে এশিয়া কাপে। সেখানে ভিন্ন ছবি পাক শিবিরে। সেই ফাইনালের সাতজন ক্রিকেটারকে তারা নামিয়েছিল আরও একটা এশিয়া কাপ জয়ের নেশায়।

ফাইনাল শুরুর আগে পিঠের চোটে ছিটকে যান চলতি প্রতিযোগিতায় ৪ ম্যাচে ১১ উইকেট নেওয়া সেরা ভারতীয় পেসার ঈশান সুদ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়



শর্টফিল্মে শীতলপাটি

দেশের সেরা অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া শ্রীজিৎ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : শীতলপাটিকে নিয়ে শর্টফিল্ম তৈরি করে দেশের সেরার শিরোপা পেল কোচবিহারের শ্রীজিৎ ঝা। দেশের প্রায় দু'হাজার শর্টফিল্মের মধ্যে তার তৈরি 'শীতলপাটি'কেই সেরা হিসেবে বেছে নেওয়ায় উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে কোচবিহারের সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যেও। দিল্লিতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক সংস্থা ম্যাকমিলান ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শনিবার শ্রীজিৎকে পুরস্কৃত করা হয়।

গোটা দেশজুড়েই ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের মধ্যে শর্টফিল্ম তৈরির প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রাথমিকভাবে প্রায় দু'হাজার শর্টফিল্ম জমা পড়ার পর সেখান থেকে ২৫টি বেছে নেওয়া হয়। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শর্টফিল্ম জায়গা করে নেয়। একটি শ্রীজিতের তৈরি, বাকি দুটি কলকাতার দুই পড়ুয়ার। শ্রীজিৎ জানিয়েছে, তিন মিনিটের ওই শর্টফিল্মে শীতলপাটি এবং তার শিল্পীদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কোচবিহারের তৈরি শীতলপাটি দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় পরিচিতি পেলেও বর্তমানে এই শিল্প প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।

কোচবিহার জেলার কোচবিহার ১ ও ২ নম্বর ব্লক, তুফানগঞ্জ ১ ও ২ নম্বর ব্লক, মাথাভাঙ্গার কিছু অংশ এবং দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকে হাজার হাজার মানুষ শীতলপাটি তৈরির কাজ করে জীবিকানির্বাহ করেন। কোচবিহারের ধলুয়াবাড়ি পাটিশিল্পীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। গোটা জেলায় ত্রিশ হাজারেরও বেশি শিল্পী এই পাটিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

বেত দিয়ে তৈরি কোচবিহারের শীতলপাটি যাতে বিশ্বের দরবারে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়,

এরপর চোদ্দোর পাতায়









সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩০৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Superintendent of Police, Kalimpong for the supply of Gymnasium Equipments for Police Stations and Unit Head Quarter of Kalimpong District Police. 1) Tender Reference No. 16 of 2026-2027, Tender ID No. 2026_WBP_1049094_1. 2) Tender Reference No. 17 of 2026-2027, Tender ID No. 2026_WBP_1049098_1. For more information log on to: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Superintendent of Police, Kalimpong
ICA-T19906(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Commandant, Narayani Battalion, Coochbehar, from bonafide suppliers/ Firms/ Contractors/ Dealers/ Co-operative SSI Unit having Govt. Registered trade license for purchasing of gymnasium equipment of Govt. Order vide Memo No. 364 WEL/GYM//WEL/GYM 33-2026 Dated: 30/10/2026 of Deputy Inspector General Of Police (Planning & Welfare), West Bengal of Narayani Battalion, Coochbehar. Tender Ref. No. WBP/NARAYANI BN./e-NIT-03/2026-27 Dated: 12/11/2026, Tender ID: 2026_WBP_5085717_1. The last date for submission of e-Tender is on 23/11/2026 upto 18:00 hrs. for other details please visit our office Notice Board & https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Commandant, Narayani Battalion, Coochbehar
ICA-T19908(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
বিজ্ঞপ্তি নং. সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি; তারিখঃ ১০.১১.২০২৬। কাজের বিবরণঃ সিনি. ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ অফিস-কালিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: (১) ই-টেন্ডার নংঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৬-২৭_২৫_৩টি, তাং. ১০.১১.২০২৬। কাজের নাম ঃ (১) (ক) জামালপুর, মুঙ্গের এবং সুলতানগঞ্জ স্টেশনে (এইএন/জামালপুর) অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় পিএইচ-১-এর অবশিষ্ট সফট আপগ্রেডেশনের কাজ। (খ) সাহেবগঞ্জ এবং শিবনারায়ণপুর স্টেশনে (এইএন/সাহেবগঞ্জ) অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় পিএইচ-১-এর অবশিষ্ট সফট আপগ্রেডেশনের কাজ। (গ) সবাউর, কাহালগাঁও, বাঁকা ও গোড্ডা স্টেশনে (এইএন/ভাগলপুর) অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় পিএইচ-১-এর অবশিষ্ট সফট আপগ্রেডেশনের কাজ। (ঘ) মালদা টাউন স্টেশনে (এইএন/মালদা টাউন) অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় পিএইচ-১-এর অবশিষ্ট সফট আপগ্রেডেশনের কাজ। (ঙ) নিউ ফরাক্কা, ধুলিয়ানগঞ্জ ও জঙ্গিপুর স্টেশনে (এইএন/নিউ ফারাক্কা) অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় পিএইচ-১-এর অবশিষ্ট সফট আপগ্রেডেশনের কাজ। (চ) সিনি. ডিইএন/২-এর অধীনে বাঁকা ও হাঁসডিহা স্টেশনে এফওবি শেড-এর সংস্থান এবং বিদ্যমান স্টিল স্ট্রাকচারস্ অর্থাৎ লিফ্ট, এসকালেটর, এফওবি, পিএফ শেড ইত্যাদির উন্নতিকরণের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৩৬,৯৬,৯৪৩.১২ টাকা; বায়না মূল্যঃ ৮,৭৩,৯০০.০০ টাকা। কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ ১২ মাস। (২) (১) ই-টেন্ডার নং.ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৬-২৭_৩০_৩টি, তাং. ১০.১১.২০২৬। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের রায়পুর, সাবৌর, লাইলাখ মামালঘা, ঘোগা, একচারি, কাহলগাঁও, নিউ ফারাক্কা ও বল্লালপুর (এমকে-২) স্টেশনগুলিতে অবস্থিত ওয়েদ্যার্স-ভিএলএমও (সিমেন্স মেক) ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের জন্য ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ওইএম/ অনুমোদিত ডিলারদের থেকে ওপেন টেন্ডার-এর মাধ্যমে সাময়িক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৯৮,২৩,০৪০.০০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ৩,৯৬,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ ক্রমিক নং. (১) এবং (২) প্রতিটির জন্য ০২.১২.২০২৬ তারিখ থেকে ১৬.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট-এর বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in এবং নোটিশ বোর্ড ঃ সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।
MLD-249/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

বক্সায় প্রাণীর সোনোগ্রাফির ভাবনা

অভিজিৎ ঘোষ



বক্সার জঙ্গলে ঘুরছে বাঘিনী। ছবি : বন দপ্তরের সৌজন্যে

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : এক বাঘিনী। তাকে নিয়ে একের পর এক ঘটনা। ঘটনা বলা ভুল, বলা ভালো নজির। এমন অদ্ভুত একাধিক নজির এর আগে কোনও টাইগার রিইন্ট্রোডাকশনের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। বিটিআরটিএফ-১ এখন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার পথে। তার বিহার থেকে বক্সা যাত্রা নিয়ে বই লেখা যেতেই পারে। ভবিষ্যতে যে বাঘিনীকে নিয়ে গবেষণা হবে, সেটা বলাই যায়। কেননা দুঁদে বনকর্তারাও ঘোল খেয়েছেন বাঘিনীর আচরণে।

এদিন এই প্রসঙ্গে রাজ্যের এক বনকর্তা জানান, টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যা যা করা হয়েছে, সবটাই ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)-র নির্দেশ মেনে। কাজেই যদি নজির কিছু হয়ে থাকে, তা কাকতালীয়।

ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির (এনটিসিএ) আধিকারিকরা শনিবার বক্সার বিভিন্ন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। বন দপ্তরের কয়েকজন শীর্ষকর্তার সঙ্গে তাঁদের ফের বাঘ আনা হলে তার দেখভাল নিয়ে আলোচনা হয়। বক্সায় বনরক্ষী ও বিট অফিসারদের ঘাটতিও উঠে আসে আলোচনায়। বাঘের দেখভালে ডিসেম্বর মাসে বক্সায় বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়া বন্যপ্রাণীদের সোনোগ্রাফি করানোর পরিকল্পনাও ওই বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্পে সোনোগ্রাফির ব্যবস্থা না থাকায় বক্সায় আনার আগে বাঘিনীর সোনোগ্রাফি করা যায়নি। সেকারণেই বাঘিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল বলে বন দপ্তর টের পায়নি। তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি আগে নজরে এলে হয়তো পুরো প্রকল্পই থমকে যেত। এই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে চাইছে এনটিসিএ।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে আবার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ফেরাতে উদ্যোগ শুরু হয় রাজ্যের সরকার বদলের পরই। এই রাজ্যে প্রথমবার এই কাজ হল। আবার বক্সায় বাঘের ঘর তৈরি করতে বেছে নেওয়া হয় বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্পকে। বক্সায় যেমন প্রথমবার বাঘ আনা হল, তেমনই বাল্মীকি থেকেও প্রথম কোনও বাঘ অন্য জঙ্গলে পাঠানো হল।

২৯ সেপ্টেম্বর বাঘিনীকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে বক্সায় আনা হয়। ১ অক্টোবর আবার ট্র্যাঙ্কুলাইজ করা হয় খুলে যাওয়া রেডিও কলার পরানোর জন্য। ৩ নভেম্বর অসমে বাঘিনীকে ট্র্যাঙ্কুলাইজ করা হয়। দেড় মাসের মধ্যে তিনবার বাঘিনীকে ট্র্যাঙ্কুলাইজ করার ঘটনাও আগে ঘটেনি।

২৩ অক্টোবর বাঘিনী রাজ্যের সীমানা ছেড়ে সংকোশ নদী পেরিয়ে অসমে চলে যায়। রাইমোনা জাতীয় উদ্যান-সংলগ্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। কচুগাঁও ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সে প্রায় ১২ দিন ছিল। ওই এলাকায় আগে কোনও বাঘিনী এভাবে ঘোরেনি। কচুগাঁও ফরেস্ট ডিভিশনের ডিএফও মুস্তফা আলি আহমেদ বলেন, 'দুই রাজ্যের সঙ্গে ভুটানের একটি করিডর রয়েছে। সেখানে বাঘ যেতে পারে। তবে বক্সা থেকে বাঘ এসে লোকালয়ে ঢোকার মতো ঘটনা আগে হয়নি।' অসমের বনকর্তাদের কাছেও এটা প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল।

অসম থেকে বাঘিনীকে এনে বক্সার জঙ্গলে ২৫ মাইল এলাকায় এনক্লোজারে রাখা হয়। বক্সার বাঘিনী ৮ নভেম্বর সেই এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যায়। রাজ্যের বনমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বাঘিনী এনক্লোজারের নীচে সুড়ঙ্গ করে বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি থেকে জানানো হয়েছে, এনক্লোজার নির্মাণে ত্রুটি রয়েছে। সেই সুযোগে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে বাঘিনী। দুটো তত্ত্ব দুই রকম হলেও বাঘিনীর এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা এই প্রথম।

বক্সার এই টাইগার রিইন্ট্রোডাকশনের পর ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি আরও সতর্ক হয়েছে। তাদের গাইডলাইনও পরিবর্তিত হতে পারে। আর তা হলে বারবার রেফারেন্স হিসেবে উঠে আসবে বিটিআরটিএফ-১।

প্রাক্তন সাংসদের ব্যস্ততা অটুট

দেবব্রত সেন ও অমিয়কুমার রায়

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ১৪ নভেম্বর : রাজনৈতিক জীবনে পদমর্যাদার সময়কাল পার করে এলেও থামাতে পারেননি মানুষের জন্য ভালো কাজ করার চিন্তা। একসময় শিক্ষকতা, পঞ্চায়েত রাজনীতি, বিধানসভা থেকে লোকসভা— দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ অতিক্রম করেছেন তিনি। বয়সের ছাপ পড়েছে শরীরে, কিন্তু রাজনীতির প্রতি টান আজও অটুট। জলপাইগুড়ির সীমান্তবর্তী চাউলহাটিতে চায়ের আড্ডায় বসে জীবনের নানা অধ্যায় তুলে ধরছিলেন প্রাক্তন সাংসদ মহেন্দ্রকুমার রায়।

কুকুরজান হাইস্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি এগিয়েছিলেন রাজনীতির পথে। ১৯৭৮ সালে শুরুতেই সিপিএমের হয়ে ২০০৩ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এরপর ২০০৬ সালে রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে পা রাখেন।

তবে বর্তমানে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নন তিনি।বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। স্থানীয় প্রবীণ সিপিএম নেতা মোক্তাল হোসেনের



কথায়, 'আজও মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শ দেন মহেন্দ্রবাবু। নিয়মিত মিটিংয়েও উপস্থিত থাকেন তিনি।'

নিজেও জানালেন, কৃষকসভার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। আগামী দিনে গ্রামাঞ্চলে যুব ও মহিলা সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনকে আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দিতে চান তিনি।

আজ টিভিতে



মিশন চ্যাপ্টার ওয়ান (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ গোলন্দাজ, ১০.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, দুপুর ২.০০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, বিকেল ৪.৪৫ লাভেরিয়া, রাত ৯.৩০ গুরু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.৩০ বারুদ, রাত ১১.০০ প্রেমের কাহিনী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শেষ কর্তব্য, দুপুর ১২.০০ হাঁদা ভোঁদা, ২.৩০ আপন আমার আপন, বিকেল ৫.০০ নয়নমণি, রাত ৮.০০ বহুরূপী, ১১.০০ জীবন যৌবন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিয়তি, সন্ধে ৭.৩০ শুভ মহরৎ

কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ বাবুসোনা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৫ হম দিল দে চুকে সনম, দুপুর ২.৫০ কহিঁ পেয়ার না হো যায়ে, সন্ধে ৬.৫০ টারজান : দ্য ওয়ান্ডার কার, রাত ১০.১৫ বিচ্ছু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১৮ রাধে, দুপুর ১.২২ গদর : এক প্রেমকথা, বিকেল ৪.৫৪ সূরয়া এস থ্রি, সন্ধে ৭.২৯ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, রাত ১০.২৭ কাতিল সায়া

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.০০ রাউডি রাঠোর, দুপুর ১.৩৭ হাউসফুল ফোর, বিকেল ৪.৫০ লক্ষ্মী, সন্ধে ৭.৫০ মিশন চ্যাপ্টার ওয়ান, রাত ১০.৫৩ রজনি : দ্য জেলার

জি বলিউড : বেলা ১১.০৬ আরজু, দুপুর ২.১৫ লাডলা, বিকেল ৫.২১ সাজন চলে সসুরাল, রাত ৮.০০ ভূত বাংলা



নল দময়ন্তী
সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট



দক্ষিণবঙ্গের কালীপুজো পরিক্রমা দুপুর ১.৩০ ডিডি বাংলা



ভূত বাংলা রাত ৮.০০ জি বলিউড

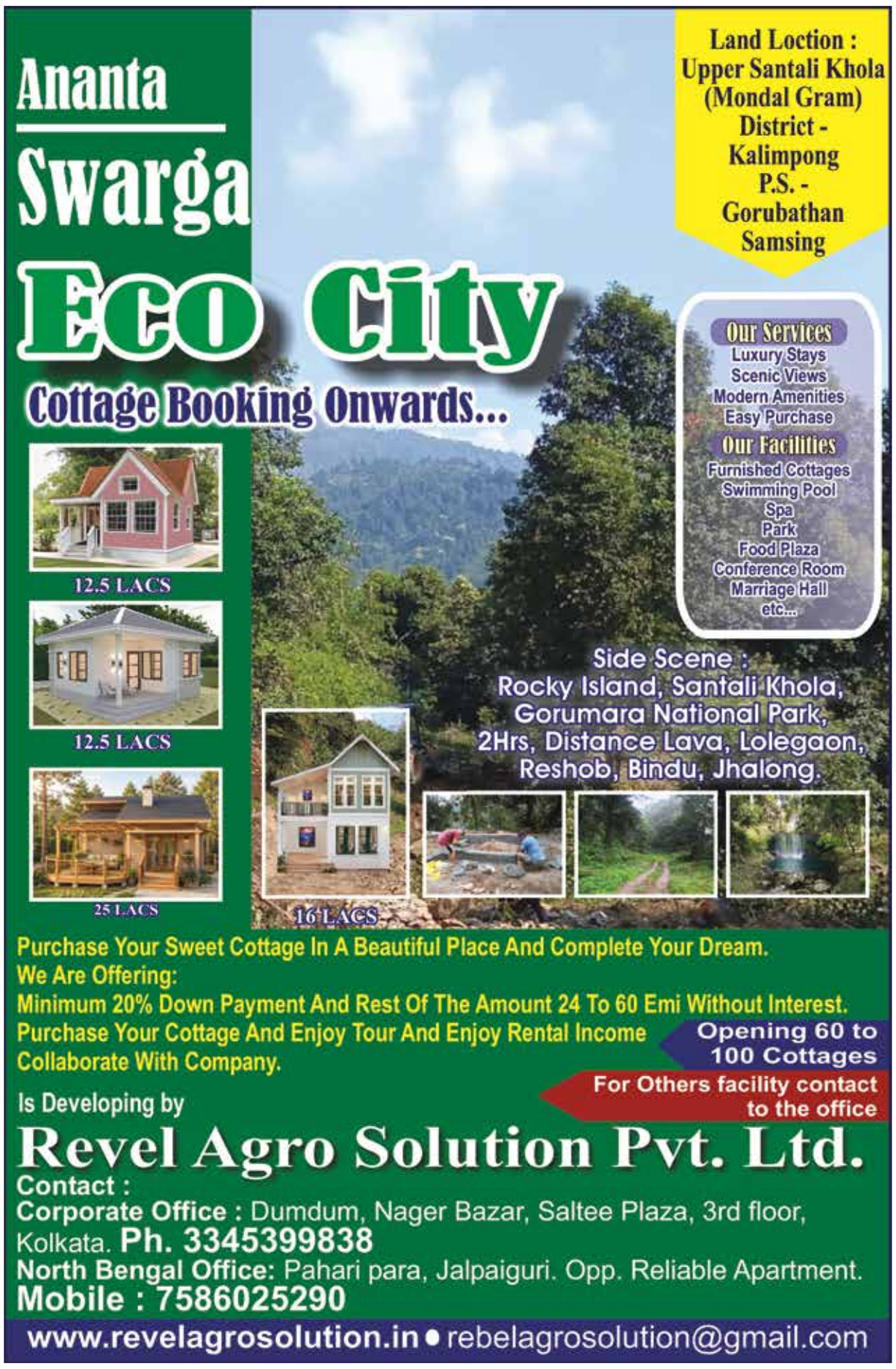
গ্রাহক সুরক্ষায় শিবির গুয়াহাটিতে

গুয়াহাটি, ১৪ নভেম্বর : বিমা গ্রাহকদের সুরক্ষা এবং পরিষেবা আরও উন্নত করতে দেশজুড়ে এক মাসব্যাপী গ্রিভান্স রিড্রেসাল ক্যাম্পেন শুরু করল বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইআরডিএআই। নভেম্বরে সারা দেশে মোট ১৬টি এমন শিবির হবে। এই দেশব্যাপী উদ্যোগের প্রথম শিবিরটি গত ১৩ নভেম্বর গুয়াহাটিতে সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করল ভারতীয় জীবনবিমা নিগম বা এলআইসি। এই শিবিরে আইআরডিএআই-এর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, ইনসুরেন্স ওমবাডসম্যান এবং এলআইসি-র শীর্ষকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ৩৪টি জীবন ও সাধারণ বিমা সংস্থার প্রতিনিধিরা তাঁদের গ্রাহকদের নিয়ে যোগ দেন। 'বিমা ভরসা' পোর্টালের মাধ্যমে কীভাবে দ্রুত অভিযোগের নিষ্পত্তি করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিমা'-র জাতীয় লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে এই শিবিরেই বহু গ্রাহকের হাতে তাঁদের বকেয়া দাবি মেটানোর ও অভিযোগ নিষ্পত্তির চিঠি তুলে দেওয়া হয়, যা গ্রাহক পরিষেবায় এক নতুন মাইলফলক।

চুরির কিনারা

বালুরঘাট, ১৪ নভেম্বর : তৃণমূল নেতা তথা আইনজীবী সুভাষ চাকির বাড়িতে চুরির তদন্তে নেমে একাধিক চুরির কিনারা করল বালুরঘাট থানার পুলিশ। এই ঘটনায় প্রসেনজিৎ হালদার নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সুভাষের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া কড়াই, হাঁড়ি, গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি, নেপালিপাড়া ও সংলগ্ন এলাকার কয়েকটি বাড়ি ও মন্দির থেকে চুরি যাওয়া বলে দাবি করা সামগ্রীও মিলেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বালুরঘাটের নেপালিপাড়ায় চোর সন্দেহে স্থানীয়রা প্রসেনজিৎকে আটক করে মারধর করেন। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পরে কুশমণ্ডিতে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। পুলিশ সূত্রে খবর, কাজের সূত্রে নেপালিপাড়ার এক তরুণের সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রায় দু'মাস ধরে ওই এলাকায় যাতায়াত করছিলেন প্রসেনজিৎ। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় পরপর বাড়ি ও মন্দিরে চুরির ঘটনায় তাঁর যোগ রয়েছে। যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।



CINEMA সিনেমা
NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
Ramayana
SHOW TIME
12.30 PM
04.00 PM
07.30PM
HINDI (U)

সভা/সমিতি

■ জয় রাম, আগামী রবিবার ২২/১১/২০২৬ ইং সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সভায় শ্রীমন্দির অনুরাগী সকল গুরুভাই গুরুবোনদের উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হইতেছে। প্রধান আলোচ্য- বার্ষিক হিসাব, ২০২৬-২০২৯ শ্রীমন্দির পরিচালন, ও উপদেষ্টা কমিটি গঠন। ১৬৭তম জন্মোৎসবের কমিটি গঠন। সম্পাদক- নিউ জলপাইগুড়ি শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর মন্দির, গেটবাজার।

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি কাওয়াখালিতে পেট্রোল পাম্প-এর পেছনে লজ-এর পাশে ২ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। মূল্য Rs. 32 লাখ। Mob-6296640392. (C/124438)

■ NH-31 সংলগ্ন কলের পার ডাউয়াগুড়ি মাঝখানে (কোচবিহার) ৮৮ কাঠা বাড়ি বাগান সহ জমি বিক্রয় হইবে, ইচ্ছুক ক্রেতা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। M : 9831919721. (C/124282)

বিক্রয়

■ রানীডাঙ্গা ক্যানসার হসপিটালের উত্তরে রেললাইনের পাশে 12 কাঠা জমি বিক্রয় হবে। M : 9832401890. (K/D/R)

■ জলপাইগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় কৃপাকুঞ্জ আবাসনে ১ম তলে 2 BHK Flat বিক্রয় হইবে। M : 9564781202. (C/124033)

■ জলপাইগুড়ি কদমতলা/ডিবিসি রোডে নতুন 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন - 9635122815. (C/124040)

■ শিলিগুড়ি সারদা স্কুলের কাছে (নরেশ মোড়), 3 কাঠা 6 ছটাকের একটু বেশি জমি বিক্রি হবে। ক্রেতা সরাসরি যোগাযোগ করবেন। দালাল নহে। M : 94764-49047. (C/124282)

■ হোন্ডাই I-10, মডেল 2011, রোড ট্যাক্স, ফিটনেস - 2031, রান 34131 বিক্রয়। M : 79085-94373, শিলিগুড়ি। (C/124287)

■ জলপাইগুড়িতে ৪.৫ কাঠার উপরে একতলা বাড়ি বিক্রি হবে। ৯৯৩৩০৮৩৯২৯. (K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির আদর্শপল্লীতে বাজারের সামনে দেড় কাঠা জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। Mob - 9832487192/8637083973. (C/124290)

কমার্শিয়াল স্পেস

■ জলপাইগুড়ি দিনবাজারে (অ্যাক্সিস ব্যাংকের উপরে) ২,৫০০ বর্গফুট বিক্রয়/লিজ শোরুম, ব্যাঙ্ক, কর্পোরেট অফিসের জন্য উপযুক্ত। যোগাযোগ : ফোন/হোয়াটসঅ্যাপ : +919434046638. (C/124280)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/124282)

ভাড়া

■ Rent 3 BHK 1200 SFT. 3rd Fl. Flat & Garage, near Sevoke more, Hill Cart Road. 8116711524. (C/124281)

কর্মখালি

■ সুস্বাদু চাইনিজ খাবার বানানোর জন্য অভিজ্ঞ কুক চাই, শিলিগুড়ির জন্য। M : 9434046503. (P/A)

■ বাড়ির কাজের পুরুষ Care Taker চাই। M - 9434059042/9434064212. (C/124436)

■ আল আজাদ মিশন, দিনহাটা, কোচবিহার। ৫ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পড়ানোর জন্য সব বিষয়ে আবশ্যিক শিক্ষক চাই। ইচ্ছুক ব্যক্তি সত্বর যোগাযোগ করুন। M - 9609946026, ইন্টারভিউ 22-11-26 সকাল 11টায়। (D/S)

■ শিলিগুড়ির কাছে হোটেল ও দুধের দোকানে কাজ করার জন্য কর্মঠ ছেলে/মেয়ে/দম্পতি সত্বর চাই। বেতন : যোগ্যতানুসারে। প্রয়োজনে থাকা খাওয়া ফ্রি। M : 89107-50023. (C/124283)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে রিটায়ার্ড একার সংসারে সর্বক্ষণের জন্য রান্না জানা ৪৫ অনূর্ধ্ব মহিলা সহায়িকা চাই। M : 9749434273/8116294602. (C/113925)

■ কোচবিহার শহরে Personal গাড়ি চালানোর জন্য Driver চাই। যোগাযোগ - 9433249775. (C/A)

■ রঙের ব্রাশ কারখানায় (অনূর্ধ্ব 40) কর্মী প্রয়োজন। বেতন : ₹ 7,000 মাস। সময় : 10:30 am. Ph : 7601816063. (C/124437)

■ হোটেলে ম্যানেজার চাই, থাকা-খাবার সুব্যবস্থা আছে, যোগ্যতা-গ্র্যাজুয়েট, বয়স - 30 থেকে 45. বেতন -10,000 টাকা। M : 98325-07779. (C/124275)

■ শিবমন্দির, শিলিগুড়িতে পশু পাখির দোকানে 20-40 বছর বয়সি, কর্মঠ, মহিলা কর্মী চাই। বেতন - 10,000+ থাকা ও খাওয়া ফ্রি। M : 9800700453. (K/D/R)

■ শিলিগুড়িতে বিজ্ঞাপন সংস্থায় Part time (2 P.M. - 6 P.M) D.T.P কাজ জানা লোক চাই। Ph. - 9933050698. (C/124280)

কর্মখালি

■ বিধান মার্কেটে চা-পাতার দোকানে ১৮-২২ বছর কাজের স্থানীয় ছেলে চাই। বেতন -৯০০০/- 94341-13255, 7506357066. (C/124281)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির কাজের জন্য মধ্য বয়স্ক মহিলার প্রয়োজন। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 9593216566. (C/124281)

■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের জন্য, (সকাল : ৮টা থেকে সন্ধ্যা : ৬.৩০টা) পর্যন্ত রান্নার মহিলা চাই। (বেতন : 10,000/-)। M : 93391-06037. (C/124282)

■ Driver Required Experienced 5+ years, personal Car. Call 8918309351. careers.sinhal@gmail.com (P/A)

■ শিলিগুড়িতে সাইনবোর্ডের কাজ জানা অভিজ্ঞ মিস্ত্রি ও ডিজাইনার চাই। Ph. 9531728215. (C/124286)

■ Required Computer Assistant (Male) with knowledge MS word and Excel in Siliguri. Salary upto 15000/-Contact 9609000584. (C/124288)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে ডাক্তারের বাড়িতে থেকে রান্নার ও বাড়ির কাজের জন্য মাঝ বয়সি মহিলা চাই। 8777607245. (C/124287)

■ Security Guard চাই। ৮ ঘণ্টা Duty, Salary- 10750/- O.T Extra, থাকা ও খাওয়ার সুবিধা আছে। M : 8967577096. (C/124031)

■ Eris Milk Siliguri hiring Sales Manager/Senior Executive/ Data Entry Operator/Accountant with Experience info.erismilk@gmail.com, M : 9474016196/ W.app) 9593922531. (P/A)

VACANCY
Vacancy for TEAM LEADER and SALES EXECECUTIVE for Siliguri, Jalpaiguri & Coochbehar. TL Experienced candidates required.
Interview Venue:- 16th Nov. 26 at NH 31B, Bandhunagar more, Bhutki, Jalpaiguri, Siliguri.
Cont: 97350-00373

কর্মখালি

WE ARE HIRING
LEADS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
A 24-Year-Old Home Appliances Manufacturing Company requires:
1. ACCOUNTANT
* Experience: 5–7 Years
* Salary: Rs.28,000–Rs.32,000 Per Month
2. DIGITAL MARKETING HEAD
* Experience: 5–7 Years
* Salary: Rs. 35,000–Rs.45,000 Per Month
3. SENIOR FEMALE RELATIONSHIP MANAGER
* Experience: 5–7 Years
* Salary: Rs.28,000–Rs.32,000 Per Month
WE ARE OFFERING:
* Attractive Remuneration * ESI & PF
* Employee Leave Benefits
* Loan Facilities
WALK-IN INTERVIEW:
16th & 17th November 2026
Venue: Darshan Plaza, 1st Floor, Sevoke Road, Siliguri.
Send Your Resume to:
hr@leadsindia.net
ENQUIRY: 98328 89005

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ব্যস্ত মাল শহরে প্রিয় মানুষ

সম্পর্কের ‘মিষ্টি’ ফেরিওয়ালা যেন চকোলেট কাকু

সোমনাথ দত্ত

মালবাজার, ১৪ নভেম্বর : স্মার্টফোন ও ল্যাপটপের স্ক্রিনে মুখ গুঁজে থাকা এই যান্ত্রিক জীবনে মানুষ যখন ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, ঠিক তখনই সম্পর্কের এক অন্যরকম উষ্ণতা বিলিয়ে চলেছেন এক বৃদ্ধ। তাঁর জাদুকরি পকেট থেকে রোজ বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটি চকোলেট। সেই চকোলেটের মিষ্টি ছোঁয়ায় নিমেষেই জুড়ে যায় অচেনা মানুষের মন।

তিনি মালবাজার শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর কলোনির বিবেকানন্দ রোডের প্রবীণ বাসিন্দা নিরঞ্জন চক্রবর্তী। তবে স্থানীয়দের কাছে তিনি ভানু চক্রবর্তী নামেই বেশি পরিচিত। বয়সের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি আজ আট থেকে আশির আপনজন। কারও কাছে তিনি ‘চকোলেট কাকু’, কারও কাছে ‘চকোলেট দাদু’, আবার কারও কাছে স্নেহের ‘চকোলেট দাদা’। পেশায় বিদ্যুৎ বিভাগের একজন ঠিকাদার এই মানুষটির এটিই এখন সবচেয়ে বড় পরিচয়। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ‘ওর এই অভ্যাস বহুদিনের পুরোনো। পুরোনো দিনের সেই আন্তরিকতা এখনও ফুটে ওঠে ওঁর আতিথেয়তায়।’

কর্মসূত্রে প্রতিদিন তাঁকে সরকারি দপ্তর থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। কিন্তু তাঁর আলাপের ধরনটি একেবারেই আলাদা। মানুষটি পরিচিত হোন বা অপরিচিত, উচ্চপদস্থ আধিকারিক হোন বা রাস্তায় খেলতে থাকা কচিকাঁচার দল— কথাবার্তা শুরুর আগেই ভানুকাকুর মুখে ফুটে ওঠে চওড়া হাসি। এরপরই পকেট থেকে একটি চকোলেট বের করে তিনি তুলে দেন সামনের মানুষটির হাতে। তাঁর এই উষ্ণ অভ্যর্থনায় আপ্লুত সকলেই। বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিকের গলাতেও ঝরে পড়ল মুগ্ধতা। তিনি বলেন, ‘বদলি হয়ে যখন প্রথম এখানে এলাম, আলাপের শুরুতেই ওঁর সেই হাসি আর চকোলেট উপহার দেওয়ার সরল আপ্যায়ন আজও মনে পড়ে।’ শহরের আরেক বাসিন্দা ঋত্বিক বসু জানান, ভানুকাকুর দেওয়া চকোলেট ও মুখের হাসি এক মুহূর্তে যে কোনও পরিস্থিতির পটপরিবর্তন করে দেয়।

কিন্তু কেন তাঁর এই অভিনব উদ্যোগ? স্বভাবসিদ্ধ হাস্যময় প্রবীণ নিরঞ্জনের মন্তব্য, ‘মানুষের মুখে হাসি ফুটলে ভালো লাগে। ছোট্ট একটি চকোলেট যদি দুটো মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সহজ সম্পর্কের সেতু তৈরি করতে পারে, তবে তার চাইতে আনন্দের আর বেশি কিছু হতে পারে না।’

দীর্ঘ ৩৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিজের ভালোবাসা ও আতিথেয়তাকে মালবাজার শহর সহ পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় এভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছেন



নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

তিনি। ৭৩ পেরিয়ে ৭৪ বছরের আঙিনায় পা দিয়েছেন শহরের এই প্রবীণ নাগরিক। আধুনিক ডিজিটাল যুগে, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ কমছে, সেখানে তাঁর এই উদ্যোগ টাটকা বাতাসের মতো। কাজের চাপ কিংবা বয়সের ভার- কোনওকিছুই তাঁর এই শিশুসুলভ সারল্য ও আন্তরিকতাকে ম্লান করতে পারেনি। মানবিক সম্পর্কের আঙিনায় তিনি সঞ্চার করেছেন এক নতুন প্রাণ। এলাকার কচিকাঁচাদের কাছে তিনি এক জাদুকর। গৃহবধূ জয়া দে’র বক্তব্য, ‘চকোলেট দাদু বলে ওঁর কাছে ছুটে যায় শিশুরা। বয়সের কোনও ভেদাভেদ নেই ওঁর কাছে।’



শিশু দিবসে আদিনাতে শিক্ষামূলক ভ্রমণে পড়ুয়ারা। শনিবার। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

সাড়ে ৩ দশক ধরে ধূপগুড়ির ভরসা হরিদাস

শেষযাত্রার বিশ্বস্ত সঙ্গী

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : মাঝরাত হোক বা ভরদুপুর, শীতের কনকনে ঠান্ডা কিংবা বর্ষার অঝোরধারা—তাঁর কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। প্রিয়জন হারানোর শোকে স্বজনরা যখন দিশেহারা, তখন এই মানুষটির নিপুণ হাতে সেজে ওঠে চিতা। গত সাড়ে তিন দশক ধরে এভাবেই নিঃশব্দে সমাজবন্ধুত্বের এক বিরল নজির গড়ে চলেছেন ধূপগুড়ির হরিদাস বসাক। শহরবাসীর কাছে যিনি একান্ত আপন ‘হইরা’।

বয়স পেরিয়েছে পঞ্চাশের গণ্ডি। অকৃতদার এই মানুষটির জীবনে এ পর্যন্ত শবদাহের সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন হাজার। পুঁথিগত শিক্ষা বলতে সাকুল্যে চতুর্থ শ্রেণি। কিন্তু শ্মশানের বৈরাগ্য আর চিতা সাজানোর দক্ষতায় তিনি যেন একাই একশো। মাত্র পনেরো-ষোলো বছর বয়সে শ্মশানযাত্রী হিসেবে যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, তা আজ বারো মাসই অব্যাহত। আয়ের উৎস বলতে পুরসভার দেওয়া অস্থায়ী কর্মীর সামান্য মাসিক ভাতা আর শবযাত্রীদের দেওয়া সম্মানদক্ষিণা। তা সম্বল করেই দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা একডাকে শ্মশানে হাজির হয়ে যান হরিদাস। স্থানীয় বাসিন্দা জীবন নাগ বলেন, ‘ওকে নিয়ে অনেকে আলোচনা-সমালোচনা করেন ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে এই কাজটা বছরের পর বছর করে যাওয়া মুখের কথা নয়। রাত তিনটের সময়ও এক ডাকে শ্মশানে হাজির হয়ে যায় লোকটা। এটা গভীর সমাজবোধ ছাড়া আর কিছুই নয়।’ ধূপগুড়ি পুর মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি বসার পর দাহকাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়, ফলে হরিদাসের ডাক পড়াও কিছুটা কমেছিল। তবে চুল্লি বিকল হলেই মুশকিল আসান হিসেবে ফের ডাক পড়ে তাঁর। চলতি বছরের মার্চ মাস থেকেই পুরোপুরি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে ধূপগুড়ি শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি। ফলে বিগত আট মাস ধরে হরিদাসই শবদাহের একমাত্র ভরসা।

সাড়ে তিন দশকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তাঁর ঝুলিতে রয়েছে মরদেহ সৎকারের বিচিত্র সব রোমহর্ষক গল্প। যার মধ্যে ঘুরেফিরে



ধূপগুড়ি পুর মহাশ্মশানে শবদাহের প্রস্তুতি হরিদাস বসাকের।

আসে ২০১৩ সালের ভাইফোঁটার দিনটি। হরিদাস জানান, ওই দিন পরপর একটানা ১৩টি শবদাহ করেছিলেন তিনি। তাঁর জীবনে একদিনে এটাই সর্বোচ্চ দাহকাজ। হরিদাসের কাজ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই ওয়াকিবহাল পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং। তাঁর কথায়, ‘সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে দাহকাজ করতে বিশেষ পারদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার দরকার হয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হইরা-র দুটোই আছে। লোকটা মাদকাসক্ত নয়। তাই একসময় আমরা সিদ্ধান্ত নিই, এমন নিখুঁত পরিষেবা দেওয়া মানুষকে পুরসভার তরফে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করার।’ বয়স বাড়ছে, সেকথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন হরিদাস। তাঁর অবর্তমানে এই কাজের উত্তরসূরি কে হবেন, সেই চিন্তাও ঘুরপাক খায় প্রবীণ এই মানুষটির মাথায়। আক্ষেপের সুরে তাঁর মন্তব্য, ‘নতুন প্রজন্ম এ কাজ শিখতে চায় না। কেউ মৃতদেহ ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভয় পায়, তো কেউ ঘৃণা করে। কিন্তু বাস্তবে মৃত্যু ও শবদাহই যে চিরসত্য! এখন লোহার কাঠামো হয়ে যাওয়ায় কাজ অনেক সহজ হয়েছে। কেউ আগ্রহী হলে নিশ্চয়ই তাকে কাজটা শিখিয়ে দেব।’ বাড়ির দুয়ারে বসে কথাগুলো বলার ফাঁকেই হঠাৎ বেজে উঠল হরিদাসের ছোট্ট মোবাইল ফোনটা। ফোনটা ধরেই ‘আসছি’ বলে ঘাড়ের ওপর গামছাটা ফেলে ফের বেরিয়ে পড়লেন তিনি। মৃত্যু যে কারও জন্য অপেক্ষা করে না, আর পঞ্চাশ পেরোনো এই ছটফটে মানুষটাও শবদাহের ডাক কখনও ফেরাতে পারেন না!

নির্যাতিতার স্মৃতিতে উৎসব বন্ধ

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : কিশোরীর মর্মান্তিক মৃত্যুর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি বোগ্রাম রায়পাড়ার বাসিন্দারা। তাই শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এ বছর ছটপুজোর সমস্ত আয়োজন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

প্রতি বছর এই সময়ে রায়পাড়া ও সংলগ্ন কুলিক নদীর তীরবর্তী এলাকা ছটপুজোর জাঁকজমক ও আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে। ভক্তদের সমাগমে মুখর থাকে গোটা এলাকা। কিন্তু শনিবার দুপুরে সেখানে গিয়ে দেখা গেল, এ বছর সেই চেনা ছবি নেই। সর্বসম্মতিক্রমে পুজোর সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রামবাসী।

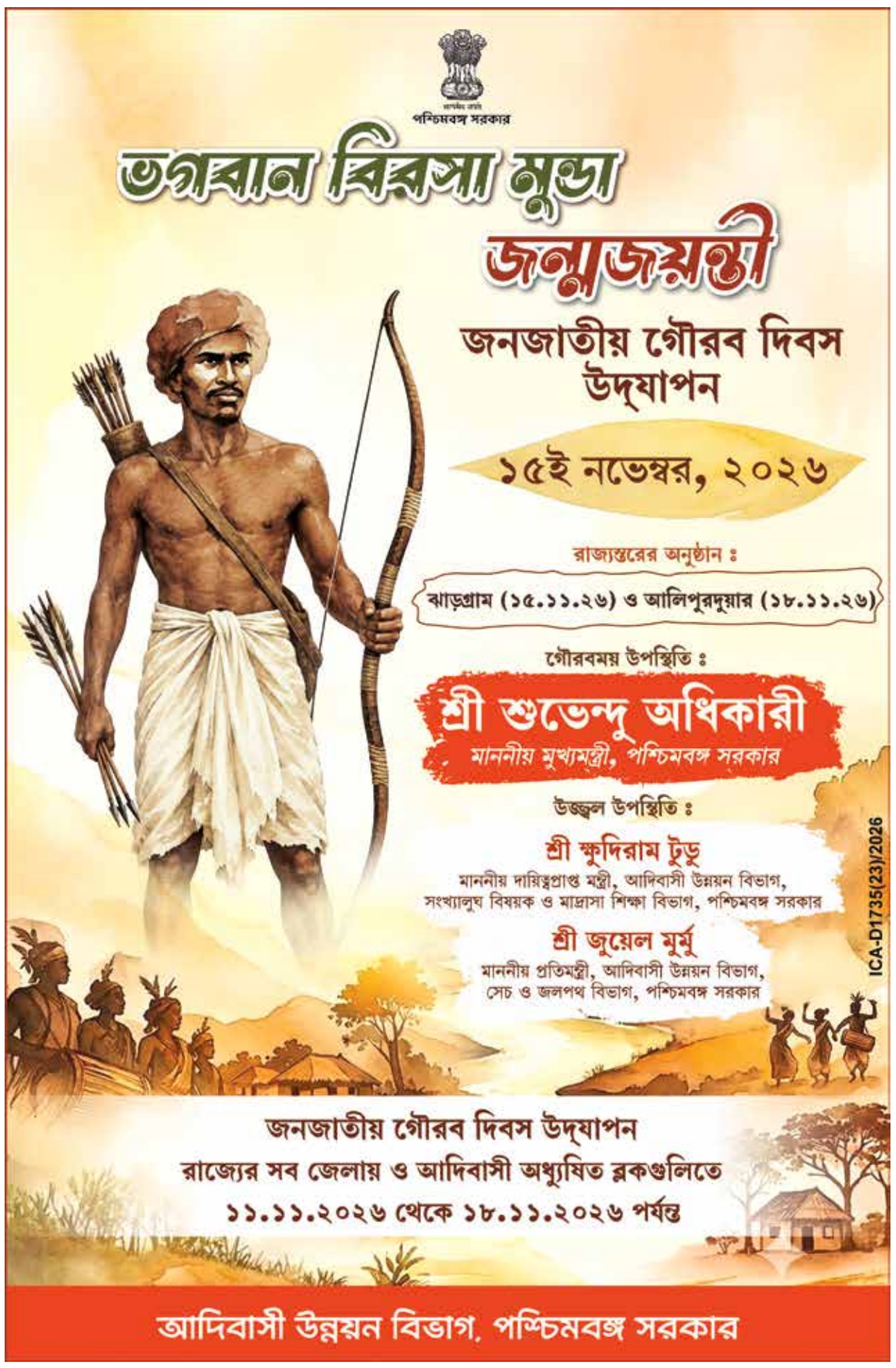
গত ৩ নভেম্বর বিকেলে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় বোগ্রাম রায়পাড়ার ১২ বছরের ওই নাবালিকা। পরিবারের তরফে নিখোঁজ ডায়েরি করা হলে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। ৫ নভেম্বর আব্দুলঘাটা সংলগ্ন কুলিক নদীর পাড়ের জঙ্গল থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ তুলে দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন এলাকাবাসী। তদন্তে মূল অভিযুক্ত হিসেবে দিলীপ রায়ের নাম উঠে আসে। ৯ নভেম্বর ভোরে বাংলা-বিহার সীমানার গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরাহিমখণ্ড সংলগ্ন পাড়ের গ্রামে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে তার মৃত্যু হয়।

অভিযুক্তের মৃত্যু হলেও কিশোরীকে হারানোর শোক কাটেনি এলাকায়। গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়, ‘আমাদের ঘরের ছোট্ট মেয়েটা এভাবে চলে যাবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি। সারা গ্রামে এখন শোকের পরিবেশ। এই অবস্থায় উৎসবের আনন্দে মাততে পারব না।’ কিশোরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে দাঁড়াতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা।









গাছ মুড়োলেও স্বপ্ন ফুরোয় না...

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৪ নভেম্বর : 'আমার গল্প ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো'— লাইনটার সঙ্গে আমরা সকলেই তো পরিচিত। কিন্তু গাছ মুড়িয়ে গেলেও গল্প তো সব সময় ফুরিয়ে যায় না। আগামী প্রজন্ম নতুন গল্প বলে।

মাস তিনেক আগে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ভিবি-জি রামজি প্রকল্পে পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের মাঠের এক পাশে গাছের চারা লাগানো হয়েছিল। পুজোর ছুটিতে স্কুল বন্ধ থাকায় গোরু-ছাগল ঢুকে সব চারাগাছ মুড়িয়ে খেয়ে নেয়। শুক্রবার স্কুল খুলতেই পড়ুয়ারা এসে গাছগুলো দেখে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যায়। গাছগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কী যেন বলেছিল ওরা। শনিবার স্কুলে এসেই দিয়া, পিয়ালি, সায়নরা সোজা চলে গেল শিক্ষকদের কাছে। কচি গলায় আবদার- 'স্যর, নতুন গাছ এনে দিন। আমরা লাগাব।'



গাছের চারা রোপণ করছে পড়ুয়ারা। পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে।

স্কুলের শিক্ষকরা খুদেদের সেই অনুরোধ ফেরাতে পারেননি। রাজি হয়ে যান তাঁরা। এদিনই চারা কিনে আনা হয়। অনভ্যস্ত হাতে পড়ুয়ারাই লাগিয়ে দেয় সেই চারা। কথা দেয়, এবার থেকে গাছগুলো আর মুড়িয়ে খাবে না গোরু-ছাগল। তারাই নজর রাখবে। ওদের উৎসাহ দেখে তারজালি দিয়ে গাছগুলোর চারদিকে ভালোভাবে বেড়া দেওয়ার কথাও জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়ের কথায়, 'এক মাস স্কুল ছুটি থাকায় এ রকম ঘটনা ঘটেছে। এদিন পড়ুয়ারা উদ্যোগী হয়ে গাছের চারা লাগিয়ে দেয়। এবার চারপাশে ভালোভাবে বেড়াও দেওয়া হবে, যাতে কোনও গাছের ক্ষতি না হয়। পড়ুয়াদের এই চেষ্টা আমাদেরও মুগ্ধ করেছে।' পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুপর্ণা বর্মন বলেন, 'একই প্রকল্পে অনেক স্কুলেই এ রকম চারাগাছ রোপণ করা হয়েছিল। বাকি সব স্কুলে গাছের বাগান ঠিকই আছে। এদিন ওই স্কুলে পড়ুয়ারা ফের গাছ লাগিয়েছে। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়।'

ভিবি-জি রামজি প্রকল্পে প্রায় ২৭ হাজার টাকা বরাদ্দে শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের মাঠে ১০০টি চারাগাছ রোপণ করা হয়েছিল। তিনদিকে তারজালির বেড়া থাকলেও এক প্রান্ত ছিল ফাঁকা। আর স্কুল ছুটি থাকায় গোরু-ছাগল ঢুকে বাগানের সব চারাগাছ খেয়ে ফেলে। তারজালির বেড়াও কয়েক জায়গায় ভেঙে যায়। এমন ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশ প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভও প্রকাশ করেন। কারণ, ওই গাছের বাগানের পাশেই ভিবি-জি রামজির শিলাখণ্ড। কিন্তু বাগানে একটিও গাছ নেই। এদিন পড়ুয়ারা সবার সব ক্ষোভ যেন মুছে দিল। দশম শ্রেণির দিয়া ভট্টাচার্যের কথায়, 'এখন তো স্কুল খোলা। আমরাই নজর রাখব। চারাগাছে জলও দেব। স্যরদের বলেছি, গাছের চারপাশে বেড়াও শক্তপোক্তভাবে দিতে হবে।'

কাঠ, দুষ্প্রাপ্য গুল্ম পাচার- সবুজ ধ্বংসের অনেক গল্পই প্রতিদিন তো সামনে আসে। এ যেন তার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। কচি হাতে কয়েকটা গাছ লাগিয়ে আবার পৃথিবীকে সবুজ করার গল্প শুনিয়ে গেল প্রত্যন্ত শিলবাড়িহাটের গুটিকয়েক স্কুলপড়ুয়া।

রাস্তা, পানীয় জলের আশায় রসিকবিল

শিবশংকর সূত্রধর ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৪ নভেম্বর : বাড়ির পুরোনো উঠোনে বসে নিজের অত্যন্ত প্রিয় মাদলটি মেরামত করছিলেন ৬০ বছর বয়সি কৃষ্ণ ওরাওঁ। রসিকবিল ফরেস্ট বস্তির এই প্রবীণের পরনে তখন শুধুই এক টুকরো কাপড়, যা ঠিক নেংটির মতো করে জড়ানো। আধুনিক পোশাকের তেমন চল নেই এই আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে। আপন মনে মাদল সারাইয়ের ফাঁকে নিজের ভাষাতেই গুনগুন করে গান গাইছিলেন কৃষ্ণ। হঠাৎই পাশের কাঁচা রাস্তা দিয়ে হুটার বাজিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল পরপর কয়েকটি গাড়ি। তার মধ্যে একটির মাথায় আবার লালবাতি! চমকে উঠলেন প্রবীণ। রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালেন হতবাক হয়ে। জীবনে এই প্রথমবার লালবাতি লাগানো গাড়ি দেখলেন তিনি!



উদ্বোধনের অপেক্ষায় বীরসা মুণ্ডার মূর্তি। রসিকবিলে শনিবার।

কারণটা আর কিছুই নয়, রবিবার বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যেই উৎসবের সাজে সেজে উঠেছে রসিকবিল বস্তি। গ্রামেই আয়োজিত হবে এক বিশাল অনুষ্ঠান। হাজির থাকবেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। সেই মেগা ইভেন্টের প্রস্তুতির জন্যই এখন একের পর এক লালবাতি আর নীলবাতি লাগানো গাড়ি ধুলো ওড়াচ্ছে এই অবহেলিত বস্তির রাস্তায়। অথচ এই গ্রামে আজও কোনও পাকা রাস্তা নেই। নেই পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থাও। প্রাপ্তির ঝুলি এখানে প্রায় শূন্য, আর অভাবের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। তবে বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একসঙ্গে এত নেতা-মন্ত্রী ও প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে পেয়ে নতুন করে আশায় বুক বাঁধছেন এলাকার আদিবাসীরা। তাঁদের দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা সমস্যাগুলো মেটাতে মন্ত্রীরা এবার কী ঘোষণা করেন, সেদিকেই এখন চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রয়েছেন কৃষ্ণ ওরাওঁরা। কৃষ্ণ বলছিলেন, 'আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে। আমরা চাই অনুষ্ঠানে এসে মন্ত্রীরা রাস্তাঘাট আর পানীয় জলের ব্যবস্থার ঘোষণা করুক।'

রবিবার রসিকবিল ফরেস্ট বস্তির পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে 'জনজাতি গৌরব দিবস' উদযাপিত হবে। এর আগে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দিনটি পালন করা হলেও, এই প্রান্তিক আদিবাসী গ্রামে তা কখনও হয়নি। ফলে সরকারি অনুষ্ঠানের জাঁকজমক থেকে দূরেই থাকতেন এখানকার অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু এবার খোদ গ্রামেই অনুষ্ঠানের আয়োজন। প্রায় চার হাজার মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন, তার জন্য তৈরি হয়েছে বিশাল প্যান্ডেল। দিনভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কৃষিসামগ্রী ও খেলাধুলোর সরঞ্জাম প্রদান সহ নানা কর্মসূচি রয়েছে।

এত বড় মাপের অনুষ্ঠানের তদারকিতে এখন ঘনঘন এলাকা পরিদর্শনে আসছেন মন্ত্রী মালতী রাভা থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের কর্তারা। আর তাঁদের গাড়ির এমন বিশাল বহর দেখেই তাজ্জব বনে যাচ্ছেন জাঁকজমক থেকে শতহস্ত দূরে থাকা সাধারণ আদিবাসীরা। আদিবাসীদের বেশি করে এই অনুষ্ঠানে শামিল করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পাঁচজন আদিবাসী মানুষকে দেওয়া হবে বিশেষ সংবর্ধনা। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন তাঁরা।

তবে শুধু একদিনের এমন জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে লাভ কী? তাতে কি এলাকার সামগ্রিক কোনও উন্নয়ন হবে? এলাকার বাতাসে এখন কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে এমন সব প্রশ্ন। তবে এলাকার ভোল বদলের আশায় বুক বাঁধছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় শংকর ওরাওঁয়ের কথায়, 'এরকম বড় অনুষ্ঠান কোনওদিন দেখিনি, তাই অপেক্ষায় রয়েছি। তবে রাস্তাঘাট আর পানীয় জলের খুব প্রয়োজন। আশা করি সেগুলিও এবার হবে।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : যোগাযোগমূলক কাজে আপনার বিশেষ দক্ষতা সমাজে প্রশংসিত হবে। সপ্তাহটি আর্থিক দিক থেকে খুব ভালো কাটবে। কোনও ধার্মিক ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে মানসিক শান্তি পাবেন। মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে সপ্তাহজুড়ে চিন্তা থাকবে।

বৃষ : অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে পারলে এ সপ্তাহে প্রচুর টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন। বন্ধুর দ্বারা চাকরির খবর পেতে পারেন। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বাইরের খাবারদাবার এড়িয়ে চলুন। কাউকে কোনও জরুরি কাগজ দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে।

মিথুন : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আশাতীত সাফল্য মিলবে। আইন, শিক্ষকতা পেশায় সম্মান বৃদ্ধি। বিবাহিত জীবনে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে পরিবারের কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। লটারি, ফাটকায় অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

কর্কট : কাউকে কটুকথা বলে অনুশোচনা হতে পারে। কোনও নিকট আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় আর্থিক সংকট কাটবে। বন্ধুদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন। বহুদিন পর কোনও পূর্বপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ভিসা জটিলতা কেটে যাবে। সাময়িকভাবে কোনও আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। তবে সপ্তাহের শেষভাগে সমস্যা কেটে যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

কন্যা : কোনও প্রিয়জনের চেষ্টায় বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। প্রেমে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির প্রবেশে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। লিভারের রোগে সমস্যা বাড়বে।

তুলা : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সার্থক হবে এ সপ্তাহে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আপনার কাজ বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে। জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় আপনার জয় নিশ্চিত। আগ বাড়িয়ে কোনও অচেনা ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন না।

বৃশ্চিক : একাধিক উপায়ে আয় বৃদ্ধির সুযোগ হবে। সামান্য কোনও কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও ফেলে রাখা কাজে এ সপ্তাহে হাত দিলে সাফল্য পাবেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে।

ধনু : পরিবার নিয়ে সপ্তাহজুড়ে আনন্দে কাটবে। বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। ধর্মীয় বিষয়ে আপনার আগ্রহ গভীর হবে। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন।

মকর : এ সপ্তাহে পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। পরিবারে কেউ কিছু বলতে চাইলে মন দিয়ে সেটা শুনুন। প্রেমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হলেও সপ্তাহের শেষে সম্পর্ক মজবুত হবে। গলা, ঘাড়ের সমস্যায় চিন্তার কিছু নেই।

কুম্ভ : সপ্তাহের শুরুতেই আয় বাড়লেও খরচে রাশ টানতে না পারলে, সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধু মহলে কথা বলবেন না। হিতে বিপরীত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজ শেষ করতে পারবেন।

মীন : আপনার নিজের চেষ্টায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে সক্ষম হবেন। পরিবার নিয়ে ভিনরাজ্যে ভ্রমণে গিয়ে আনন্দ পাবেন। লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এ সপ্তাহে সম্মানিত হতে পারেন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ কার্তিক, ভাঃ ২৪ কার্তিক, ১৫ নভেম্বর, ২৮ কাতি, সংবৎ ৬ কার্তিক সুদি, ৪ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৫৪, অঃ ৪।৫০। রবিবার, ষষ্ঠী রাত্রি ১০।১৯। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ৯।৮। গণ্ডযোগ শেষরাত্রি ৫।৫১। কৌলবকরণ দিবা ৯।২০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।১৯ গতে গরকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৮ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১০।১৯ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, রাত্রি ১০।১৯ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ১০।০ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১।০ গতে ২।৩৮ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪৩ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৯।৮ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।১৯ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম-(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নিষ্ক্রমণ বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন, রাত্রি ৯।৮ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। নাড়ীষষ্ঠী। প্রতিহারষষ্ঠী। ছটপুজো (বিহার) বা সূর্যপুজো। সাধক রামচন্দ্র দত্তের আবির্ভাব তিথি। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫৪ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে ও রাত্রি ৭।২৯ গতে ৯।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ১।৪৪ মধ্যে ও ২।৩৭ গতে ৫।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।২৪ গতে ৪।৬ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 35 বৎসর, 5'-2", নামেমাত্র ডিভোর্সি, Gyno (MD, MS), (Dr. পাত্র অগ্রগণ্য) যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9435122862, 9435020126, ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (C/124195)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 33 বছর/5'-1", নাথ (শিব গোত্র) Masters in Journalism and Mass Communication, কর্মরত স্থান, Communicate India (Mumbai), পিতা অবসরপ্রাপ্ত, যোগ্য পাত্র কাম্য। M.No. 9382350210. (C/124426)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", M.Tech., বেসরকারি Bank কর্মরতা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, একমাত্র কন্যা। পিতা রিঃ সঃ অফিসার। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী অনূর্ধ্ব 32, কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 9436677253. (C/124420)

■ কোচবিহার নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 30/5'-6", M.Sc. & LLb (IT. T, KGP), সুশ্রী, ফর্সা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। বর্তমানে দিল্লিতে MNC-তে কর্মরতা। M.No. 6290692103. (C/123764)

■ পাত্রী সঃ চাকুরে, M.A., 5'-1"/30, কায়স্থ, পিতা-মাতাও সঃ চাকরিজীবী। 35-এর মধ্যে উঃ বঙ্গের সঃ চাকুরে পাত্র চাই। (M) 9832469770. (C/124423)

■ অবসরপ্রাপ্ত পিতা-মাতার (Govt.), একমাত্র সন্তান কন্যা, 31/5'-2", B.A., Computer (Diploma) পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চাকরিজীবী পাত্র চাই, ঘরজামাই অগ্রগণ্য। 9434352445. (C/124424)

■ কর্মকার, 28/5'-3", বিএসসি নার্সিং, উঃ শ্যামবর্ণা, স্থায়ী নার্স পদে কর্মরতা। একমাত্র কন্যা। দাবিহীন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। মালদা অগ্রগণ্য। (M) 9832535785. (C/124272)

■ পাত্রী কায়স্থ, 30/5'-4", সুদর্শনা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবক-9733091878. (C/124415)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 29+/5'-3", ব্যাঙ্গালোরে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 7325904150, 9556228141. (C/124032)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, একমাত্র কন্যা, 29/5', সুশ্রী, BDS পাত্রীর জন্য ছোট পরিবারের ডাক্তার পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। কাস্টবার নেই। No Matrimoni-9907707233. (C/124432)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বিকম অনার্স, ২৭/৫'-২", বেসরকারি কর্মরতা, নরগণ (ঘোষ) পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9832497279. (C/124434)

■ সাহা, 28/5', M.A., B.Ed., ফর্সা। গৌড়বঙ্গের চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব 33 পাত্র চাই। বালুরঘাট-9932923531. (C/124431)

■ পাত্রী সাহা, 29+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed., শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/124479)

পাত্র চাই

■ ফর্সা, সুশ্রী, উচ্চতা ৫ ফুট, মেষ রাশি, দেবগণ। শিক্ষাগত যোগ্যতা-B.A. ও D.El.Ed., বয়স ৩০ বছর। মাথাভাঙ্গা নিবাসী, কায়স্থ পরিবারের একমাত্র কন্যা। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9679889278. (U/D)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-2", বিটেক, দমদমে ব্যাংকে কর্মরত, সুশ্রী পাত্রীর অনূর্ধ্ব 34, সঃ চাঃ/ব্যাংক/বেঃ সঃ চাঃ, প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্র কাম্য। কলিতে কর্মরত চলিবে। পৈতৃক নিবাস মালদা। 9475092265. (C/124274)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৩, B.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর যোগ্য পাত্র চাই। কাস্টবার নেই। 9242398532. (C/124439)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৯, M.Tech., MNC কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। কাস্টবার নেই। 9242547789. (C/124439)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ 'দে', ৫' উচ্চতা, ২৯+ বছর, M.A. পাশ, ফর্সা, দেবারিগণের পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সি পাত্র চাই। Caste no bar. ঘটক নিষ্প্রয়োজন। 9641337168 (3 P.M. to 6 P.M.). (C/124449)

■ রাজবংশী, ৩৪/৫'-৫", বিটেক, কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7908030951. (C/124030)

■ নমশূদ্র, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 27+/5'-3", M.A., B.Ed., SET উত্তীর্ণা, পিতা Retired Officer, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকরিরত, নেশাহীন পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7585937811. (C/124024)

■ পাত্রী ২৪ বছর, কায়স্থ, অত্যন্ত গৌরিক ও আকর্ষণীয়, উচ্চতা ৫'-৩", M.Com. চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরতা। একমাত্র ভাই B.Tech. করছে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। সরকারি/প্রাইভেট চাকরি বা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9046250029. (C/124388)

■ পূর্ববঙ্গ, রায়গঞ্জ নিবাসী, অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীর একমাত্র কন্যা, ব্যশব, ব্রাহ্মণ, 28+/5'-2", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুমুখশ্রী, সংগীতজ্ঞা, ইংরেজি অনার্স পাত্রীর জন্য স্ববর্ণ/অসবর্ণ, চাকরি/ব্যবসায়ী উপযুক্ত অনূর্ধ্ব 35 সুপাত্র চাই। (M) 6294199893. (C/124440)

■ ২৫ বছর বয়সি, ফর্সা ও সুন্দরী কন্যা। উচ্চতা ৫'-২", এমএ, বিএড, বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা। পিতা ব্যবসায়ী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9903355029. (C/124288)

■ কায়স্থ, 29/5'-1", M.A. পাঠরতা (English), সুশ্রী, বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা। চাকরিজীবী, ভদ্র পরিবারের পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 6294193347 (রায়গঞ্জ)। (C/124440)

■ শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের পাত্রী, MBBS ডাক্তার, সরকারি চাকরি, 38/5'-4", Slim, সাংসারিক। 40-42'এর মধ্যে 5'-6"-র উর্ধ্বে, নেশাহীন, উপার্জনশীল, সুস্থ, উদার মানসিকতার যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9434665437. (C/124288)

পাত্র চাই

■ কুলীন কায়স্থ, 29/5'-3", M.A. running, D.El.Ed., আলিপুরদুয়ার শহর নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য 30-38'এর মধ্যে সরসারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9832451512. (C/123371)

■ ৩৩ বছর বয়সি, পল সম্প্রদায়ের, উচ্চতা ৫'-৭", MBBS, MD in Anesthesia, প্যারামাউন্ট হাসপাতালের চিকিৎসক। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9903410029. (C/124288)

■ পাত্রী বিএ পাশ, 33, শিলিগুড়ি, 38-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। মোঃ 8509412903. (C/124445)

■ পাত্রী M.A., Eng., Height 5'-6", সরকারি চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই অনূর্ধ্ব 32+, উচ্চতা 5'-9" বা তার অধিক, উত্তরবঙ্গ নিবাসী চাই। 9832783773. (C/124443)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, M.Sc. ইন ম্যাথ ও বর্তমানে ICDS-এ সুপারভাইজার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/124288)

পাত্রী চাই

■ ৪১+/৫'-৬", ব্রাহ্মণ, ইঞ্জিনিয়ার, নামমাত্র ডিভোর্সি, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য (মাঙ্গলিক, দেবারি বাদে)। (M) 8670291234, 7596942402. (C/113923)

■ EB নমশূদ্র, দাবিহীন, 33+/5'-9", H.S.+BMS, নিজস্ব ব্যবসা, 5-6 LPA, মধ্যবিত্ত পরিবার। স্বঃ/অসবর্ণ, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। P/W : 9477466435. (C/124009)

■ কোচবিহার। বর্তমানে চণ্ডীগড় নিবাস, 29, B.Tech., USA ভিত্তিক কোম্পানিতে ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত। এইরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। +917837067983. (C/123763)

■ ব্রাহ্মণ, স্নাতকোত্তর, 39/5'-7", পিতা-মাতা প্রয়াত, কেঃ প্রঃ সঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোচবিহার নিবাসী। ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, 28-35 মধ্যে শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। সঃ চাকরিজীবী, স্বল্পকালীন বিচ্ছেদ গ্রহণযোগ্য। (M) 6294303804. (C/123765)

■ পাত্র কায়স্থ, 35/5'-6", স্থায়ী সরকারি কর্মী, M.A., একমাত্র সন্তান। M.A./M.Sc., ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 9434874467. (C/124428)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 30, M.Tech., রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, কাস্টবার নেই। 8637896519. (C/124439)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 35/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, 25-30, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য, নরগণ/দেবগণ হলেই যোগাযোগ করিবেন। (M) 7679725717. (C/124022)

■ পাল, 46+/5'-7", B.Sc., হ্যামিল্টনগঞ্জ নিবাসী, গৃহ-শিক্ষক/ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8327695405.

■ ৩৪, M.Sc., ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি, ৫'-৭", ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার। পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-9903930029. (C/124288)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, 38/5'-6", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কলিকাতায় কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া, 30-32 মধ্যে পাত্রী কাম্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 6296939836. (C/124021)

■ কায়স্থ, 35/5'-7", MBA, পৌরসভায় কর্মরত পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, ফর্সা, ৩০-এর মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 9002561144. (C/124023)

■ ৩১, কায়স্থ, উচ্চতা ৫'-৮", B.Tech., একটি Nationalized ব্যাংকে Assistant Manager, পিতা-মাতা উভয়ই অবসরপ্রাপ্ত। একমাত্র পুত্র। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-9903306329. (C/124288)

■ শিল, 33+/5'-6", M.Pharma, সিকিমে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। নো ম্যাট্রিমনি। (M) 9564662057, জলঃ। (C/124026)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 36/5'-7", M.Sc., IT, WB গভঃ চুক্তিভিত্তিক পদে কর্মী, নরগণ, অবসরপ্রাপ্ত পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, শহরে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি। প্রকৃত সংসারী, নম্র, শান্ত, সুশ্রী, আগ্রহী, স্নাতক পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। Mo. 9434192040. (C/124034)

■ কুলীন কায়স্থ, ঘোষ, 39/5'-8", রায়গঞ্জ নিবাসী, B.Sc. (Hons), Software, সরকারি স্কুলের ICT শিক্ষকের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 7872818924. (C/124440)

■ কিশানগঞ্জ নিবাসী, বাঙালি (দাস), 36, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক, নামমাত্র ডিভোর্সি (4 মাস), একমাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী নন-ডিভোর্সি/ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। পিতা সরকারি পেনশনভোগী। (M) 8918168399. (C/124440)

■ পুঃ বঃ ব্রাহ্মণ, দেবারিগণ, সিংহ রাশি, বয়স 33, উচ্চতা 5'-10", ইঞ্জিনিয়ার ডেটা অ্যানালিস্ট (আইটি) কলিকাতায় MNC-তে কর্মরত, নিজ বাড়ি। সুন্দরী, ফর্সা, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। M/W.App : 8017831958, 8100479065. (K)

■ ব্যানার্জী, 33+/5'-3", মাধ্যমিক পাশ, পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া গরিব ঘরের পাত্রী কাম্য। কায়স্থ হলেও চলবে। 7407664797. (C/124037)

পাত্রী চাই

■ রায়, কাশ্যপ গোত্র, 27/5'-6", B.Com. (Hons)+M.Com., I.R.U.E. Dept. NJP-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত সরকারি পাত্রী কাম্য। (M) 9679478291. (C/113924)

■ পাত্র কায়স্থ, (36), বিএ, 5'-5", LIC এজেন্ট ও ব্যবসা, দাবিহীন, দিনহাটায় নিজস্ব বাড়ি, আলিপুরদুয়ারে বসতি জমি ও ভাড়া বাড়ি, বালুরঘাট ও কলকাতাতে ফ্ল্যাট। মা ও ছেলে। সুপাত্রী চাই। (M) 7585044922. (S/M)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9933199942. (C/124444)

■ রাজবংশী, উত্তরব



থ্রি ডি-তে মহিমা

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপুজোর ঐতিহ্যে নতুন অধ্যায়। রক্ষিত ঘাট গেটে প্রথমবারের জন্য থ্রি ডি লেসার ও প্রোজেকশন ম্যাপিংয়ের প্রদর্শনীতে ফুটে উঠবে মা জগদ্ধাত্রীর মহিমা, জাতীয় পতাকার গৌরব এবং বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের জয়গাথা।



পোষ্যকেও খুন

যাদবপুরের লিভ-ইন পার্টনারের সঙ্গে বিচ্ছেদের রাগে প্রেমিকার দুই পোষ্য কুকুরকে খুনের অভিযোগ এক তরুণের বিরুদ্ধে। একটি কুকুরকে ফাঁস দিয়ে, অন্যটিকে ইট দিয়ে থেঁতলে মারা হয়েছে। ঘটনায় সোচ্চার হয়েছেন পশুপ্রেমীরা। তদন্তে পুলিশ।



উদ্ধার

বরানগরের ফ্ল্যাটে 'খুন হওয়া' তরুণীর হারানো গয়না ও মোবাইল তাঁর প্রেমিকের কাছ থেকেই উদ্ধার করল পুলিশ। খুনের পর প্রেমিকার শরীর থেকে গয়না সহ একাধিক সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছিলেন অভিযুক্ত।



নতুন বই

সংশোধিত সিলেবাসের নতুন বই পৌঁছাতে শুরু করেছে স্কুলগুলিতে। জানুয়ারি মাসের আগেই সমস্ত বই স্কুলগুলিতে পৌঁছে যাবে বলে আশাবাদী সিলেবাস কমিটি। বেশ কিছু বইয়ের নামও পরিবর্তন করা হয়েছে।

কবি শক্তির কাছে 'শক্তি' চাইলেন শমীক!

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : প্রয়াত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে আচমকাই হাজির হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার বেলেঘাটায় কবির বাড়িতে গিয়ে স্ত্রী মীনাক্ষী ও ছেলে সম্বুদ্ধর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপচারিতা করেন তিনি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে স্ত্রী মীনাক্ষীর লেখা বই উপহার হিসেবে পেয়েছেন শমীক। এই প্রাপ্তিকে তাঁর জীবনের দুর্মূল্য সম্পদ বলে মন্তব্য করেন শমীক।

রাজনীতিক শমীক ভট্টাচার্যের পাশাপাশি সাহিত্য, শিল্পরসিক হিসেবে শমীকের আলাদা পরিচিতি রয়েছে। বিশেষত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর দুর্বলতা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক মন্তব্যের মধ্যেই শক্তির কবিতাকে আশ্রয় করতে দেখা গিয়েছে বারবার। এহেন শমীকের সঙ্গে শক্তির পরিবারের সখ্য কোনও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে কবির বাড়িতে যাওয়ার সময়টি এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। এবিষয়ে এক রসিকের বক্তব্য, 'নিজের লেখা বইয়ের সঙ্গে ওঁকে শক্তির 'প্রভু যেন নষ্ট না হয়ে যাই' কাব্যগ্রন্থ উপহার দিলে ভালো হত।'

রাজ্যে পরিবর্তনের পর তৃণমূলি অসুখ থেকে নিজের দলকে সতর্ক করে শমীক বারবার বলেছেন, জামা বদলানোর জন্য রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন করেনি। ভিতরের মানুষটার পরিবর্তনের জন্য মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে। নিজের চোখেই প্রতিদিন সেই স্বপ্নকে মরিচিকার মতো দূরে সরে যেতে দেখে হতাশাই বেড়েছে। এই আবহে আচমকাই শমীকের 'শক্তি শরণ'। শমীক বলেছেন, 'ওঁর ছেলের সঙ্গে একবার বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়েছিলাম। উনি বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাই এসেছি। যদিও অনেকটা সময় দেরি হয়ে গিয়েছে।'

শক্তি পত্রিকার লেখা ও শিল্প চর্চাকে সম্মান জানিয়ে শমীক বলেছেন, 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন তো আর পাঁচটা মানুষের মতো মসৃণ ছিল না। সেসব সহ্য করে তাঁকে সঙ্গ দেওয়া জীবনের উত্থান-পতনকে স্পর্শ করা এটা কম কথা নয়।

শক্তি ভক্ত শমীককে কবিকে নিয়ে নিজের লেখা বই 'আন্তরিক পর্যটনে' উপহার দিয়েছেন মীনাক্ষী। সেই প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়' হয়ে ওঠার পিছনে মীনাক্ষী দেবীর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তাই তিনি যখন শক্তি সম্পর্কে লেখেন তখন সেটা আমার কাছে দুর্মূল্য প্রাপ্তি।'

দাগিদের পদ খারিজ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ঝাড়াই-বাছাইয়ের পরেও শস্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল ভূত। তবে একদম শেষমুহূর্তে স্কুল সার্ভিস কমিশনের যাচাইয়ে ধরা পড়লেন তাঁরা। শুক্রবার এসএসসির তরফে দুটি আলাদা বিজ্ঞপ্তি ও তালিকা প্রকাশ করে ১৬ জন 'অযোগ্য প্রার্থী'-র প্রার্থীপদ খারিজ করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, ওই ১৬ জনই ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সিবিআইয়ের তদন্তে ওএমআর গরমিলের তালিকায় নথিভুক্ত ছিলেন। দাগি প্রার্থীদের মধ্যে ১২ জন গ্রুপ ডি ও ৪ জন গ্রুপ সি-র চাকরিপ্রার্থী। এদিকে একাদশ-দ্বাদশের চাকরিপ্রার্থীদের কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া শুরু হবে ডিসেম্বরে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর, বাকি থাকা ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে ২৫ নভেম্বর। অন্যদিকে, গ্রুপ সি শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে হাতেকলমে কম্পিউটারের ওয়ার্ড, এক্সেল পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ একইদিনে আর গ্রুপ ডি-এর ক্ষেত্রে সরাসরি ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।



কার্তিক ব্রত পালনের একটি মুহূর্ত। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার চাকলায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

চর্চায় দল ও সরকারের টানাপোড়েন

পদ্ম সভাপতির নিশানায় পুলিশ!

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাজ্যে বিজেপি সরকারের বয়স সবে ৬ মাস, তারই মধ্যে দুর্নীতি, তোলাবাজি সহ অরাজকতার প্রশ্নে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠতে শুরু করেছে। দলের মঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে অপরাধীদের চিহ্নিত করে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি। কিন্তু তারই মধ্যে এবার পুলিশকে নিশানা করলেন তিনি। শুক্রবার রাজ্য সভাপতির ওই মন্তব্যের পর সুর মিলিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। স্বাভাবিকভাবেই দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে, দল ও সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন তীব্র হচ্ছে? নাকি এও এক দলের ভারসাম্য রক্ষার কৌশল?

জেলায় জেলায় পুলিশ ও বিধায়কদের একাংশের বিরুদ্ধে দলের তরফে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল। দলের এক অনুষ্ঠানে সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল। শমীক বলেছেন, 'কিছু কিছু জায়গায় পুলিশ মনে করছে আমরা মণ্ডল সভাপতি। আবার কিছু মণ্ডল সভাপতি ভাবছেন তাঁর কথাতেই চলবে পুলিশ। তিনিই শুভেন্দু অধিকারী। এ দুটোর কোনওটাই চলবে না।' অনেকেই মনে করছেন পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার দায় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওপর বর্তায়। সেই কারণেই রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্যে দল ও সরকারের দুই প্রধানের মধ্যে টানাপোড়েন বাড়ারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শুধু তাই নয়, জেলায় জেলায় যারা বিজেপির নামে দুর্নীতি, তোলাবাজি করছে, অরাজকতা তৈরি করছে তাদের চিহ্নিত করে দলকে জানানোর জন্য সংগঠনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শমীকের কথায়, 'এদের চিহ্নিত করে তালিকা আমাকে দিন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পুলিশ আছে। প্রত্যেককে ঢুকিয়ে দেব।' শমীক আরও বলেন, 'আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য হওয়ার জন্য বিজেপি এখনও দরজা খোলেনি।' কিন্তু স্বীকৃত সদস্য না হয়েও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের একাংশের সঙ্গে মিলেজুলে এলাকায় এলাকায় তারাই বিজেপি হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শমীক চান, এদের বিরুদ্ধেই কঠোর হোক প্রশাসন। কিন্তু দু-চারটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সেভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। এখানেই প্রশাসন ও সরকারের ভূমিকায় কিছুটা ক্ষুব্ধ শমীক।

> **কিছু কিছু জায়গায় পুলিশ মনে করছে আমরা মণ্ডল সভাপতি। আবার কিছু মণ্ডল সভাপতি ভাবছেন তাঁর কথাতেই চলবে পুলিশ। তিনিই শুভেন্দু অধিকারী। এ দুটোর কোনওটাই চলবে না।**
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

শনিবার রাজ্য সভাপতিকে সমর্থন করে সুকান্তও বলেন, 'যারা ভাবছে তৃণমূল করেছে আমরাও করব, তাদের আমি সাবধানবাণী শোনাতে চাই। যদি মনে করেন, তৃণমূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও পা ফেলব, তাহলে আপনাকেও তুলে দলের বাইরে ফেলে দেবে বিজেপি।' তবে দিলীপ ঘোষের মতে, 'রোগটা পুরোনো। রাজ্য সভাপতি যা বলার বলে দিয়েছেন। সরকার সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। তবে রাতারাতি তো আর সবটা বদলে যেতে পারে না। সময় লাগবে।' তবে দলের অন্য একটি গোষ্ঠীর নেতার মতে, শমীকের এই হুঁশিয়ারি আসলে একটা কৌশল। শমীক এখানে খানিকটা চেক ভালভের মতো। দল ও সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা।

এবার বেসরকারির নিয়োগপত্র শুভেন্দুর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : পুলিশ সহ বিভিন্ন সরকারি পদে অনুষ্ঠান করে নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলিতে চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করতে চলেছেন তিনি। সোমবার মেদিনীপুর গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী খড়গপুর শিল্পাঞ্চলের বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থায় ৬০০ জন বেকারের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বেসরকারি সংস্থায় এই ধরনের নিয়োগে স্থানীয় পুলিশের সক্রিয় সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। যা রাজ্যে একরকম অভিনব বলেই মনে করা হচ্ছে।

বেসরকারি ক্ষেত্রে এই নিয়োগের পিছনে স্থানীয় পুলিশের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। পুলিশ এলাকার বেকার তরুণ-তরুণীদের নামের তালিকা সেখানকার বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলির কাছে পাঠাচ্ছে। সংস্থাগুলি তাদের শূন্যপদ পূরণের জন্য বেকারদের নাম পুলিশের পাঠানো তালিকা থেকে বেছে নিচ্ছে। চাকরি পেতে বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলি যা যা শর্ত দিয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই পুলিশ মূলত বেকারদের তালিকা তৈরি করছে। শনিবার মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানিয়েছেন, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়েই এই নিয়োগপত্রগুলি বেকার তরুণদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ইঞ্জিনে চুল ঢুকে মৃত্যু

তাহেরপুর, ১৪ নভেম্বর : চলন্ত জেনারেটরের ইঞ্জিনে লম্বা চুল জড়িয়ে মৃত্যু হল ১৮ বছরের এক তরুণীর। শুক্রবার রাতে নদীয়ার তাহেরপুরের বাদকুল্লার ঘটনা। মৃতার নাম দিয়া সরকার, স্থানীয় হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল সে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বাদকুল্লা-২ পঞ্চায়েতের বাপুজি নগর-পুরন্দরপুর এলাকার একটি বারোয়ারি কালীপুজোর বিসর্জন উপলক্ষ্যে শুক্রবার রাতে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। এলাকার অন্যদের সঙ্গে তাতে যোগ দিয়েছিলেন দিয়াও। গড়িয়াপোতা ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের পর শোভাযাত্রা ফিরছিল। সেই সময় চলন্ত ইঞ্জিনভ্যানে থাকা জেনারেটরের কাছে চলে যান দিয়া। তাঁর লম্বা খোলা চুল কোনও ভাবে জেনারেটরের ভিতরে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দিয়ার।

অগ্নিমিত্রার কবিতা পাঠে ট্রোলের বন্যা

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : রাজনীতির ময়দান আর কবিতার খাতা, বাংলার মাটিতে এই দুয়ের সম্পর্ক যেন এক অদ্ভুত মোড় নিয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর 'এপাং ওপাং ঝপাং'-এর স্মৃতি বাঙালির মন থেকে এখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি। এরই মধ্যে বঙ্গ রাজনীতিতে আবির্ভাব আরও এক নতুন 'কবি'-র। তিনি বিজেপি নেত্রী এবং মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বামফ্রন্টকে আক্রমণ করে তাঁর স্বরচিত এক কবিতা পোস্ট করতেই রীতিমতো হাসির রোল উঠেছে নেটপাড়ায়। তাঁর নিজের ফেসবুক পেজেই ট্রোলিংয়ের বন্যায় ভেসে যাচ্ছেন নেত্রী।

অগ্নিমিত্রার কবিতার লাইনগুলি ছিল এমন, 'হিং টিং ছট: ৩৪ বছর হয়েছে পার, বাম ফ্রন্ট এরপর পগার পার, কারণ মানুষের নেই ভরসা আর।' দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনকে কটাক্ষ করে লেখা এই ছড়াটি পোস্ট করার পর থেকেই মন্তব্যের বাক্সে শুরু হয়ে যায় ট্রোলিংয়ের পালা। কেউ লিখেছেন, 'সত্যিই চিন্তায় ছিলাম আর কবিতা শুনতে পারব কি না, কিন্তু খুব ভালো লাগছে পিসির চেয়েও বড় কবিতা লেখার লোক পেয়ে গিয়েছি।' কারও আবার তির্যক মন্তব্য, 'ভালোই 'ছড়া'লেন, ভবিষ্যতে আরও ভালো 'ছড়া'বেন আশা রাখি!' ছড়া আর ছড়ানোর এই শব্দজব্দে নেটিজেনরা যেন রীতিমতো উৎসব শুরু করেছেন।

রাজনৈতিক নেতাদের এই হঠাৎ করে কবি হয়ে ওঠার প্রবণতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরক্তির সুরও স্পষ্ট। এক নেটিজেন যেমন স্পষ্ট লিখেছেন, 'পিসি গেছে মাসি এসেছে, মাসিও চলে যাবে।' একজন লিখেছেন, 'কাজ? সেটা করার দরকার নেই। করতে গেলেই ছড়াবেন!' আর এক নেটিজেনের কথায়, 'আবার ছড়া? এরপর কি পেইন্টিং? এসব তো অনেক হল, এবার কাজের গোড়ায় জল ঢালো।'

বিজেপিকে তোপ অভিষেকের

'মিথ্যে মামলায় হয়রান করা হচ্ছে'

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : মামলা বা তদন্তের ভয় দেখিয়ে তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না। শনিবার ভবানীপুর থানায় প্রায় চার ঘণ্টা জেরার পর শাসক বিজেপিকে এই বার্তাই দিলেন মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে বুলডোজার ও মিথ্যে মামলা দিয়ে তাঁকে হেনস্তা করছে রাজ্যের শাসকদল।

একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে অভিষেকের কটাক্ষ, 'নারদায় টাকা নেওয়ার পরও গত পাঁচ বছরে শুভেন্দু অধিকারীকে একবারও থানায় বা সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দিতে দেখেনি কেউ। অথচ গত ছ'মাসে রাজ্য সরকার বদলের পর ইডি, সিবিআইয়ের কাছে একাধিকবার যেতে হয়েছে।'

গত ২ মে সমাজমাধ্যমে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কটাক্ষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পোস্ট করেন বলে অভিযোগ। সেই পোস্টের ভিত্তিতে গত ২৭ মে ভবানীপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন জনৈক অর্ণবকান্তি দাস। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিষেককে তলব করে পুলিশ। অভিযোগকারীর দাবি, জ্ঞানেশ কুমারকে 'বাংলাবিরোধী গুজরাটি গ্যাংয়ের হাতের পুতুল' বলে অভিষেক যে মন্তব্য করেছেন, তা গুজরাটি সম্প্রদায়ের অপমানের পাশাপাশি দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতির পক্ষেও ক্ষতিকর। তারপরেই ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো, হিংসায় উসকানি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টার মতো অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়।

সেই মামলায় অভিষেককে এদিন তলব করেছিল ভবানীপুর



শনিবার ভবানীপুর থানায় অভিষেক।

থানার পুলিশ। নির্ধারিত সময় বেলা সাড়ে ১২টার আগেই থানায় পৌঁছে যান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। পুলিশ সূত্রে খবর, পোস্টটি ঘিরে তাঁকে একাধিক প্রশ্ন করা হয়। বিকেল ৪টে ৩২ মিনিটে থানা থেকে বেরিয়ে পটুয়াপাড়ার বাড়িতে যান তিনি। সেখানে দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, 'একটি পোস্টের ভিত্তিতে ডাকা হয়েছিল। দেশের আইনকে সম্মান জানিয়ে হাজিরা দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে কিছু নেই, তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মিথ্যে মামলায় ডাকা হচ্ছে।' তদন্তে সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে অভিষেক বলেন, 'বিজেপিকে বাংলাবিরোধী বলছি, কারণ তাদের নেতাদের মিছিলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসুকে বামপন্থী প্রোডাক্ট বলেছে। বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি নষ্ট করেছে। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বাংলা আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকেও বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'কারা গুজরাটি গ্যাং, তার যথাযথ ব্যাখ্যা তদন্তকারী অফিসারদের দিয়ে এসেছি।'

অভিষেকের মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'ভাবছেন রাজ্যের আইনকানুন ওঁর ইচ্ছাতেই হবে, সেটা তো হবে না। ধমকি-চমকি দিয়ে নিজের বিপদ বাড়াচ্ছেন।' পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়। কৃতকর্মের ফল ভুগছেন।' অন্যদিকে অভিষেকের মন্তব্য প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বাবা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী বলেন, 'ও বাচ্চা ছেলে। ইমম্যাচিওর বেবি। নিজের উচ্চতা কত তাই জানে না।' এদিন অভিষেকের হাজিরাকে কেন্দ্র করে ভবানীপুর থানার বাইরে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। একদল বিজেপি সমর্থক 'চোর-চোর' স্লোগান দেন। পালটা 'জয়-বাংলা' স্লোগান তুলে থানার সামনে জমায়েত করেন অভিষেক অনুগামীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভবানীপুরের ব্যস্ত রাস্তা নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়।

অন্ধকার পল্লিতে আলোর ছোঁয়া

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : 'মা আজ আমরা নাচগান করব? কেউ বকা দেবে না তো?', উৎসুক কণ্ঠে মায়ের হাত ধরে মঞ্চের সামনে এসে প্রশ্ন করল তাথৈ রায় (নাম পরিবর্তিত)। আনন্দ সহযোগে মা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। আজ অনেকে আসবে।' বেলা গড়াতে মায়ের হাত ধরে একে একে দুর্গাচরণ স্ট্রিটের মুখে তৈরি হওয়া মঞ্চটির সামনে আসতে শুরু করেছে। আজ ওদের দিন। তাই নিত্যদিনের অবহেলাকে দূরে রেখে শিশুদিবসে যৌনপল্লীর ওই ঘিঞ্জি গলিতেও হাসি ফুটে উঠল ওদের মুখে।

নোনাধরা দেওয়াল, সংকীর্ণ গলি, সস্তার পারফিউমের উগ্র গন্ধ। ছেলেবেলা থেকে এই দৃশ্যের সঙ্গে অভ্যস্ত ইসমাইল (নাম পরিবর্তিত)। আর পাঁচটা শিশু যখন বাবা-মায়ের হাত ধরে কাঁধে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে স্কুল যাচ্ছে, তখন ওর চোখে একরাশ হতাশা। আবার সন্ধে হলেই মাকে সাজগোজ করে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুমেলা দাস (নাম পরিবর্তিত)। উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি এই গলি সভ্যসমাজে পরিচিত সোনাগাছি নামে। এখানে প্রতিটি ঘরের গল্প আলাদা। প্রতিকূলতা ও সমাজের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে বড় হচ্ছে শিশুগুলি। ওদের পরিচয় যৌনকর্মীদের সন্তান। কারোর বয়স ৫,৬,৭ বছর। আবার কেউ সদ্য যৌবনে পা রাখছে। মায়ের পেশা সম্পর্কে কেউ বা অবগত। কেউ জানেই না ওই গলির বাইরে বেরোলেই কেন কটূক্তি শুনতে হয়।

এদিন শিশুদিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার এই বৃহৎ যৌনপল্লিতে যৌনকর্মীদের সন্তানদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'আমরা পদাতিক'। এই শিশুগুলির সঙ্গে সময় কাটাতে অনুষ্ঠানে হাজির হন অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির পদাধিকারীরা, প্রাক্তন সেনাকর্তা সহ বিশিষ্টরা। খোলা আকাশে বেলুন উড়িয়ে তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও যাতে বদলায় সেই কামনাও করা হয়। অনুষ্ঠানে নাচ, গান, পুতুল নাচে অংশ নেয় ইসমাইল, রুমেলারা। রুমেলার মা ভাস্বতী দাস বলেন, 'আমারও ইচ্ছে করে ওকে সুন্দর জীবন দিতে। তাই তো কষ্ট করে বড় করছি।' ভাস্বর বলেন, 'এই দিনে আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী। তাই ওদের সঙ্গে দিনটা ভাগ করে নিলাম।' 'আমরা পদাতিক'-এর মুখ্য উপদেষ্টা মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ওরা বাইরের সমাজে বঞ্চিত। অন্তত একটা দিন প্রাণ খুলে হাসুক।'





এনকাউন্টার শব্দটি অভিধানে মুখোমুখি হওয়া বোঝালেও, পুলিশের ভাষায় তার অর্থ অনেক সময় মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে যায়। নকশালবাড়ি থেকে ময়দান, কেরল, পঞ্জাব, দিল্লি, মুম্বই, মণিপুর ও হায়দরাবাদ- ইতিহাসে রয়েছে এমন বহু বিতর্কিত মৃত্যুর নজির। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে একটি সহ গত চার মাসে রাজ্যে চারটি পুলিশি এনকাউন্টারে অভিযুক্তের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অপরাধ দমনে পুলিশের আত্মরক্ষার অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণের ভার আদালতের। বিচার ছাড়া মৃত্যু কখনও ন্যায়বিচারের বিকল্প হতে পারে না। দ্রুত প্রতিশোধের উল্লাস ক্ষণিকের; তার আড়ালে চাপা পড়ে যেতে পারে সত্য, সাক্ষ্য এবং বিচার পাওয়ার অধিকার। রাষ্ট্রের হাতে আইন আছে বলেই তার দায় আরও বেশি।



এনকাউন্টার

২০১৯ সালে হায়দরাবাদে এনকাউন্টারের পর ঘটনাস্থলে ভিড়। –ফাইল চিত্র

প্রতিশোধের উল্লাসে হারিয়ে যায় ন্যায়বিচারের প্রশ্ন

সঞ্জিত সাহা



কিছু ভোরের কখনও সকাল হয় না। ১৯৭১ সালের ৫ অগাস্ট তেমনই এক ভোর। শ্রাবণের ভেজা ঘাসে শিশির জমে আছে। ময়দানের গাছগুলি কুয়াশা জড়িয়ে নিঃশব্দ সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে। আগের রাতে দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়ি থেকে পুলিশ সাতান্ন বছরের এক কবিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে বিভিন্ন বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। তাঁর নাম সরোজ দত্ত। অভিযোগ, সেই ভোরে ময়দানে তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছিল। তাঁর দেহ আর পাওয়া যায়নি। যে কবি সারাজীবন শব্দ নিয়ে খেলেছেন, তাঁর অন্তর্ধানের পরিচয় হয়ে রইল একটি শব্দ : নিখোঁজ।

তবে একটি শব্দ সেই সময় অন্য অর্থ নিয়ে সামনে এসেছিল : এনকাউন্টার। অভিধানে তার মানে মুখোমুখি হওয়া, হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া। পুলিশের ভাষায় শব্দটি ক্রমে পেল অন্য অর্থ। এ দেশের আট থেকে আশির কাছে আজ তার মানে শুধু দেখা হওয়া নয়। কখনো-কখনো এর অর্থ, আর কোনওদিনই দেখা না হওয়া।

বাংলায় এই গল্পের শুরু ১৯৬৭ সালে, নকশালবাড়িতে। জমির লড়াইয়ে ২৫ মে পুলিশের গুলিতে এগারোজন গ্রামবাসী নিহত হন। তাঁদের মধ্যে আটজন মহিলা ও দুজন শিশু ছিল। সেই প্রতিধ্বনি কলকাতায় পৌঁছাতেই মেধাবী ছেলেরা বই তুলে রাখল, পৃথিবী বদলানোর স্বপ্নে। সেই পথ ঠিক ছিল কি না, তার উত্তর ইতিহাস আজও খুঁজছে। 'খতম'-এর রাজনীতিতে প্রাণ গিয়েছিল জমির মালিকের, পুলিশকর্মীর, গ্রামের স্কুলমাস্টারেরও। শোক কোনও দল চেনে না। সত্তরের দশকের সেই অন্ধকারে নকশালপন্থীদের হাতে নিরীহ মানুষ, পুলিশকর্মী ও রাজনৈতিক বিরোধীরাও নিহত হয়েছিলেন। সেই হত্যার বিচার হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু এক অন্যায়ের জবাব আরেক অন্যায় হতে পারে না। রাষ্ট্রের হাতে আইন আছে বলেই তার দায় আরও বেশি। কিন্তু রাষ্ট্রের জবাবও যদি হয় বিচারবহির্ভূত হত্যা, তা হলে লড়াই আর আইনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় থাকে?

সত্তরের দশকের গোড়ায় বাংলায় কখনও রাষ্ট্রপতি শাসন, কখনও স্বল্পস্থায়ী সরকার। ১৯৭১ সালের ২৯ জুন রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য সিদ্ধার্থশংকর রায়কে পশ্চিমবঙ্গের কাজ দেখার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন ১৯৭২ সালে। তাই ওই সময়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসকে এক বাক্যে কোনও এক ব্যক্তির শাসন বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। কিন্তু বহু হত্যার পূর্ণাঙ্গ সত্য আজও অজানা।



১৯৬৭ সালের ২৫ মে নকশালবাড়িতে নিহত মহিলা ও পুরুষদের নাম খোদাই করা বেঙ্গাইজোতের শহিদ বেদি।

১৯৭৭ সালের ১৫ জুন রাজ্যসভায় এ ধরনের অভিযোগ ওঠে। সাংসদ ভূপেশ গুপ্ত সরোজ দত্তকে গ্রেপ্তার করে হত্যার অভিযোগ তোলেন এবং তাঁর স্ত্রী বেলা দত্তের তদন্তের দাবি জানিয়ে লেখা চিঠির কথাও জানান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও অন্যান্য অভিযোগ খতিয়ে দেখতে পরামর্শ দেওয়া হবে। ওই বছরের ২৯ জুলাই রাজ্যসভায় বারাসতের হত্যাকাণ্ডও আলোচিত হয়। এক সদস্য জানান, ১৯৭০ সালের ২০ এবং ২১ নভেম্বর বারাসতে কয়েকটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। তাঁর অনুমান, সংখ্যাটি ছিল নয়। নিহতদের আগের রাতে কলকাতায় আটক করা হয়েছিল বলেও সংসদে অভিযোগ ওঠে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা'-তে মর্গে শুয়ে থাকা ব্রতীর পরিচয় একটা নম্বর মাত্র। ব্রতী কাল্পনিক, কিন্তু সুজাতার মতো মায়েরা ছিলেন সত্যি, হাজারে হাজারে। রাত নামলে তাঁরা দরজার দিকে কান পেতে বসে থাকতেন। অনেকে ছেলের মুখটুকুও শেষবার দেখতে পাননি। মৃত্যুর চেয়েও কঠিন হল মৃত্যুর প্রমাণটুকুও না পাওয়া। তখন শোক আর শেষ হয় না, অপেক্ষা হয়ে বেঁচে থাকে।

এই ক্ষত শুধু বাংলার নয়। কেরলের ওয়েনাডে ১৯৭০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নকশালপন্থী নেতা এ ভার্গিস পুলিশের হাতে নিহত হন। সরকারি বিবরণে ঘটনাটি ছিল সংঘর্ষ। পরে এক প্রাক্তন কনস্টেবলের জবানবন্দিতে উঠে আসে, ভার্গিস বন্দি অবস্থায় ছিলেন এবং ঊর্ধ্বতনের নির্দেশে তাঁকে গুলি করা হয়। ২০১০ সালে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত প্রাক্তন পুলিশকর্তা কে লক্ষ্মণকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সাজা দেয়। ২০১১ সালে কেরল হাইকোর্টও সেই সাজা বহাল রাখে।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে পঞ্জাবের অন্ধকার সময়ে বহু নিখোঁজ মানুষের দেহ অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে দাহ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। মানবাধিকার কর্মী জসবন্ত সিং খালরা শ্মশানের নথি ঘেঁটে সেই হিসেব সামনে আনেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তদন্তে অমৃতসর, মাজিথা ও তরনতারনের তিনটি পুলিশ জেলায় ২,০৯৭টি দেহ দাহের তথ্য উঠে আসে। পরে সংখ্যাটি কমে দাঁড়ায় ২,০৫৯। ১৯৯৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর খালরাকে অপহরণ করে খুন করা হয়। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর হত্যায় পাঁচ পুলিশকর্মীর যাবজ্জীবন সাজা বহাল রাখে। যিনি নিখোঁজদের খুঁজছিলেন, তাঁকেও আর পাওয়া গেল না।

১৯৯৭ সালের ৩১ মার্চ দিল্লির কনট প্লেসে প্রকাশ্য দিবালোকে দুই ব্যবসায়ী, প্রদীপ গয়াল ও জগজিৎ সিংকে গুলি করে মারে পুলিশ। পুলিশ প্রথমে তাঁদের দুষ্কৃতী বলে ভুল করেছিল। গাড়িতে থাকা তৃতীয় ব্যক্তিও গুরুতর আহত হন। পরে দশ পুলিশকর্মী খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের যাবজ্জীবন সাজা বহাল রাখে।

মুম্বইয়েও 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' নামে পরিচিত কিছু পুলিশকর্মী তারকার মর্যাদা পেয়েছিলেন। ২০০৬ সালে রামনারায়ণ গুপ্ত ওরফে লখন ভাইয়াকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যার ঘটনায় ২০২৪ সালে বম্বে হাইকোর্ট প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রদীপ শর্মাকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়। পরে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে জামিন দেয়। জামিন অবশ্য খালাস নয়; তাঁর সাজা ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আবেদন বিচারাধীন।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালের ২০ মার্চ থেকে ২০২৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬,২৮৪টি অভিযান হয়েছে। ওই সময়ে ১০,৯৯০ জন অভিযুক্ত আহত হন। ২০১৮ সাল থেকে এনকাউন্টারে নিহতের সংখ্যা ২৬৬। সরকার একে বলছে 'জিরো টলারেন্স'। মণিপুরে ১,৫২৮ জনকে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। ২০১৭ সালে আদালত ৮৯টি নির্দিষ্ট ঘটনার তদন্তের জন্য সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তদল গঠনের নির্দেশ দেয়।

তারপর ২০১৯ সালের হায়দরাবাদ। এক তরুণী পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত চারজনকে পুলিশ এনকাউন্টারে হত্যা করে। গোটা দেশে হাততালি পড়ে। অনেকে পুলিশকে ফুলের মালা পরান। পরে সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত বিচারপতি ভিএস সিরপুরকর কমিশন জানায়, অভিযুক্তদের মৃত্যুর উদ্দেশ্যেই পুলিশ গুলি চালিয়েছিল বলে কমিশনের মত। কমিশন দশজন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে খুন সহ বিভিন্ন ধারায় বিচার শুরুর সুপারিশ করে। কমিশনের তদন্ত-প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহত চার অভিযুক্তের মধ্যে তিনজন ঘটনার সময় নাবালক ছিল।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গল্পটা প্রায় একই। অভিযুক্ত অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়, পালাতে চেষ্টা করে, পুলিশ 'আত্মরক্ষায়' গুলি চালায়। ভাষা বদলায়, রাজ্য বদলায়, সরকার বদলায়। চিত্রনাট্যটা বদলায় না।

এনকাউন্টারের সবচেয়ে নিষ্ঠুর মুহূর্তটা আসে গুলির শব্দ থামার পর, যখন হাততালি পড়ে। সেই হাততালিকে ঘৃণা করা সহজ, বোঝা কঠিন। এক বাবা বছরের পর বছর মেয়ের মামলার তারিখে তারিখে আদালতের বারান্দায় বসে থেকেছেন। এক মা দেখেছেন, সাক্ষী ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, ফাইলে ধুলো জমছে, অভিযুক্ত জামিনে বেরিয়ে পাড়ায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁদের কাছে একটা গুলি মুহূর্তের জন্য ন্যায়ের মতোই মনে হয়। সেই খুশি আসলে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত মনের ক্ষণিক সান্ত্বনা। আইনের দীর্ঘসূত্রতায় ন্যায়ের স্পৃহা মেটে না বলেই সাধারণ মানুষ ঝটপট প্রতিশোধে তৃপ্তি খোঁজেন। তবে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ যত গুরুতরই হোক, আদালতে তা প্রমাণের সুযোগ কেড়ে নেওয়া যায় না। আইন ভেঙে দ্রুত শাস্তি দিলে মুহূর্তের উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে, কিন্তু তাতে অপরাধের শিকড়, মদতদাতা কিংবা তদন্তের ফাঁক সামনে আসে না। বরং সত্য উদ্ঘাটনের পথ আরও সংকুচিত হয়।

কিন্তু অভিযুক্তের মৃত্যুতে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া থেমে যায়। আদালতে তাঁর অপরাধ প্রমাণ বা খণ্ডনের আর কোনও সুযোগ থাকে না। একই সঙ্গে চাপা পড়ে যেতে পারে কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন : তিনি কি সত্যিই অপরাধী ছিলেন, তাঁর ছায়ার পিছনে আসল মাথা কে ছিল, আর এই মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি পেল কে? যে সত্যিটা বলতে পারত, অনেক সময় তাকেই সবার আগে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। কিছু কিছু সত্যি সামনে এলে অনেকের আয়নায় দাগ পড়ে।

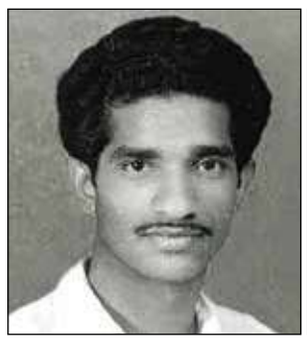
সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ বলছে, আইনসম্মত পদ্ধতি ছাড়া কারও জীবন কেড়ে নেওয়া যাবে না। জীবনের অধিকার পুরস্কার নয়, যা শুধু ভালো মানুষই পাবে। মানুষ হয়ে জন্মালেই এই অধিকার পাওয়া যায়। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৪৩(৪) ধারায় বলা হয়েছে, এই ধারার কোনও বিধানই মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবনযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত নন, এমন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর অধিকার দেয় না। এই বিধানও পুলিশকে বিচার ছাড়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার দেয় না। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিটি পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে এফআইআর, স্বাধীন তদন্ত, ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত, ময়নাতদন্তের ভিডিও এবং মানবাধিকার কমিশনকে জানানোর মতো একাধিক পদক্ষেপ বাধ্যতামূলক করে।

পুলিশের জীবনও জীবন। সশস্ত্র অপরাধীর সামনে দাঁড়িয়ে বহু উর্দিধারী প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের আত্মরক্ষার অধিকার আইন স্বীকার করে। কিন্তু কোনটি আত্মরক্ষা আর কোনটি বিচারবহির্ভূত হত্যা, তার বিচার তো আদালতের। অপরাধী খোঁজা, অভিযোগ প্রমাণ করা এবং শাস্তি নির্ধারণের কাজ আলাদা। এই তিনটি কাজ যখন একই হাতে চলে যায়, তখন আইনের শাসন বিপন্ন হয়।

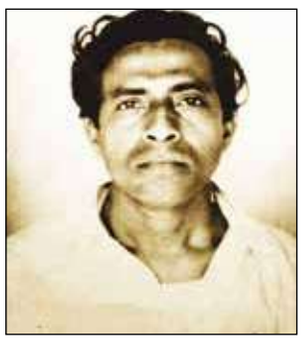
আজও ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত কারও এনকাউন্টারের খবর এলেই শব্দটি আবার সংবাদপত্রের শিরোনামে ফিরে আসে। হয়তো অনেকে খুশি হন। কিন্তু আজকের এই উল্লাস কাল অন্য কারও বিষাদ হয়ে উঠতে পারে। কার দরজায় সেই শোক এসে দাঁড়াবে, তা আইন ঠিক করবে না, করবে ক্ষমতা। ইতিহাসকে ভুলে গেলে সে আবার ফিরে আসে, অন্য নামে, অন্য মুখ নিয়ে।

১৯৭১-এর ময়দানের সেই ভোরের কুয়াশা আজও কাটেনি। হয়তো কোনওদিন কাটবেও না, যতদিন না আমরা প্রশ্ন করতে শিখি।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)



নকশালপন্থী নেতা এ ভার্গিস। পুলিশের হাতে নিহত হন।



সরোজ দত্ত। ১৯৭১ সালের অগাস্টে অন্তর্ধানের পর তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি।



স্বামী জসবন্ত সিং খালরার ছবি সহ পরমজিৎ কৌর খালরা।

তথ্যসূত্র ও ঋণ স্বীকার : রাজ্যসভার ১৫ জুন ১৯৭৭ এবং ২৯ জুলাই ১৯৭৭-এর আলোচনা; রাজ্যসভায় পেশ করা প্রশ্ন ও জবাব (২৫ নভেম্বর, ১৯৭১); 'বিজনেস টুডে', 'গভর্ন্যান্স নাউ' ও 'দ্য লিফলেট'-এর প্রতিবেদন; কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের লোকসভায় পেশ করা জবাব (৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২); 'অসম ট্রিবিউন' ও 'অরুণাচল টাইমস'-এর প্রতিবেদন; রাজ্যসভার প্রশ্ন নম্বর ২২৮৭ (২৩ মার্চ, ২০২২); 'ফ্যাক্টচেকার'-এর তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ; 'ইটিভি ভারত', 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' ও 'দ্য প্রিন্ট'-এর প্রতিবেদন; জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পঞ্জাব গণদাহ সংক্রান্ত নথি; মণিপুর সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ; বিচারপতি ভিএস সিরপুরকর কমিশনের তদন্ত-প্রতিবেদন এবং পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক এনকাউন্টার সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সরকারি সাইকেল বিক্রির বিজ্ঞাপন

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : পড়ুয়াদের হাতে সরকারি সারথি সাইকেল পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে যাচ্ছে তা বিক্রির বিজ্ঞাপন। দাম উঠছে ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। শুধু বিজ্ঞাপন নয়, স্কুল থেকে সাইকেল পাওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথেই তা বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। পরে সেই সাইকেল চলে যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। অথচ যে উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থ খরচ করে পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়া হচ্ছে, শহরে তার কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে, তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, শহরের প্রায় ৯৫ শতাংশ পড়ুয়াই সরকারি সাইকেল ব্যবহার করে না। শুধু সাইকেল নয়, সরকারি পোশাক ও ব্যাগ নিয়েও শহরের পড়ুয়াদের একাংশের অনীহা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রকল্পের সুফল নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তার দাবি উঠেছে।

রায়গঞ্জ করোনেশন, রায়গঞ্জ গার্লস, রামকৃষ্ণ বিদ্যাচক্র, পার্বতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়, দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ সহ শহরের একাধিক স্কুলে ছবিটা প্রায় একইরকম। স্কুল চত্বরে সরকারি সাইকেলের দেখা মেলে না বললেই চলে। অধিকাংশ পড়ুয়া নামী সংস্থার সাইকেল নিয়ে স্কুলে আসে। সরকারি সাইকেলগুলি কোথায়, কী অবস্থায় রয়েছে, তা নিয়েও স্পষ্ট ধারণা নেই শিক্ষকদের। রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের এক পড়ুয়ার স্বীকারোক্তি, 'সরকার থেকে যে সাইকেল দিয়েছে, সেই সাইকেল দু'দিন চালিয়ে বিক্রি করে দিয়েছি। ভালো কোম্পানির সাইকেল কিনব। শুধু আমি নই, আমার মতো অনেকেই।'



- হাতে পৌঁছানোর পরই ১২০০-১৫০০ টাকায় বিক্রির অভিযোগ
- শহরের প্রায় ৯৫ শতাংশ পড়ুয়া সরকারি সাইকেল ব্যবহার করে না, দাবি শিক্ষকদের
- সাইকেলের বদলে নির্দিষ্ট টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব শিক্ষকদের একাংশের

সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'অনেক পড়ুয়াকে দেখি সরকারি সাইকেল নিয়ে আসে। আবার অনেকে আনে না। ওরা সাইকেল নেওয়ার পর কী করে, তা জানা নেই।' রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ সাহার বক্তব্য, 'আগে নীল সাইকেল দেখা গেলেও এবার গেরুয়া সাইকেল একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। এটা সরকারি প্রকল্প, বন্ধ করা যাবে না। তবে আগামীতে সাইকেলের পরিবর্তে পড়ুয়াদের জন্য নির্দিষ্ট টাকা বরাদ্দ করলে ভালো হয়। কারণ, তারা পছন্দমতো সাইকেল কিনতে পারবে।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে রায়গঞ্জ মোহনবাটী হাইস্কুলের টিআইসি অমল বিশ্বাস বলেন, 'সরকারি সাইকেল নিয়ে আসার জন্য শীঘ্রই পড়ুয়াদের নোটিশ জারি করব। একটা চক্র তো কাজ করছে।' অন্যদিকে, রায়গঞ্জের এক সাইকেল মেকারের বক্তব্য, 'যাঁরা বিক্রি করেন, তাঁদের কাছ থেকে সাইকেল কিনে নিই। পরে বেশি দামে গ্রামে বিক্রি করি। গতবার ৭০০-৮০০ টাকায় কিনতাম। এবার দাম কিছুটা বেশি।' অর্থাৎ, পড়ুয়াদের হাতে পৌঁছানো সরকারি সম্পদ ঘুরপথে কেনাবেচার বাজারেও ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ।

বেটিংয়ের লেনদেনে ডার্ক ওয়েবের ছায়া



শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : কোচবিহারে চলা অনলাইন বেটিং গেমে এবার ডার্ক ওয়েবের ছায়া। আন্তর্জাতিক স্তরের এই কারবারিরা প্রতারণায় এতটাই দক্ষ যে তদন্তকারীদের নজর এড়াতে তারা ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করছে। সেখান থেকেই একাধিক 'ফেক' ফোন নম্বর কিনে তা দিয়েই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য আদানপ্রদান করছে। তাই কোচবিহারের ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক ফোন নম্বর পেলেও তারা ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করায় সেখান থেকে তথ্য পেতে নাজেহাল হতে হচ্ছে তদন্তকারীদের। ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) মহম্মদ রিয়াজ হোসেন বলেছেন, 'নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে অনেক উপায়ই অবলম্বন করেছে ধৃতরা। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সাধারণ মানুষ ইন্টারনেটের যতটুকু অংশ ব্যবহার করেন, তা আসলে মোট ইন্টারনেটের মাত্র তিন থেকে পাঁচ শতাংশ। বাকি প্রায় ৯৫ শতাংশই ব্যবহারকারীদের নজরের বাইরে থাকে। সেটাই হল ডার্ক ওয়েব। এই ডার্ক ওয়েব হল ইন্টারনেটের এমন একটি গোপন অংশ, যেখানে সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা প্রবেশ করতেই পারেন না। বিশেষ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেখানে পৌঁছানো যায়। সেভাবেই সেখানে পৌঁছেছিলেন বেটিং গ্যাংয়ের সদস্যরা। সাধারণ মানুষ যেভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তাতে সহজেই তদন্তকারীদের কাছে ধরা পড়া সম্ভব। কিন্তু ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করলে সেই লোকেশন বা তথ্য ধরা পড়া প্রায় অসম্ভব।

পেশায় এথিক্যাল হ্যাকার তথা সাইবার বিশেষজ্ঞ ঋত্বিক রায়ের কথায়, 'সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট একটি আইপি অ্যাড্রেস থাকে, যা চিহ্নিত



প্রযুক্তির মায়াজাল

- ডার্ক ওয়েব থেকে ভুয়ো ফোন নম্বর কিনছে বেটিং কারবারিরা
- প্রতি মুহূর্তে আইপি অ্যাড্রেস বদল করায় সেই নম্বর ব্যবহারকারীকে ধরা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে
- হোয়াটসঅ্যাপেও তথ্য আদানপ্রদান করেছে কারবারিরা

করে তদন্তকারীরা ব্যবহারকারী সম্পর্কে তথ্য পান। কিন্তু ডার্ক ওয়েবে প্রতি সেকেন্ডে সেই আইপি অ্যাড্রেস বদলে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, যদি এখন দেখা যায় আবু ধাবি থেকে নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসটি ব্যবহার করা হচ্ছে, পরমুহূর্তেই হয়তো দেখা যাবে সেটি জাপান থেকে ব্যবহার হচ্ছে। ফলে ব্যবহারকারীকে ধরা কার্যত অসম্ভব।'

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ডার্ক ওয়েব তৈরি হয়েছিল মূলত ভালো কাজের জন্য। অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গোপনীয় তথ্য, যেমন— কোনও দেশের নিরাপত্তা, মহাকাশবিজ্ঞান বা এই সম্পর্কিত তথ্য সেখানে সুরক্ষিতভাবে রাখা হত। যেহেতু বাইরে থেকে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, তাই তথ্য সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই বিশ্বজুড়ে ডার্ক ওয়েবের ব্যবহার বেড়েছে।

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, অস্ত্র, বেআইনি সামগ্রী, মানবপাচার, প্রতারণা সম্পর্কিত নানা সামগ্রী ও তথ্য এই ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে কেনাবেচা করা হয়। অবাক করা বিষয় হল, অনলাইন বেটিং চক্রের জন্য বেশ কয়েকটি 'ভুয়ো' ফোন নম্বর কেনা হয়েছিল ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করে। সেই নম্বরগুলিই ব্যবহার করেছে কোচবিহারের এজেন্টরা। এখনও পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে কোচবিহার সদর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তাদের মোবাইল ঘেঁটেই এই তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে 'হোয়াটসঅ্যাপ'-এও কিছু ফোন নম্বরের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদান হয়েছে। কিন্তু সেই নম্বরগুলি কোথায় সক্রিয় বা কারা নিয়ন্ত্রণ করছে, তা বুঝেই উঠতে পারছে না পুলিশ। সৌজন্যে সেই ডার্ক ওয়েব।

এ বিষয়ে সহযোগিতার জন্য ইতিমধ্যেই 'হোয়াটসঅ্যাপ' কর্তৃপক্ষকে চিঠিও পাঠিয়েছে পুলিশ।

যান নিয়ন্ত্রন

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ছটপুজো উপলক্ষ্যে রবিবার এবং সোমবার শহরে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে শিলিগুড়ি পুলিশ। শনিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে, ছটপুজোর প্রথম দিন অর্থাৎ রবিবার দুপুর ২টো থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এবং রবিবার মধ্যরাত ১টা থেকে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত শহরে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিশেষ করে পণ্যবাহী গাড়ি, ভলভো সহ সমস্ত ধরনের যাত্রীবাহী বাস চলাচল নিয়ন্ত্রণের কথা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির দিক থেকে আসা পণ্যবাহী যানবাহন ইস্টার্ন বাইপাস, ফুলবাড়ি মোড় হয়ে ঘোষপুকুর রুটে চলবে। কলকাতা, বিহার সহ বিভিন্ন রুটের সমস্ত ভলভো বাস পরিবহণনগর থেকে ছাড়বে। সিকিমের সমস্ত যাত্রীবাহী বাস সেবক রোডের পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড থেকে চলাচল করবে। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং অসম রুটের বাসগুলি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে ছেড়ে দার্জিলিং মোড় হয়ে চেকপোস্ট, ইস্টার্ন বাইপাস ধরে গন্ডার মোড় হয়ে চলাচল করবে।

ঘাটে আলো দাবি

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : নৌকাঘাট সংলগ্ন পোড়াঝাড় ছটঘাটে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) বাতিস্তম্ভ লাগালেও তা পর্যাপ্ত নয়। সেই ঘাটে হাজার হাজার মানুষ আসেন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা চেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার তরফে এসজেডিএ-কে ই-মেইল পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে ঘাট পরিষ্কার করেছে এসজেডিএ। তবে সেখানে হাতে গোনা কয়েকটি লাইটপোস্ট লাগানো হয়েছে। পুলিশের তরফে ই-মেইল পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন এসজেডিএ-র কার্যনির্বাহী আধিকারিক বন্দবাসী তেজা দীপক। তিনি বলেন, 'পর্যাপ্ত যা লাইট প্রয়োজন, তা আমরা লাগিয়ে দেব।'

জখম তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : প্রতিমা বিসর্জনের সময় মুখে কেরোসিন নিয়ে খেলা দেখাতে গিয়ে ঘটে গেল বিপত্তি। আগুনের গোলা ছিটকে এসে মুখ পুড়ে গেল এক তরুণের। ঘটনাটি শুক্রবার রাতে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরের। এক তরুণ মুখ থেকে কেরোসিন ছিটিয়ে আগুনের গোলা বের করতে গিয়ে উলটো দিকে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণের মুখে ছিটকে লাগে। তবে বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল।



নৌকো, জীবন ও প্রকৃতি।। *মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন মানসাই নদীর রেলসেতু। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা*

'হিন্দু' তকমা সেঁটে হরেক সংগঠন

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বিজেপি যে তাদের দরজা খোলেনি, তা বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে সবার জন্য দরজা খাতায়কলমে এখনও খোলা। কিন্তু গত কয়েক মাসে বিরোধী দলগুলির বেশ কিছু নেতা-কর্মীকে যেভাবে সংঘের কর্মসূচি বা শাসকদলের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ফলে মুখে না বললেও সংঘের কর্তারা এখন মেপে পা ফেলছেন।

এই পরিস্থিতিতে শাসক দলের ছত্রছায়ায় আসতে বা আরএসএসের ছোঁয়া গায়ে লাগাতে তৎপর কিছু নেতা। সেই উদ্দেশ্যেই নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে কিছু সংগঠন। সংগঠনগুলির নামের সঙ্গে কখনও 'হিন্দু' কখনও 'গৈরিক' নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। সেটা যে বিজেপি, আরএসএস কর্মীদের বিভ্রান্তিতে ফেলছে, তা স্পষ্ট হচ্ছে সংশ্লিষ্ট নেতাদের কথাতেও।

গত কয়েক দিন ধরে শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রীয় হিন্দু বাহিনী নামে একটি সংগঠন বেশ সক্রিয়। এই সংগঠনের দায়িত্বে রয়েছেন তৃণমূল নেতারা। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকায় সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বিমল রায়। একদা রাশন দুর্নীতিতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নামের সঙ্গে এই বিমলের নাম জড়িয়েছিল। তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলও গিয়েছিল। সেই বিমল সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েই বর্তমানে রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যদিও আনন্দময় ফোন ধরেননি এবং এই সংক্রান্ত মেসেজেরও উত্তর দেননি। বিমলের বক্তব্য, 'অনেকে বলছেন আমাদের সংগঠন বিজেপি বা আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত। এটা একেবারেই সত্য নয়। আমাদের এই সংগঠন বহু পুরোনো। এর সঙ্গে বিজেপির, আরএসএসের যোগ নেই। যে কেউ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।' তাঁর আরও যুক্তি, 'আমরা হিন্দুদের হয়ে কাজ করছি। আনন্দময় ভালো। ব্যবসায় তাঁর বাবাই আমার প্রথম গুরু।'

দায় এড়াচ্ছে পদ্ম-আরএসএস

সংগঠনের ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি চন্দ্রমোহন রায়কে। তাঁর বিরুদ্ধে আত্মীয়কে সরকারি জমির কৃষিপাট্টা করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, 'আরএসএস, বিজেপির সংগঠন কি না বলতে পারব না। এই এলাকায় সংগঠনের কাজ আগে ছিল না। নতুন করে শুরু হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য দেশপ্রেম এবং হিন্দুত্ব।'

আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বিজেপির তরফে এই সংগঠনের সঙ্গে তাদের যোগ নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গের সম্পাদক (সংগঠন) অনুপকুমার মণ্ডল বলেন, 'আমাদের কোনও সংগঠন নয়। কারা নিয়ন্ত্রণ করছেন জানি না।' শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক অরিজিৎ দাসের বক্তব্য, 'রাষ্ট্রীয় হিন্দু বাহিনী নামে কোনও সংগঠনের সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। তাদের নেতারা যোগের চেষ্টা করলে মানুষ প্রতিবাদ জানাতেই পারেন।'

প্রায় একই কায়দায় তৈরি হয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। সেখানে একদা বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতাদেরই বেশি দেখা যেত। পরে তাদের সঙ্গে ভিএইচপি এবং আরএসএসের কিছু বিক্ষুব্ধ নেতাকে দেখা গিয়েছে। বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডল বলেন, 'অনেকে বিজেপিতে ঠাঁই না পেয়ে হিন্দু নাম দিয়ে নতুন কিছু সংগঠন তৈরি করছে। আমরা অনেক দিন থেকেই কাজ করছি।'

সংঘ সূত্রেই খবর, হিন্দু নাম নিয়ে আরও একাধিক সংগঠন তৈরি হচ্ছে। এদের কোনটা সংঘের, কোনটা নয় সেই ধন্দে গেরুয়া শিবিরের অনেক নেতাই। বিজেপির নেতাদের অনেকেই দাবি করেছেন, হিন্দু নাম জুড়ে থাকলে অনেকে আরএসএস পরিচালিত সংগঠন বলে ভুল করছেন। সেই সুযোগে সংগঠনগুলি খারাপ কাজ করলে দায় কে নেবে, সেই প্রশ্নও উঠছে। এক আরএসএস নেতা বলেন, 'বিষয়টি চিন্তার। কিন্তু হিন্দুদের হয়ে সঠিকভাবে কাজ করলে কারও আপত্তি থাকে না। তবে সবাইকে নিজেদের মতো করে যাচাই করে নিতে হবে।'



চালসার হোটেলে বৈঠকে মনোজকুমার ওরাওঁ, শংকর ঘোষ সহ অন্যরা।

স্টেকহোল্ডারদের প্রস্তাব শুনলেন ২ মন্ত্রী

চালসা, ১৪ নভেম্বর : পর্যটনের উন্নয়নের স্বার্থে কী করা দরকার, সেই বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের নানান সমস্যা ও প্রস্তাবের কথা শুনলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী। শনিবার চালসার একটি বেসরকারি হোটেলে গরুমারা, চাপড়ামারি, মূর্তি, লাটাগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় পর্যটনের উন্নয়ন নিয়ে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ ও পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বৈঠকে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও জিপসি ও গাইড প্রতিনিধিরাও ছিলেন। বৈঠকে স্টেকহোল্ডাররা গরুমারা জাতীয় উদ্যানের বেহাল রাস্তা ও নজরমিনার সংস্কার এবং ধূপঝোরা গাছবাড়ি এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে নির্দিষ্ট ফি নিয়ে হাতির স্নান দেখানো ও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা সহ নানান প্রস্তাব দেন। ট্যুরিস্ট গাইডদের প্রশিক্ষণ এবং ইকো সেনসিটিভ জোন নিয়েও সমস্যার কথা জানান তাঁরা।

বনমন্ত্রী বলেন, 'জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে কী কী সম্ভাবনা আছে, কী করা যায় এবং কোথায় করা যায় না, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু পুরো বিষয়টাই জঙ্গলকে ঘিরে, তাই এখানে বন দপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বৈঠকে নতুন ও পুরোনো অনেক প্রস্তাব নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। পরের বৈঠকে আরও এগিয়ে যাওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বক্সার বাঘ ছাড়া নিয়ে বিভিন্নভাবে কথা বলা হচ্ছে, যাতে ডুয়ার্সে, বক্সায়, জয়ন্তীতে এবং আলিপুরদুয়ারে প্রভাব পড়বে। বিভ্রান্ত না হয়ে, এমন কিছু বলবেন না যাতে বাংলার বা ডুয়ার্সের মানুষের সমস্যা হয়। বাঘকে যখন আমরা রিলিজ করি, এটা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বন দপ্তরের কাজ নয়। এটা একটা সেন্ট্রালের সিস্টেম। আমরাও এনটিসিএ-এর গাইডলাইনস অনুযায়ী করি এবং তারাও আমাদের গাইড করে দেয়।'

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'প্রত্যেক জেলা শাসকের কাছে ইতিমধ্যেই একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন রিসর্ট নিয়ে ভেসে বেড়ানোর অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে।'

জঞ্জালবাহী গাড়িতে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : মধ্যরাতে পুরসভার গাড়িতে আগুন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দার্জিলিং শহরে। দার্জিলিং পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, চকবাজার হয়ে সবজিবাজার যাওয়ার রাস্তার পাশে পুরসভার জঞ্জালবাহী একটি গাড়ি রাখা ছিল। সেই গাড়িটিতেই মধ্যরাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ঘটনাটি নজরে আসে। ততক্ষণে গাড়ির সামনের অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

শনিবার পুরসভার তরফে সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই ভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

পাঁচদিনে গ্রেপ্তার ৬

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : অবৈধভাবে মদ বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গত পাঁচদিনে ছ'জনকে গ্রেপ্তার করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বিভিন্ন এলাকায় বেআইনিভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে এই অভিযান চালানো হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযানে মোট ১৫০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শনিবারও মদ সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন এনজেপি থানার পুলিশকর্মীরা। অবৈধ মদের কারবার রুখতে এই অভিযান চলবে বলে জানা গিয়েছে।

তিন নয়া জিনের সন্ধান গবেষণায়

পাহাড়ে দুধ হজমের রহস্য

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ভারতীয় উপমহাদেশে দুধ খাওয়ার ইতিহাস প্রাচীন। তবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দুধ খাওয়ার অভ্যেস এক নয়। দুধ সুষম খাদ্য হিসাবে বিবেচিত। দুধে যে পরিমাণ পুষ্টিগুণ থাকে, তা খুব কম খাবারে পাওয়া যায়। কিন্তু দুধ হজম করা সহজ নয়। শৈশবে শরীরে ল্যাকটেজ নামে একটি এনজাইম বা উৎসেচক পর্যাপ্ত তৈরি হলেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা কমতে থাকে। এই ল্যাকটেজ দুধের শর্করাকে ভেঙে হজমে সাহায্য করে। তবে ল্যাকটেজ কমতে থাকায় বড় বয়সে অনেক মানুষ দুধ হজম করতে পারেন না। কিন্তু সেখানেই ব্যতিক্রম হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষরা। তাঁরা বেশি বয়সেও সহজে দুধ বা দুধজাতীয় খাবার হজম করতে পারেন।

হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতির পরিণত বয়সে সহজে দুধ হজম করার এই ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করে চমকপ্রদ ফল পেলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। এই গবেষণা পাহাড়ি মানুষদের খাদ্যাভ্যাস, জিনগত বৈচিত্র্য এবং বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে এনেছে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৩ জন গবেষক হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের জনজাতির উপর একটি গবেষণা চালান। সেই গবেষণাপত্রটি শুক্রবার লন্ডনের বিখ্যাত ওয়েবসাইট 'নেচার'-এর সায়েন্টিফিক রিপোর্টস বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে।

কী বলছে এই গবেষণা? হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের শরীরে তিনটি নতুন জিনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যা আগে ভারতীয় উপমহাদেশে আবিষ্কৃত হয়নি। ওই তিনটি জিন



এআই ছবি

হল, -13838G>A, -13906T>A এবং -13908C>T। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং কৃষিকাজের জমির অভাবে পাহাড়ি মানুষরা পশুপালন করতেন। বিভিন্ন প্রাণীর দুধ খেতেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা এই অভ্যেসের কারণেই তাঁদের দেহে এখন ওই তিনটি জিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় ও ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে -13910C>T নামে একটি জিনগত ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। দুধ খাওয়ার অভ্যেস থাকলেই ওই জিনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তবে বাকি তিনটি জিনের আবিষ্কার এই প্রথম।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রাকেশ তামাং গবেষণাটির নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁরা বেশ কিছুদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিমের ভুটিয়া, তামাং, শেরপা, লিম্বু সহ তিব্বতীয় জনগোষ্ঠীর মানুষের ডিএনএ পরীক্ষা করেছেন। এই গবেষণায় যুক্ত সপ্তপর্ণী দে বলেন, 'হিমালয়ের চরম প্রতিকূল পরিবেশে বহু প্রজন্ম ধরে এই মানুষগুলো পশুপালন এবং দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খেয়ে বেঁচে আছেন। এই খাবার জনগোষ্ঠীগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানুষের খাদ্যাভ্যাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে জিনগত বৈশিষ্ট্যের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠতে পারে, এই গবেষণার ফলাফল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক কমলেশ মণ্ডলের মতে, ''খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে শরীরের জিনের এই দীর্ঘমেয়াদি মেলবন্ধনকে বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় বলা হয় 'জিন-সংস্কৃতির সহ বিবর্তন'। এই জিনগুলি ঠিক কীভাবে কাজ করে এবং ল্যাকটোজ সহনশীলতার সঙ্গে এগুলির আসল সম্পর্ক কতটা গভীর, তা জানতে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে গবেষণা ও জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।''

ভিবি-জি রাম জি-তে সীমান্ত এলাকায় খাল খনন

মনজুর আলম ও সৌরভ রায়

চোপড়া ও ফাঁসিদেওয়া, ১৪ নভেম্বর : চোরাচালান এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে এবার উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকায় জোরকদমে শুরু হল পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার পাশাপাশি দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া, চটহাটের মুড়িখাওয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভিবি-জি রাম জি এবং সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কাজ শুরু হয়েছে। খাল কাটা, রাস্তা ও নিকাশিনালা তৈরির কাজে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

চোপড়া ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হাপতিয়াগছ, ঘিরনিগাঁও ও লক্ষ্মীপুর সহ ৬টি পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৬১ কিলোমিটার খাল কাটার কাজ শুরু হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া লাগোয়া ভারতীয় ভূখণ্ডে ৫ ফুট চওড়া এবং ৩ থেকে ৫ ফুট গভীর খাল কাটা হচ্ছে। চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'বিএসএফের প্রোটোকল মেনে সীমান্ত এলাকায় কাজ চলছে। রাতের অন্ধকারে অবৈধ পারাপার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বর্ষার অতিরিক্ত জল সংরক্ষণ করে সেচের কাজে লাগানো হবে।' স্পষ্টত সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানোই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি এলাকায় জল সংরক্ষণ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাও কিশমত এবং চটহাট বাঁশগাও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও শুরু হয়েছে একই ধরনের কাজ। চটহাটের মুড়িখাওয়াতে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের এপারে দু'জায়গায় খাল তৈরি করা হচ্ছে। ফাঁসিদেওয়াতে ইতিমধ্যে খাল কাটার কাজ শেষ হয়েছে। এদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লকের পাশাপাশি মাঝিয়ালি, দাসপাড়ার মতো এলাকাতেও কাজ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। দুই ব্লকের প্রশাসনই জানাচ্ছে, বিএসএফের তরফে খাল কাটার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতে এই উদ্যোগ।

প্রশাসনের তরফে আশা করা হচ্ছে, কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকায় খাল তৈরি হলে রাতের অন্ধকারে অবৈধ যাতায়াত, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের ঘটনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তবে শুধু সীমান্তের নিরাপত্তা কিংবা জল নিকাশি ব্যবস্থা নয়। তার পাশাপাশি ওই এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। বিএডিপি প্রকল্পের আওতায় সিসি রোড এবং পেভার্স ব্লক তৈরির কাজে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ এসেছে। ফাঁসিদেওয়া গ্

রাজ্যপালের সফরের জন্য প্রস্তুতি নকশালবাড়িতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৪ নভেম্বর : আগামী ২২ নভেম্বর নকশালবাড়িতে আসছেন রাজ্যপাল আরএন রবি। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে এই প্রথম তাঁর নকশালবাড়ি সফর ঘিরে এলাকায় উৎসাহ তৈরি হয়েছে। নকশালবাড়ি সারদা বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে আয়োজিত দুই ঘণ্টার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন তিনি। স্কুল সূত্রে খবর, সকাল ১১টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। সেই প্রস্তুতি এখন জোরকদমে চলছে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ স্থানীয় ধীমাল, আদিবাসী ও রাজবংশী সহ বিভিন্ন জনজাতির লোকসংস্কৃতি। ঐতিহ্যবাহী নৃত্য, গান ও লোকশিল্পের নানা দিক তুলে ধরবে পড়ুয়ারা। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর সদস্যরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ফলে অনুষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় পরিণত হবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

রাজ্যপালের সফর উপলক্ষ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যেও উৎসাহ রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গে রাজ্যপালের সরাসরি মতবিনিময়ও এই সফরের অন্যতম আকর্ষণ। তাদের পড়াশোনা, স্বপ্ন ও ভাবনার কথা শুনবেন তিনি। বিদ্যালয় ঘুরেও দেখবেন। তবে অনুষ্ঠানে আর কোন কোন বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত থাকবেন, তা এখনও জানানো হয়নি।

ইতিহাসের আঁতুড় হিসেবে পরিচিত নকশালবাড়ির মাটিতে ছাত্রছাত্রী ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের এই সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন একটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা। বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য সুজিত দাস বলেন, 'রাজ্যপাল দেড় থেকে দুই ঘণ্টা বিদ্যালয়ে থাকবেন। দুপুরের খাবার খেয়েই তিনি বেরিয়ে যাবেন। এই সময়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। বিদ্যালয় ঘুরে দেখবেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন জনজাতির লোকসংস্কৃতি তুলে ধরা হবে।'

কলেজে বিরসা মুন্ডা স্মরণ

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ নভেম্বর : স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী সমাজের অবিসংবাদিত নেতা বিরসা মুন্ডার জীবন ও আন্দোলন নিয়ে ঘোষপুকুর কলেজে একটি বিশেষ আলোচনা সভা হল। শনিবার এই অনুষ্ঠানে কলেজের প্রায় দু'শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের শিলিগুড়ি শাখার প্রোজেক্ট অফিসার অরিজিৎ মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও বিশেষ বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন সামাজিক নৃতত্ত্বের গবেষক কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। আলোচনা সভায় অরিজিৎ আদিবাসীদের ওপর হওয়া শ্রেণিশোষণের অর্থনৈতিক দিকটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। পাশাপাশি, সেই শোষণের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিরসা মুন্ডা কীভাবে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি তিনি পড়ুয়াদের সামনে সহজভাবে ব্যাখ্যা করেন। অন্যদিকে, ঐতিহাসিক 'উলগুলান' বিদ্রোহ ও বিরসার আন্দোলনে ধর্মীয় ভাবনার দিকটি নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সমগ্র মুন্ডা জাতিকে একত্র করে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিরসা মুন্ডা।' ঘোষপুকুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ উমা মাজি বর্তমান প্রজন্মের কাছে এমন মহান সংগ্রামীদের আদর্শ পৌঁছে দেওয়ার বার্তা দেন। একইসঙ্গে, বিরসা মুন্ডার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আগামীতে কলেজে একটি রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথাও ঘোষণা করেন।

নৈশপ্রহরী চান শিক্ষকরা

দুষ্কৃতী তাণ্ডবে আঁধারে স্কুল

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ১৪ নভেম্বর : স্কুলজুড়ে তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ১৫টি ঘরের সমস্ত বিদ্যুতের তার। ভেঙে ফেলা হয়েছে মেইন সুইচবোর্ড সহ সমস্ত সুইচবোর্ড, লাইট। ওয়্যারিংয়ের সমস্ত তার ছিঁড়ে তা ক্লাসঘরের বাইরে ফেলে চলে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বেসিন, জলের পাইপও ভেঙে ফেলা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎহীন, জলহীন অবস্থায় রয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ধনতলা হাইস্কুল। এমন পরিস্থিতিতে পঠনপাঠন, পরীক্ষা চালানো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। স্কুলের অফিসঘরে থাকা আলমারিও ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভেঙে দেওয়া হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাও। এখন কীভাবে স্কুলে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলবে, তা ভেবে পাচ্ছে না কর্তৃপক্ষ।

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলতেই গোটা বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এবিষয়টি নিয়ে স্কুলের তরফে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ওয়্যারিংয়ের কাজ ঠিক করতে সময় যেমন লাগবে, পাশাপাশি অনেক টাকাও খরচ হবে। যা নিয়ে শিক্ষকরা চিন্তায় পড়েছেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকরা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন, যাতে সরকারি সহয়তায় স্কুলে একজন নাইট গার্ড রাখার ব্যবস্থা করা যায়। বিদ্যালয়ে দুষ্কৃতী আনাগোনা বন্ধে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'নেশাগ্রস্তরা স্কুলে ঢুকে পড়ছে। শিক্ষকরা আমার কাছে আসুক। বিষয়টি সরাসরি স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তুলে ধরব।'



পূর্ব ধনতলা হাইস্কুলের বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

> নেশাগ্রস্তরা স্কুলে ঢুকে পড়ছে। শিক্ষকরা আমার কাছে আসুক। বিষয়টি সরাসরি স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তুলে ধরব।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**
> বিধায়ক

স্কুলে ছুটি থাকলেই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। কী আক্রোশে দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালাচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। কেননা চলতি বছরের ২৩ মার্চ এমন ঘটনা ঘটেছিল। এবার পুজোর ছুটি শেষে শুক্রবার স্কুল খোলার পর স্কুলে ঢুকে বিদ্যুতের সামগ্রী সহ অন্য জিনিস ভেঙে পড়ে থাকতে দেখেন শিক্ষকরা। শনিবার পড়ুয়ারা না আসায় ক্লাস হয়নি। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অর্ণব গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'দুর্গাপুজোর আগে অনেক টাকা খরচ করে স্কুলে ওয়্যারিংয়ের কাজ করা হয়েছিল। ২০ নভেম্বর থেকে মাধ্যমিকের টেস্ট শুরু হবে। নীচের ক্লাসঘরে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আলোর প্রয়োজন। পাম্প না চলায় জল উঠছে না। কম্পিউটার, প্রিন্টার না চলায় সরকারি অনেক কাজ করতে পারছি না।'

দুষ্কৃতীরা শিক্ষকদের লকার, ক্লার্কের আলমারি ভেঙে, অফিশিয়াল কাগজপত্র নষ্ট করে দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কথায়, 'বিধায়ক স্কুলের জন্য গার্ডের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয়।' শিক্ষকদের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা চুরির ভাবনা নিয়ে স্কুলে ঢোকেনি। স্কুল ভাঙচুর চালিয়ে দুষ্কৃতীরা আনন্দ নিয়েছে। একদিনে নয়, বেশ কয়েকদিন ধরে স্কুলে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলেও শিক্ষকদের সন্দেহ।



খুনশুঁটি।। *শনিবার ইসলামপুরের চোপড়াঝাড়ে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।*

আরও ৪ বিক্রয়কেন্দ্র সিট্রনেলার

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বন দপ্তরের নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডিউস (এনটিএফপি) বিভাগ সিট্রনেলা ঘাস থেকে 'সিট্রনেলা' নামক একটি সুগন্ধী তেল প্রস্তুত করে। তেলটি মশা ও মাছির উপদ্রব কমাতে ব্যবহৃত হয়। এই তেলটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সিট্রনেলার কার্যকারিতা ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দেয় বন দপ্তর। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এক বছরের মধ্যে চারটি নতুন বিক্রয়কেন্দ্র খুলেছে বন দপ্তরের নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডিউস বিভাগ। কলকাতা পুরসভা, বেঙ্গল সাফারি, পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক এবং জলপাইগুড়ি পুরসভাতে নতুন বিক্রয়কেন্দ্রগুলি খোলা হয়েছে।

বিগত কয়েক বছর পর্যাপ্ত পরিমাণে সিট্রনেলা ঘাস উৎপাদিত না হওয়ায় সিট্রনেলা তেলের ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। এর ফলে বিক্রয়কেন্দ্রে এসে ক্রেতারা সিট্রনেলা পাচ্ছিলেন না। তারপর থেকেই উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছিল বন দপ্তর। তবে চলতি বছর ভালো মানের ঘাস উৎপাদন হওয়ায় সিট্রনেলার তেল প্রতিটি কাউন্টারে পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুত রাখা সম্ভব হয়েছে



বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। ডিএফও (এনটিএফপি) মঞ্জুলা তিরকি বলেন, 'সিট্রনেলার উৎপাদন খুব ভালো হচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে ৪০ হেক্টর জমিতে সিট্রনেলা চাষ করা হচ্ছে।' লাটাগুড়ি, গয়েরকাটা, খুট্টিমারি এবং তারঘেরায় সিট্রনেলা চাষ হয় বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। শালুগাড়ায় সিট্রনেলা প্রক্রিয়াকরণ হয়।

সঠিক সময় দেখে ঘাস রোপণ ও ঘাস কাটা হয় বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কোনও প্রভাব সিট্রনেলা ঘাসের উৎপাদনে পড়ছে কি না জানতে মাটির উর্বরতা পরীক্ষা করা হয় বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।

শিলিগুড়ি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা সাইরিয়া গুরুং-এর কথা, 'মশা তাড়াতে কয়েলের পরিবর্তে সিট্রনেলা তেল ব্যবহার করা উচিত। এই তেল পরিবেশবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত।'

বনজ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ার ফলেই চারটি নতুন বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। স্থায়ী কাউন্টারগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন মেলাতেও স্টল দিয়ে বনজ দ্রব্য বিক্রি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। কোচবিহারের রাসমেলাতেও স্টল দেওয়া হবে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com
সওয়ারির অপেক্ষায়।। *মূর্তি ব্রিজে ছবিটি তুলেছেন অমিত ঠাকুরতা।*

বালি, পাথরের দামে আগুন

ঘাট খোলার পরও থমকে নির্মাণ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বালি ও পাথর উত্তোলনের জন্য নদীঘাট খোলার মাসখানেক পেরিয়ে গেলেও দাম কমার কোনও লক্ষণ নেই। উলটে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বালি ও পাথর। লাগামছাড়া এই দামে নাজেহাল সাধারণ ক্রেতারা। কাঁচামালের অভাবে অনেক নির্মাণকারী তাঁদের কাজ মাঝপথেই স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি। প্রশাসন সব জেনেও নীরব, আর তাতেই ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকা ও উদাসীনতা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরপ্রাপকদের সুবিধার্থে ১২০০ টাকায় ১০০ সিএফটি বালি বিক্রির নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আপত্তি রয়েছে অনেক নদীঘাটের মালিকপক্ষের। তাঁদের যুক্তি, মুখ্যমন্ত্রী যে দামে বালি দিতে বলেছেন, তা ক্রেতাকে নিজ দায়িত্বে ঘাট থেকে নিয়ে যেতে হবে। বাস্তবে ঘাট থেকে বালি কিনে তা বাড়ি নিয়ে যাওয়া এবং নামানোর খরচ মিলিয়ে ১০০ সিএফটি বালির দাম পড়ে যাচ্ছে প্রায় চার হাজার টাকার মতো। ফলস্বরূপ, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও আবাস যোজনার উপভোক্তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দার্জিলিং জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টি লিখিত আকারে কেউ আমাদের জানাচ্ছেন না। তবে বেশি দাম নেওয়ার অভিযোগ নানাভাবে শোনা গিয়েছে। এটি তদন্তসাপেক্ষ বিষয়। আমরা আলোচনা করব।' পাশাপাশি, আবাস যোজনার উপভোক্তারা বালির অভাবে ঘর তৈরি করতে না পারলে, তাঁদের সরাসরি প্রশাসনকে জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন ওই আধিকারিক।

প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলায় মোট ৮টি বৈধ খননের লিজ ঘাট রয়েছে। এর মধ্যে মহকুমায় ৬টি ঘাটে বৈধভাবে বালি ও পাথর খননের অনুমতি রয়েছে। সরকারিভাবে বালি ও পাথরের লিজ দেওয়া হয়েছিল প্রতি সিএফটি ৬-১৪ টাকা বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার চেয়ে সামান্য



- স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বালি ও পাথর
- লাগামছাড়া এই দামে নাজেহাল সাধারণ ক্রেতারা
- কাঁচামালের অভাবে অনেক নির্মাণকারী তাঁদের কাজ মাঝপথেই স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছেন বলে দাবি

বেশি দরে। একটি ট্রলিতে সর্বোচ্চ ১০০ সিএফটি বালি ধরে। সেই হিসাবে ১৪ টাকা সিএফটি হলে এক ট্রলি বালির দাম হওয়ার কথা ১৪০০ টাকা। কিন্তু অভিযোগ, বর্তমানে মহকুমার ঘাটগুলি থেকে ৩৫০০-৪০০০ টাকা দরে এক ট্রলি বালি বিক্রি হচ্ছে। পাথরের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকের তুলনায় দাম প্রায় তিনগুণ বেশি। এই চড়া দাম দিয়ে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষেই আর সম্ভব হচ্ছে না। খড়িবাড়ির বালি-পাথরের কারবারি সমর দাসের কথায়, 'নিয়মের মধ্যে থেকেই আমাদের বালির ট্রলি চালাতে হচ্ছে। জ্বালানির দাম বেড়েছে। খনন থেকে শুরু করে ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া— সব ক্ষেত্রেই খরচ বেড়েছে। সে কারণেই দাম কিছুটা বেশি।'

যদিও কয়েকটি ঘাট মালিকপক্ষের যুক্তি ভিন্ন। তাঁদের দাবি, রয়্যালটির দাম অত্যন্ত চড়া ও এর মেয়াদও কম থাকে। পাশাপাশি শ্রমিকদের মজুরি ও যাতায়াত খরচ মিলিয়ে ভাড়া অনেকটাই বেড়ে যায়। মেচি নদীঘাটের মালিকপক্ষের এক ব্যক্তির বক্তব্য, 'এখন বৈধভাবে খনন হচ্ছে। আগে অবৈধ খনন বেশি হত বলে কম দামে বালি-পাথর বিক্রি করতে পারতেন অনেকে। কিন্তু এখন নিয়ম মেনে কাজ হওয়ায় সরকারের ঘরে কর ঢুকছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই দামও বেশি পড়ছে।' তবে চাহিদা বেশি থাকায় সুযোগ বুঝে দাম কিছুটা বেশি নেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন কয়েকজন ট্রাকচালক। মাটিগাড়ার এক ট্র্যাক্টরচালক জানান, খনন ও গাড়ি লোডিং-আনলোডিংয়ের খরচ বেড়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরাও বেশি লাভের আশা করছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁয়ের মতে, 'তৃণমূল জমানায় ঘাটের লিজ না থাকলেও যথেচ্ছভাবে অবৈধ খনন হত। বর্তমান সরকার নদীর গতি, প্রকৃতি ও রাজস্ব আদায়ের দিকে নজর দিয়েছে। হতে পারে অবৈধ কারবারিরা নিজেদের বাড়তি লাভের আশায় দাম বেশি নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি প্রশাসনের কাছে তদন্তের দাবি জানাব।'

দুই উড়ান বাতিলে দুর্ভোগ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৪ নভেম্বর : বাগডোগরা বিমানবন্দরে স্পাইসজেটের বিভিন্ন রুটের উড়ান বাতিল হওয়ায় নিত্যদিন ক্ষোভ বাড়ছে। শনিবারও বিকেল থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দিল্লি-বাগডোগরা-দিল্লি রুটের উড়ান বাতিল এবং আহমেদাবাদ-বাগডোগরা-আহমেদাবাদ রুটের বিমান দেরিতে আসায় যাত্রীরা বিক্ষোভে শামিল হন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয় বিমানবন্দর ফাঁড়ির পুলিশ ও সিআইএসএফ কর্মীদের।

এদিন টার্মিনালের ভিতরে দফায় দফায় বিক্ষোভ চলে। বাইরে স্পাইসজেটের কাউন্টারের সামনেও ক্ষোভ উগরে দেন যাত্রীরা। অনেকেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের অভিযোগ, উড়ান বাতিলের খবর আগাম জানানো হয় না। বিকল্প বিমানে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয় না। সংস্থার কর্মীরাও সঠিক জবাব দেন না। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

সিকিমের যাত্রী কাশ্যপ প্রধান বললেন, 'আমার দিল্লি যাওয়ার টিকিট ছিল। উড়ান বাতিলের কোনও মেসেজ আসেনি। কী করব ভেবে পাচ্ছি না।' শিলিগুড়ির অর্চিতা সেন বলেন, 'আমার মেয়ে রঞ্জিতা আহমেদাবাদ যাওয়ার জন্য স্পাইসজেটের টিকিট কেটেছিল। ৬টা ৫ মিনিটে বাগডোগরায় আসার সময় ছিল। কখন আসবে কিছুই জানতে পারছি না। মেয়ে টার্মিনালের ভিতরে ঢুকে বসে রয়েছে। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। এরা বিমান বাতিল হলে টিকিটের টাকা ফেরত দেয় না। অন্য বিমানেও পাঠানোর ব্যবস্থা করে না।' বিমানবন্দর ফাঁড়ির এক পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রতিদিন কোনও না কোনও রুটের উড়ান বাতিল হওয়ায় ঝামেলা হচ্ছে। ক্ষোভ সামাল দিতে তাঁদের হিমসিম খেতে হচ্ছে। শুক্রবারও দুটি উড়ান বাতিল হয়। স্পাইসজেটের কোনও কর্মী সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করতে চাননি। তাঁদের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'টেকনিকাল কারণে বাতিল হয়েছে।' এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফেও জানানো হয়, স্পাইসজেটের পক্ষ থেকে 'টেকনিকাল ইস্যু'র কথা বলা হয়েছে। তাদের কিছু করার নেই। তবে প্রায় দিনই এমন সমস্যার মুখে পড়ায় যাত্রীরা কোনও কথা শুনতে রাজি নন। এদিন বিমানবন্দরে হাজির এক যাত্রীর কথায়, 'সংস্থার তরফে মাঝেমধ্যেই এমন হয়রানি কোনওভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অবিলম্বে একটি বিহিত প্রয়োজন।'



ধৃত ১

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর : বিহারে এক বিধায়ক সহ চারজনের বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে এবার চোপড়ার দাসপাড়া বাজারে হানা দিল বিহার পুলিশ। শনিবার কিশনগঞ্জ জেলার পুঠিয়া থানার পুলিশের একটি তদন্তকারী দল দাসপাড়া বাজারের একটি জুয়েলারি দোকানে তল্লাশি চালায়। সঙ্গে ছিল চুরির ঘটনায় ধৃত এক অভিযুক্ত। ওই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই দাসপাড়ার ওই দোকানের হদিস মেলে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত হয় চুরি যাওয়া রুপো। পাশাপাশি রাজেশ রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তল্লাশিতে চুরি যাওয়া রুপো বাজেয়াপ্তর পাশাপাশি দোকানের সঙ্গে যুক্ত রাজেশ রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধামসার ছন্দে জনজাতীয় উৎসব

বিরসা বন্দনায় রাজনৈতিক সুর

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৪ নভেম্বর : ধামসা-মাদলের তালে উদ্বোধনী মঞ্চে বিধায়ক। আদিবাসী স্বাগত নৃত্যের সঙ্গেও পা মেলালেন ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। জনজাতীয় গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর এই যোগদান ঘিরে তৈরি হল উৎসবের আবহ। একই মঞ্চ থেকে রাজ্যের আগের সরকারকে নিশানা করে তাঁর দাবি, 'তৃণমূল আমলে যথার্থ সম্মান পাননি বীর বিরসা মুন্ডা। সরকার বদলের পর এক সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁর ১৫১তম জন্মবার্ষিকী পালন করে প্রকৃত সম্মান জানাচ্ছে বিজেপি সরকার।'

বিরসা মুন্ডার জন্মদিনের একদিন আগেই শনিবার খড়িবাড়িতে পালিত হল জনজাতীয় গৌরব দিবস। খড়িবাড়ি ধর্মলাল মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাঠে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে দু'দিনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অণিমা সিংহ, বিন্নাবাড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম প্রমুখ।

এদিন ব্লকের প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ছিল ফ্যাশন শো এবং তিরন্দাজি প্রতিযোগিতাও। বিরসা মুন্ডার জীবনাদর্শ ও সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন অতিথিরা। দুর্গা মুর্মুর বক্তব্য, আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কাজ নতুন সরকারের আমলে শুরু হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে আদিবাসীরা কেমন সম্মান পেয়েছেন, তা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। ইতিপূর্বে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গ্লাভস পরে আদিবাসী সম্প্রদায়কে হেয় করেছিলেন বলেও অভিযোগ তাঁর। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আদিবাসী সমাজের প্রতি সম্মান জানাতে রাজ্যের ব্লকে ব্লকে এই কর্মসূচি হচ্ছে। শনিবার খড়িবাড়ির অনুষ্ঠান শেষে রবিবার জেলার মূল অনুষ্ঠান হবে ফাঁসিদেওয়ায়। ধামসা-মাদল বাজানো প্রসঙ্গে দুর্গা বলেন, 'নিজে আদিবাসী সমাজের মানুষ হওয়ায় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সাংস্কৃতিক আবহে মেতে ওঠেন তিনি।' তাঁর দাবি, রবিবার ঝাড়গ্রামে বিরসা মুন্ডার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকবেন। আগামী ১৮ নভেম্বর কুমারগ্রামেও জনজাতীয় গৌরব দিবসের অনুষ্ঠানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। দু'দিন ধরে চলা এই কর্মসূচিতে জনজাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরার উদ্যোগ বিশেষভাবে নেওয়া হয়েছে।

আনারসের বাজার নেই, মাথায় হাত চাষিদের

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ নভেম্বর : ছটপুজোর বাজারে এবার ধস আনারসের দামে। বিগত বছরগুলির তুলনায় এবার ফলন রেকর্ড মাত্রায় বাড়লেও, বাজারে চাহিদা তলানিতে ঠেকেছে। ফলে জলের দরে আনারস বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন বিধাননগরের আনারসচাষিরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার মতোই দার্জিলিংয়ের বিধাননগরে উৎপাদনের খরচ না ওঠায় মাথায় হাত পড়েছে কয়েক হাজার আনারস চাষি ও ব্যবসায়ীর।

প্রতি বছর ছটপুজোকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের 'আনারস নগরী' হিসেবে পরিচিত বিধাননগর বাজারে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি ও বাংলার একাংশ থেকে ব্যবসায়ীদের ভিড় জমে। পুজোর ডালা সাজাতে ছোট আকারের আনারসের ব্যাপক চাহিদা থাকে। কিন্তু চলতি মরশুমে ছবিটা সম্পূর্ণ উলটো। পাইকারি বাজারে আনারস বিক্রি হচ্ছে মাত্র ১২ থেকে ১৫ টাকা কেজি দরে। অথচ ব্যবসায়ীদের হিসেব অনুযায়ী, একটি আনারস উৎপাদনে চাষিদের গড়ে ২০ থেকে ২২ টাকা খরচ হয়েছে। পরিবহণ ও শ্রমিকের মজুরি বাদ দিলে চাষিদের ৫ থেকে ৮ টাকা ক্ষতি হচ্ছে।

আনারস ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে, বিগত বছরগুলিতে চড়া দাম পাওয়ায় এবার অনেকেই বাড়তি লাভের আশায় বিপুল পরিমাণে আনারস চাষ করেছিলেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় জোগান অনেকটাই বেশি হয়ে যাওয়ায় বাজার ভেঙে পড়েছে। পাশাপাশি এবার পুজোর কেনাকাটাতেও কিছুটা ভাটা পড়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। সে কারণেই সমস্যা আরও বেড়েছে।

সাড়াগাদ্ধীর আনারস চাষি মহম্মদ সাদেক আলি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'চার বিঘা জমিতে প্রায় ২০ হাজার আনারস চাষ করেছিলাম। কিন্তু দাম এতটাই কম যে খরচই উঠছে না। ঋণ নিয়ে বাগান করেছিলাম, এবার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা লোকসান হল। কীভাবে কিস্তির টাকা মেটাব, বুঝতে পারছি না।'



গাড়িতে লোড করা হচ্ছে আনারস। বিধাননগরে।

ঝর্নামেলার আরেক চাষি হেমন্ত রাজভর বলেন, 'দুই একর জমিতে প্রায় ১০ হাজার আনারস হয়েছিল। কিন্তু প্রতি পিসে ২৫ টাকা খরচ করে মাত্র ১৪-১৫ টাকায় বিক্রি করতে হচ্ছে। ফলে এত ক্ষতির মুখে পড়ে এখন সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে।'

বিধাননগর আনারস ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকারের কথায়, 'এখনও পর্যন্ত ছটপুজো উপলক্ষ্যে প্রায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন আনারস ভিনরাজ্যে রপ্তানি হয়েছে। তবে জমিতে এর থেকেও বেশি আনারস এখনও পড়ে রয়েছে। দাম না মেলায় চাষিরা ফল কাটতে পারছেন না। সামনে শীত পড়লে চাহিদা আরও কমবে, তখন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে।'

পেটকির এক আনারসচাষি এবং ব্যবসায়ী মহম্মদ নবাব সরিখ বললেন, 'প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিধাননগর থেকে বাইরের রাজ্যে আনারস যাচ্ছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি আনারসের আমদানি হওয়ায় চাষিরা সমস্যায় পড়েছেন।' সব মিলিয়ে, ছটপুজোর মরশুমে বিধাননগরের অর্থনীতির অন্যতম মেরু

জেলা শাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়
উত্তর দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, কর্ণজোড়া

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলায় 'আলুয়াবাড়ি রোড থেকে নিউ জলপাইগুড়ি তৃতীয় এবং চতুর্থ ' বিশেষ রেল প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রেলওয়ে (সংশোধনী) আইন, ২০০৮-এর ধারা ২০-এফ (৪)-এর অধীনে গণবিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, ভারত সরকার, রেল মন্ত্রকের মাধ্যমে, রেলওয়ে (সংশোধনী) আইন, ২০০৮-এর ধারা ২০-ই-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে জারি করা গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং এস. ও. ৫৩১২ (ই), তারিখ ২৬.০৯.২০২৬, যা ২৮.০৯.২০২৬ তারিখে ভারতীয় গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে, তার মাধ্যমে ঘোষণা করেছে যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত তফসিলে উল্লিখিত জমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলায় 'আলুয়াবাড়ি রোড থেকে নিউ জলপাইগুড়ি তৃতীয় এবং চতুর্থ' বিশেষ রেল প্রকল্পের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনার জনস্বার্থে সমস্ত দায়মুক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

অতএব, উক্ত আইনের ধারা ২০-এফ-এর উপ-ধারা (৪)-এর বিধান অনুসারে যোগ্য কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সমস্ত জমির মালিক অথবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বান জানাচ্ছে যে, নিম্নে প্রদত্ত তফসিলে (Annexure ।) উল্লিখিত অধিগ্রহণাধীন জমির বিষয়ে তাঁদের দাবি এই গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের যোগ্য কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে, অর্থাৎ: জেলা শাসকের কার্যালয়, কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১৩০-এ জমা দিতে হবে।

নিম্নে প্রদত্ত তফসিলে (Annexure ।) উল্লিখিত জমির সকল আগ্রহী ব্যক্তি / জমির মালিকগণকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, অধিগ্রহণাধীন এলাকার মধ্যে তাঁদের উক্ত জমির উপর তাঁদের দাবি (যেমন তাঁদের অংশ, জমির পরিমাণ, উক্ত জমির সঙ্গে সংযুক্ত সম্পদ যেমন বাড়ি-ঘর/গাছপালা ইত্যাদি) এবং উক্ত জমির উপর তাঁদের নিজ নিজ স্বত্ব, অধিকার ও আগ্রহের বিবরণ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথিপত্র (এল.আর. খতিয়ান/পরচা, রেজিস্টার্ড দলিল, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং মৃত্যুজনিত দাবির ক্ষেত্রে আইনগত উত্তরাধিকারী শংসাপত্রের মূল কপি ও স্ব-প্রত্যয়িত ফটোকপি) জমা দিতে হবে।

উক্ত জমির মালিক বা আগ্রহী ব্যক্তিদের তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণও প্রদান করতে হবে, যাতে তাঁদের ক্ষতিপূরণের অর্থ জমা করা যায়। নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশিত ফরম্যাট (Annexure ॥) অনুযায়ী জমা দেওয়া যেতে পারে।

Annexure - I

'আলুয়াবাড়ি রোড থেকে নিউ জলপাইগুড়ি তৃতীয় এবং চতুর্থ 'বিশেষ রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত মৌজাভিত্তিক জমির বিবরণী-

থানা-চোপড়া, মৌজা-ভোতামারি, জে. এল.নং-২০, শীট-২

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর (এল.আর.)	জমির পরিমাণ (একর-এ)	জমির পরিমাণ (হেক্টর-এ)	জমির ধরন	বর্তমানে জমির প্রকৃতি	জমির মালিকগণের/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
১	১৭৫৪	০.১২০০	০.০৪৮৫৬	ব্যক্তিগত	ভিট-২	মনিজর হেমরম, পিতা- লোধর হেমরম এবং অন্যান্য
	১৭৫৫	০.০০৫০	০.০০২০২	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	শশধর কর,পিতা-নারায়ণ কর এবং অন্যান্য
	১৭৫৬	০.০৯৫০	০.০৩৮৪৪	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	রমাই কিসকু, পিতা- লর কিসকু এবং অন্যান্য
	১৭৫৭	০.১৩৫০	০.০৫৪৬৩	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	রমাই কিসকু, পিতা- লর কিসকু এবং অন্যান্য
	১৭৫৮	০.১৪৫০	০.০৫৮৬৮	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	আনন্দ সিংহ, পিতা-বাংঠু লাল সিংহ এবং অন্যান্য
	১৭৫৯	০.০১৫০	০.০০৬০৭	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	ভবেশ চন্দ্র সিংহ, পিতা-বাংঠু লালা সিংহ এবং অন্যান্য

থানা-চোপড়া, মৌজা-ভোতামারি, জে. এল.নং -২০, শীট- ৪

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর (এল.আর.)	জমির পরিমাণ (একর-এ)	জমির পরিমাণ (হেক্টর-এ)	জমির ধরন	বর্তমানে জমির প্রকৃতি	জমির মালিকগণের/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
২	৪১১৮	০.০০৭৫	০.০০৩০৪	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	দিলীপ সাহা, পিতা- প্রয়াত বীরেন্দ্র নাথ সাহা এবং অন্যান্য
	৪১২২	০.০০৫০	০.০০২০২	সরকারি	ভিট-১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	৪১২৩	০.০০৭৫	০.০০৩০৪	সরকারি	ভিট-১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	৪১২৪	০.০০২৫	০.০০১০১	সরকারি	রাস্তা	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	৪১২৫	০.০০৫০	০.০০২০২	ব্যক্তিগত	ভিট-১	পিজুস কুমার মজুমদার পিতা-প্রিয়লাল মজুমদার
	৪১২৬	০.০১৭৫	০.০০৭০৮	সরকারি	ধনহার-১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	৪১১৮/৬৪৯৯	০.০০৫০	০.০০২০২	সরকারি	ধনহার-১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	৪১২২/৬৫১৮	০.০১৫০	০.০০৬০৭	ব্যক্তিগত	ভিট-২	সমর কুমার কর, পিতা- জামকী কর এবং অন্যান্য

থানা-চোপড়া, মৌজা- ঝাঁঝরি, জে. এল.নং - ০৮, শীট- ১

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর (এল.আর.)	জমির পরিমাণ (একর-এ)	জমির পরিমাণ (হেক্টর-এ)	জমির ধরন	বর্তমানে জমির প্রকৃতি	জমির মালিকগণের/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
৩	৯৯৮	০.৪৫০০	০.১৮২১১	ব্যক্তিগত/সরকারি	ধনহার-১	খলিলুর রহমান পিতা-নিজামুদ্দিন এবং অন্যান্য
	৯৯৯	০.১১০০	০.০৪৪৫১	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	আজম আলি, পিতা- মহর বকস
	১০০০	০.০৭০০	০.০২৮৩৩	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সত্যনারায়ণ প্রসাদ গুপ্তা পিতা- গৌতম প্রসাদ গুপ্তা
	১০০২	০.৩১৫০	০.১২৭৪৭	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মহম্মদ আলম, পিতা-মহম্মদহাপিজ এবং অন্যান্য
	১০০৫	০.০৩৫০	০.০১৪১৬	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	চুমানু সেখ, পিতা- সবুর মোহাম্মদ এবং অন্যান্য
	১০০৬	০.০৩০০	০.০১২১৪	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সত্যনারায়ণ প্রসাদ গুপ্তা পিতা- গৌতম প্রসাদ গুপ্তা এবং অন্যান্য
	১০০৯	০.২০৫০	০.০৮২৯৬	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মহম্মদ বসির, পিতা-গজা মহম্মদ এবং অন্যান্য
	১০১০	০.০৫০০	০.০২০২৩	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ রিজবান রেজা, পিতা-হাফিজুদ্দিন এবং অন্যান্য
	১০১১	০.২৩০০	০.০৯৩০৮	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সফিক আলম, পিতা-হাফিজুদ্দিন
	১০১২	০.২৫০০	০.১০১১৭	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সফিক আলম, পিতা-হাফিজুদ্দিন
	১০১৩	০.১৩০০	০.০৫২৬১	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ রিজবান রেজা, পিতা-হাফিজুদ্দিন এবং অন্যান্য
	১০১৪	০.১০০০	০.০৪০৪৭	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ রিজবান রেজা, পিতা-হাফিজুদ্দিন এবং অন্যান্য
	১০১৫	০.০৫০০	০.০২০২৩	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ রিজবান রেজা, পিতা-হাফিজুদ্দিন এবং অন্যান্য
	১০১৬	০.০৩০০	০.০১২১৪	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সফিক আলম, পিতা- হাফিজুদ্দিন
	১০১৭	০.০৬০০	০.০২৪২৮	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ রিজবান রেজা, পিতা-হাফিজুদ্দিন এবং অন্যান্য

থানা-চোপড়া, মৌজা- ঝাঁঝরি, জে.এল.নং - ০৮, শীট- ২

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর (এল.আর.)	জমির পরিমাণ (একর-এ)	জমির পরিমাণ (হেক্টর-এ)	জমির ধরন	বর্তমানে জমির প্রকৃতি	জমির মালিকগণের/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
৪	২১২৩	০.০৪০০	০.০১৬১৯	ব্যক্তিগত	বাস্তু	কফিলুদ্দিন, পিতা-আলতাফ হোসেন এবং অন্যান্য
	২১২৪	০.২২০০	০.০৮৯০৩	সরকারি	রাস্তা	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	২১২৫	০.০৪০০	০.০১৬১৯	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সমিরউদ্দিন উরফে সামশুদ্দিন, পিতা দিলাবর হুসেন
	২১২৭	০.০৫০০	০.০২০২৩	ব্যক্তিগত	ভিট-২	ইসলামুদ্দিন, পিতা- পিয়ার মোহাম্মদ
	২১২৮	০.০৪০০	০.০১৬১৯	ব্যক্তিগত	বাস্তু	ইসলামুদ্দিন, পিতা- পিয়ার মোহাম্মদ
	২১২৯	০.০৪০০	০.০১৬১৯	ব্যক্তিগত	বাস্তু	কফিলুদ্দিন, পিতা- আলতাফ হোসেন এবং অন্যান্য
	২১৩০	০.১২০০	০.০৪৮৫৬	ব্যক্তিগত	বাস্তু	কফিলুদ্দিন, পিতা- আলতাফ হোসেন এবং অন্যান্য
	২১৩২	০.০১৫০	০.০০৬০৭	ব্যক্তিগত	বাস্তু	আলতাপ হুসেন, পিতা-মামুদ বকস এবং অন্যান্য
	২১৩৩	০.০১৫০	০.০০৬০৭	ব্যক্তিগত	বাস্তু	কলিমউদ্দিন, পিতা- পিয়ার মোহাম্মদ
	২১৩৪	০.০৪০০	০.০১৬১৯	ব্যক্তিগত	বাস্তু	দিলাবর হুসেন,পিতা- হিম্মত আলি
	২১৩৫	০.০১০০	০.০০৪০৫	ব্যক্তিগত	বাস্তু	মোহাম্মদ আনাবুল, পিতা -সুকুরুদ্দিন
	২১৪৫	০.০১৫০	০.০০৬০৭	ব্যক্তিগত	বাস্তু	হাবিবুল রহমান,পিতা- খুরসাদ এবং অন্যান্য
	২১৪৬	০.০১৫০	০.০০৬০৭	ব্যক্তিগত	বাস্তু	মোহাম্মদ আয়ুব, পিতা -আহম্মদ হোসেন এবং অন্যান্য
	২১৪৭	০.১০৫০	০.০৪২৪৯	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	নজিরুদ্দিন, পিতা- আহম্মদ হোসেন এবং অন্যান্য
	২১৬৪	০.০১০০	০.০০৪০৫	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	দিলাবর হুসেন,পিতা- হিম্মত আলি এবং অন্যান্য
	২১৮৪	০.০০৫০	০.০০৬০৭	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	গুলেসা খাতুন, পিতা- নজিমুদ্দিন
	২১৮৫	০.০৪০০	০.০১৬১৯	ব্যক্তিগত	ভিট-২	গুলেসা খাতুন, পিতা- নজিমুদ্দিন
	২১৮৬	০.০৩০০	০.০১২১৪	ব্যক্তিগত	ভিট-২	নজমুদ্দিন, পিতা- দিলবার হোসেন
	২১৮৭	০.২৩০০	০.০৯৩০৮	ব্যক্তিগত	ভিট-২	ইসলামুদ্দিন, পিতা- পিয়ার মোহাম্মদ এবং অন্যান্য
	২১৮৯	০.০৮০০	০.০৩২৩৭	ব্যক্তিগত	বাঁশ	গুলেসা খাতুন, পিতা- নজিমুদ্দিন
	২১৯০	০.১১০০	০.০৪৪৫১	ব্যক্তিগত	বাঁশ	সমিরউদ্দিন উরফে সামশুদ্দিন পিতা- দিলাবর হুসেন এবং অন্যান্য
	২১৯১	০.০৩০০	০.০১২১৪	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	নজমুদ্দিন, পিতা- দিলবার হোসেন
	২১৯৩	০.১০৫০	০.০৪২৪৯	ব্যক্তিগত	ভিট-২	হাফিজ, পিতা- পিয়ার মোহাম্মদ
	২১৯৫	০.১৯০০	০.০৭৬৮৯	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ সাবির, আলম পিতা-সামসুদ্দিন এবং অন্যান্য
	২১৯৬	০.১৫৫০	০.০৬২৭৩	ব্যক্তিগত	ভিট-২	মোহাম্মদ সাউদ আকতার, পিতা-কফিলুদ্দিন
	২১৯৭	০.০১০০	০.০০৪০৫	সরকারি	ধনহার-১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	২১৯৮	০.০২০০	০.০০৮০৯	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	কফিলুদ্দিন, পিতা- আহম্মদ হোসেন এবং অন্যান্য
	২১৯৯	০.০৬০০	০.০২৪২৮	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ হাবিল আখতার, পিতা -আলতাব হোসেন
	২২০০	০.১৭৫০	০.০৭০৮২	সরকারি/ ব্যক্তিগত	ধনহার-১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কুরসেদ আলী পিতা-কাজী ফরজন আলী
	২২০২	০.২৩৫০	০.০৯৫১০	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	কফিলুদ্দিন, পিতা-আহামদ হোসেন
	২২০৬	০.২০০০	০.০৮০৯৪	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ বসির, পিতা- গজা মোহাম্মদ, এবং অন্যান্য
	২২০৭	০.০১০০	০.০০৪০৫	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	কফিলুদ্দিন,পিতা-আহমদ হোসেন
	২২০৮	০.২১০০	০.০৮৪৯৮	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ আলম, পিতা-হাপিজ
	২২০৯	০.২৩৫০	০.০৯৫১০	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ আলম, পিতা-হাপিজ
	২১৯৫/৩৪১৮	০.১৯০০	০.০৭৬৮৯	সরকারি	ভিট- ২	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	২১৯৯/৩৪২২	০.০৩০০	০.০১২১৪	সরকারি/ব্যক্তিগত	ধনহার-১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য

থানা-চোপড়া, মৌজা- জিয়াখুড়ি, জে.এল.নং - ০৩, শীট- ৩

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর (এল.আর.)	জমির পরিমাণ (একর-এ)	জমির পরিমাণ (হেক্টর-এ)	জমির ধরন	বর্তমানে জমির প্রকৃতি	জমির মালিকগণের/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
৫	৪১৫১	০.০১০০	০.০০৪০৫	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	অরুণ কুমার সিংহ পিতা- বাঙ্গালী প্রসাদ সিংহ এবং অন্যান্য
	৪১৫২	০.০১০০	০.০০৪০৫	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	দীপেন সিং, পিতা-দত্ত নারায়ণ সিংহ এবং অন্যান্য

থানা-চোপড়া, মৌজা- কইমারী, জে. এল.নং - ০৭, শীট- ১

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর (এল.আর.)	জমির পরিমাণ (একর-এ)	জমির পরিমাণ (হেক্টর-এ)	জমির ধরন	বর্তমানে জমির প্রকৃতি	জমির মালিকগণের/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
৬	১০	০.০২৫০	০.০১০১২	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	রাহি মাসুম, পিতা- তাহের আহম্মদ
	১১	০.৪৮৫০	০.১৯৬২৭	ব্যক্তিগত	ভিট-২	তাহের আহমেদ, পিতা- তোমিজুদ্দিন
	১২	০.২৯০০	০.১১৭৩৬	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	রাহি মাসুম, পিতা- তাহের আহমদ এবং অন্যান্য
	১৩	০.৪৫৫০	০.১৮৪১৩	ব্যক্তিগত	পাইপালাই	নুরজাহান,পিতা- প্রিয়ার মোহাম্মদ এবং অন্যান্য

ভারতে আসছেন পাকিস্তানের মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : ভারতের মাটিতে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) 'সিভিলাইজেশনাল ডায়ালগ ফোরাম'-এ যোগ দিতে আসছেন পাকিস্তানের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী মোসাদিক মাসুদ মালিক। শনিবার ইসলামাবাদের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবর জানানো হয়েছে। শুক্রবারই ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত পাকিস্তানের যোগদানের বিষয়ে আশাপ্রকাশ করেছিলেন। তার ঠিক পরের দিনই পাকিস্তানের এই ঘোষণা দুই দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল। ২০ থেকে ২২ নভেম্বর দিল্লির পুরানা কিলায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সাংবাদিককে বাধার নিন্দা

অসলো, ১৪ নভেম্বর : হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত ভারত সামিটে আসার আগে একেবারে শেষ মুহূর্তে নরওয়ের সাংবাদিক হেলে লিং সোভেন্ডসেনের ভিসা বাতিল করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় আগেই মুখ খুলেছিল এডিটর্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া। এবার নরওয়ের সাংবাদিকদের দুটি সংগঠন অসলোস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কাছে জানতে চেয়েছে, সোভেন্ডসেনের ভিসা বাতিলের নেপথ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি তাঁর সমালোচনার কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না।

শুক্রবার এক চিঠিতে 'অ্যাসোসিয়েশন অফ নরওয়েজিয়ান এডিটর্স এবং 'নরওয়েজিয়ান প্রেস অ্যাসোসিয়েশন' বলেছে, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সমালোচনামূলক প্রশ্ন করার সঙ্গে সোভেন্ডসেনের সাংবাদিক ভিসা বাতিলের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা জানতে চাওয়া অত্যন্ত যৌক্তিক। যাঁরা দেশ পরিচালনা করেন, তাঁদের প্রশ্ন করার স্বাধীনতা সাংবাদিকদের থাকা উচিত। এটি সমাজে তাঁদের ভূমিকারই অংশ এবং একটি মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। সমালোচনামূলক প্রশ্ন করার জন্য কোনও সাংবাদিককে প্রবেশাধিকার না দেওয়া সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার গুরুতর লঙ্ঘন।' এর আগে সোভেন্ডসেন জানিয়েছিলেন, তাঁর ভিসা বাতিলের নেপথ্যে কোনও আনুষ্ঠানিক কারণ জানানো হয়নি।



বরফের পাহাড়... *শনিবার তুষারপাতের পর রোটাং পাসে।*

শর্তসাপেক্ষে হাসিনাকে ফেরাতে রাজি ভারত

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৪ নভেম্বর : বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি নয়াদিল্লি। যদিও ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করে শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে যে বার্তা দিয়েছেন তার নেপথ্যে ভারতের প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এমতাবস্থায় বিবিসি বাংলার একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ভারত শর্তসাপেক্ষে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরাতে রাজি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রকের যে সূত্রকে সামনে রেখে ওই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে সেই সূত্রটি এও দাবি করেছে, ঢাকা মুখে যতই শেখ হাসিনাকে ফেরতের দাবি তুলুক, তারা আদতে মোটেও চায় না আওয়ামি লিগ সভানেত্রী দেশে ফিরুন। কারণ, একাধিক সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশে নতুন করে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।

ওই প্রতিবেদন নিয়ে শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও উত্তর দিতে চাননি। বাংলাদেশ সরকারের তরফেও কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে হাসিনাকে ফেরানোর জন্য যে দুটি শর্ত বাংলাদেশের সামনে রাখা হয়েছে তার প্রথমটি হল, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে নিয়ে এসেছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমান। তাই তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজটিও বাংলাদেশ সেনাকেই করতে হবে। নয়াদিল্লি মনে করিয়ে দিয়েছে, গোটা প্রক্রিয়াটি আকাশপথেও হতে পারে আবার স্থলপথেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সামরিক বিমান পাঠিয়ে হাসিনাকে দিল্লি থেকে নিয়ে যেতে পারে আবার স্থলসীমান্তের কোনও পয়েন্টে এসে সেদেশের সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রহণ করতে পারে। আর এসবের জন্য নয়াদিল্লি যাবতীয়

চাপ বাড়ছে বাংলাদেশের

লজিস্টিক্যাল সহায়তা করতে রাজি।

বাংলাদেশকে ভারত দ্বিতীয় যে শর্তটি দিয়েছে সেটি হল, শেখ হাসিনা যাতে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আবেদন করার সুযোগ পান এবং জুলাই গণহত্যার অভিযোগে নতুন করে তাঁর বিচার শুরু করা হয় সেই নিশ্চয়তা ঢাকাকে দিতে হবে। তাছাড়া হাসিনার বিচারপর্ব যাতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের নজরদারিতে হয় সেটাও নিশ্চিত করতে চাইছে ভারত।

গোটা পর্বে বাংলাদেশ সেনাকে আস্থার মধ্যে নিতে চাইছে ভারত। বিবিসি বাংলা জানিয়েছে, সম্প্রতি ঝটিকা সফরে নয়াদিল্লি এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশাপাশি ভারতীয় সেনাপ্রধান ধীরাজ শেঠের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী। একটি সূত্র জানিয়েছে, বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনও কারণ ছাড়া হাইকমিশনারের সেনাপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার কোনও প্রয়োজন নেই। শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে একাধিকবার ভারতীয় সেনাপ্রধানরা জানিয়েছিলেন, দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। ভারত চায়, হাসিনা যদি সত্যিই বাংলাদেশে ফেরেন তাহলে তাঁর নিরাপত্তার ভার যেন সেদেশের সেনাবাহিনীর হাতে থাকে।

তবে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, ভারতের দুটি শর্তের একটিও মেনে নেওয়া তারেক রহমানের সরকারের কাছে আত্মঘাতী হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে নতুন করে অশান্তি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এমনিতেই পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ, জ্বালানি সংকটের মতো একাধিক ইস্যুতে বাংলাদেশ উত্তাল। তাছাড়া হাসিনা বাংলাদেশে ফেরার কথা ঘোষণা করার পর থেকে নিষিদ্ধ আওয়ামি লিগ কর্মী, সমর্থকরাও যথেষ্ট উজ্জীবিত। ইতিমধ্যে তাঁরা রাস্তাতেও নেমেছেন। এই অবস্থায় ঢাকার সামনে শর্তের টোপ ঝুলিয়ে নয়াদিল্লি বুঝিয়ে দিতে চাইছে, শেখ হাসিনা নিজে থেকে ফিরতে রাজি হলেও বাংলাদেশের নানা অজুহাতে সেটা সম্ভব হয়নি।

থানা-চোপড়া, মৌজা- কইমারী, জে. এল.নং – ০৭, শীট- ২

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর (এল.আর.)	জমির পরিমাণ (একর-এ)	জমির পরিমাণ (হেক্টর-এ)	জমির ধরন	বর্তমানে জমির প্রকৃতি	জমির মালিকগণের/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
৭	২১২৪	০.০০৭৫	০.০০৩০৪	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মোহাম্মদ খুরশেদ আলম পিতা- সেখ সহর আলী এবং অন্যান্য
	২১২৫	০.০১০০	০.০০৪০৫	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	ইদ্রীশ পিতা-চমন আলী এবং অন্যান্য
	২১২৬	০.০২০০	০.০০৮০৯	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	ইদ্রীশ পিতা-চমন আলী এবং অন্যান্য
	২১২৭	০.০৬০০	০.০২৪২৮	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সেখ মজরোদ্দিন আলী পিত- সেখ সহর আলী এবং অন্যান্য
	২১২৮	০.০০৭৫	০.০০৩০৪	ব্যক্তিগত	রাস্তা	কান্দারা বিবি, স্বামী-ওরফত আলী
	২১২৯	০.০৯০০	০.০৩৬৪২	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	পিয়ার মোহাম্মদ, পিতা- মৌলা বকস এবং অন্যান্য
	২১৩৭	০.০৪০০	০.০১৬১৯	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	ইমরান আলী, পিতা-করামত আলী,
	২১৩৯	০.০৩৫০	০.০১৪১৬	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	করিম বকস, পিতা- সুবরত আলী এবং অন্যান্য
	২১৪০	০.০২৫০	০.০১০১২	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	খাইরুল, পিতা-চানবর
	২১৪১	০.০০০৫	০.০০০২০	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সেখ মজরউদ্দিন, পিতা- সেখ সহর আলী এবং অন্যান্য
	২২৪৬	০.০২০০	০.০০৮০৯	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	আকতার হোসেন, পিতা- মসিরুদ্দিন এবং অন্যান্য
	২২৪৭	০.০২৫০	০.০১০১২	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মহামদ্দিন, পিতা- মৌলা বক্স
	২২৫০	০.০৫৫০	০.০২২২৬	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মইমুদ্দিন, পিতা- মহমুদ্দিন
	২২৫১	০.০৪৫০	০.০১৮২১	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	থয়রুল, পিতা-চানবর এবং অন্যান্য
	২২৭৩	০.০৭৫০	০.০৩০৩৫	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	সৈনুদ্দিন, পিতা- চানবর
	২২৭৪	০.১২০০	০.০৪৮৫৬	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মহাম্মদ রফিক, পিতা- বসিরুদ্দিন
	২২৭৫	০.০৬০০	০.০২৪২৮	সরকারি	চৌকা	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	২২৭৬	০.০০০৫	০.০০০২০	সরকারি	ধনহার-১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	২৩১৫	০.০০০৭	০.০০০২৮	সরকারি/ব্যক্তিগত	রাস্তা	পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য
	২৪৪৫	০.০২০০	০.০০৮০৯	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	আজিমুদ্দিন, পিতা-বসিরুদ্দিন এবং অন্যান্য
	২৪৪৬	০.০১০০	০.০০৪০৫০	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	জালালুদ্দিন, পিতা- বাসারত আলী

থানা-চোপড়া, মৌজা- পোয়াখালি, জে. এল.নং ০৪

ক্রমিক নং	দাগ নম্বর (এল.আর.)	জমির পরিমাণ (একর-এ)	জমির পরিমাণ (হেক্টর-এ)	জমির ধরন	বর্তমানে জমির প্রকৃতি	জমির মালিকগণের/ আগ্রহী ব্যক্তির নাম
৮	৫৪৬	০.২০০০	০.০৮০৯৪	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মহাম্মদ জাকির আলী, পিতা-জাফর আলম এবং অন্যান্য
	৫৫৬	০.০৬০০	০.০২৪২৮	ব্যক্তিগত	ভিট-২	আজাদ আলী, পিতা-মজমুদ্দিন, এবং অন্যান্য
	১০৯৮	০.০৬০০	০.০২৪২৮	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মহাম্মদ মমতাজ আলম, পিতা-খিদির বকস এবং অন্যান্য
	১১০৫	০.০২৫০	০.০১০১২	ব্যক্তিগত	ধনহার-১	মইনু



তেলেঙ্গানার এক গিগ কর্মীর সঙ্গে স্কুটারে সওয়ার রাহুল গান্ধি। শনিবার হায়দরাবাদে।

‘ভারতে গণতন্ত্র নেই, বিজেপি ফ্যাসিবাদী দল’

হায়দরাবাদ, ১৪ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি হামেশাই ভারতকে গণতন্ত্রের জননী বলে আখ্যা দেন। কিন্তু ভোট চুরি, এসআইআর বিতর্কের আবহে এবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করলেন, ভারত আর গণতান্ত্রিক দেশই নয়। ২০১৪ সালেই দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিজেপিকে সরাসরি ফ্যাসিবাদী দল বলেও আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস নেতা।

শনিবার জওহরলাল নেহরুর ১৩৭তম জন্মজয়ন্তীতে ভারত সামিটে হাজির প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিদের সামনে রাহুল বলেন, ‘২০১৪ সালে আমরা পুরোপুরি নতুন ধরনের নির্বাচন দেখলাম। যা আমরা অতীতে কখনও দেখিনি। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ ডলার ছড়ানো হল। একেবারে নতুন ধরনের প্রচার দেখা গেল। এমন একটি রাজনৈতিক নাটক হল যা আগে কখনও দেখা যায়নি।’ বিজেপিকে বিঁধে কংগ্রেস নেতার তোপ, ‘এক শ্রেণির মানুষজন মনে করেন, তাঁরা সবকিছু জানেন, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছে আছে। এই ধরনের মানুষকে রাজনীতিতে আমরা ফ্যাসিবাদী বলি। এই মানুষরা অন্যের কথা শোনার বদলে চিৎকার করতে ভালোবাসেন।’ দেশে গত এক দশকে ফ্যাসিবাদীদের আধিপত্য দেখা গিয়েছে বলেও জানান তিনি।

রাহুলের চড়া সুর

এক শ্রেণির মানুষ মনে করেন, তাঁরা সবকিছু জানেন। এদেরকে রাজনীতিতে আমরা ফ্যাসিবাদী বলি। এরা অন্যের কথা শোনার বদলে চিৎকার করতে ভালোবাসেন।

রাহুল গান্ধি

বিরোধীদের ছন্নছাড়া দশার কথা বোঝাতে গিয়ে রাহুল বলেন, ‘আমি যদি বলি বিরোধীরা স্তম্ভিত হননি তাহলে মিথ্যা বলা হবে। এক বা দু-বছর নয়, গোটা একটা দশক আমরা স্তম্ভিত ছিলাম।’ এই রাজনৈতিক পরিবর্তন বুঝতে কংগ্রেস ও বিরোধীরা একের পর এক রাজ্যে ভোটের ফলাফল পরীক্ষা করা শুরু করে বলেও জানান তিনি। এদিনও বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে ভোট চুরি নিয়ে সরব হন রাহুল। যে সমস্ত প্রতিনিধি ভারত সামিটে আসতে পারেননি তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েও কেন্দ্রকে বিঁধেছেন তিনি। রাহুল বলেন, ‘এটা আমাদের দোষে হয়নি। তবে আমরা আমাদের দেশে কোন পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝছি সেটার একটা আন্দাজ আপনারা হয়তো করতে পেরেছেন।’ এদিন ভারত সামিটে যোগ দেওয়ার আগে তেলেঙ্গানার গিগ কর্মীদের জন্য একাধিক সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক প্রকল্পের সূচনাও করেন তিনি। গিগ কর্মীদের স্কুটারে চেপে খানিকটা পথ সফরও করেন রাহুল।

টেলিকম সচিবকে তলব পিএমও’র

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : আদালতের ভুয়ো নির্দেশের ভিত্তিতে শতাধিক ওয়েবসাইট বন্ধ করার আদেশ কীভাবে জারি করা হল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করল কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তর। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও) তলব করেছে কেন্দ্রীয় টেলিকম সচিব অমিত আগরওয়ালকে। জাল নির্দেশনামার ভিত্তিতে ওয়েবসাইট বন্ধের ঘটনায় তাঁর ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছে পিএমও। যদিও এ বিষয়ে টেলিকম দপ্তর, টেলিকমসচিব বা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি দুটি হাইকোর্টের জাল নির্দেশের প্রেক্ষিতে টেলিকম দপ্তর মোট ১২৯টি ওয়েবসাইট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। গত ২১ জুলাই এবং ২ সেপ্টেম্বর ওয়েবসাইট বাতিলের দু’টি নির্দেশ জারি করে টেলিকম বিভাগ। ওয়েবসাইটগুলি জুয়া এবং বেটিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল বলে অভিযোগ।

রামলীলাতেও বিধিনিষেধ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : দিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে রাজনৈতিক সভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য কড়া বিধিমালার খসড়া তৈরি করল দিল্লি পুলিশ। নতুন এই খসড়ায় জমায়েতের সর্বাধিক সংখ্যা ৫০ হাজার এবং সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সাত ঘণ্টার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

খসড়া বিধি অনুযায়ী, কর্মসূচির অন্তত ১০ দিন আগে পুলিশের কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। তবে তার আগে আয়োজকদের দিল্লি পুরসভার থেকে মাঠ খালি থাকার শংসাপত্র সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কমিটির সুপারিশে গত ১১ অক্টোবর যন্তরমন্তরকে বাদ দিয়ে রামলীলা ময়দানকে অন্যতম বিকল্প হিসাবে চিহ্নিত করে পুলিশ।

দেশজুড়ে নেহরু স্মরণ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : শনিবার দেশজুড়ে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ১৩৭ জন্মজয়ন্তী। শিশুদিবস হিসেবে প্রতিবছর এই দিনটি পালিত হয়। এবারও তার অন্যথা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রমুখ। মোদি মাত্র একলাইনের একটি বার্তায় লেখেন, ‘প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।’ অপরদিকে রাহুল লিখেছেন, ‘হিন্দের জওহর, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তীতে প্রণাম জানাই।’ সংবিধান সদনে নেহরুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্পিকার ওম বিড়লা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি, মমতা-তৃণমূলের সাংসদ সৌগত রায়, ডেরেক ও’ব্রায়েন প্রমুখ। শান্তি বনে তাঁর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রমুখ।

রাজ্যে স্বমহিমায় তোলাবাজি : স্বপন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাংলার মজ্জায় মজ্জায় গেঁথে যাওয়া ‘সিন্ডিকেট’ আর ‘তোলাবাজি’-র ক্যানসার যে রাতারাতি উধাও হয়নি, এবার সেটাই কার্যত দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। বিরোধীদের কোনও অভিযোগ নয়, রাজ্যের আনাচে-কানাচে যে এখনও কান পাতলেই তোলাবাজির আস্ফালন শোনা যায়, তা এবার খোদ দিল্লিতে দাঁড়িয়ে অকপটে স্বীকার করে নিলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তাঁর এই স্বীকারোক্তির মাঝেই খোদ শাসকদলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের একটি কড়া বার্তায় রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়েছে।

দিল্লিতে আয়োজিত ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার (আইআইটিএফ)-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের এক শীর্ষ মন্ত্রীর মুখে রূঢ় বাস্তবের এই স্বীকারোক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যের শিল্পায়নের পথে দশকের পর দশক ধরে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই তোলাবাজি। সেই তিক্ত সত্যটাকেই মেনে নিয়ে শিল্পমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘যতদিন পশ্চিমবঙ্গে এই তোলাবাজি চলবে, ততদিন মানুষের পূর্ণ আস্থা আমাদের সরকারের ওপর ফিরে আসবে না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।’ প্রোমোটার থেকে শুরু করে সাধারণ বিল্ডার, এমনকি ছোট ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রেও স্থানীয় স্তরে তোলাবাজির যে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে, তা কার্যত মেনে নিয়েছেন তিনি। তাঁর আক্ষেপ, এই সিন্ডিকেটরাজ এতটাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে যে, এটাই যেন এখন সমাজের ‘নিউ নর্মাল’ বা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে!

দিল্লিতে দাঁড়িয়ে শিল্পমন্ত্রী যখন প্রশাসনিক অসহায়তার কথা বলছেন, ঠিক তখনই কলকাতায় দলের ভেতরের অরাজকতা নিয়ে চরম অস্বস্তি ধরা পড়েছে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের গলায়। নতুন শাসকদলের পতাকা হাতে নিয়ে তোলাবাজি ও অরাজকতা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। শমীকের বার্তা, ‘এই অরাজকতা চলতে দেওয়া যাবে না। দলের পতাকা যারা কলঙ্কিত করতে চাইছে, তাদের চিহ্নিত করে থানায় এফআইআর করুন। আমাকে কাগজ দেবেন, আমি ঢুকিয়ে দেব।’ তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, যারা আগে ভোট লুঠ করে জিতেছে, তারাই এখন বিজেপির পতাকা ধরে প্রভাব খাটাতে চাইছে। তবে শাসকদলের এই শীর্ষনেতার কড়া হুঁশিয়ারিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সুজন চক্রবর্তীর সাফ কথা, সাধারণ মানুষ এইসব কথায় আর ভরসা পায় না। কারণ, এফআইআর করতে গেলেই জুটবে হুমকি, তাই এই ধরনের ফাঁকা আশ্বাসে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

বিশ্লেষকদের মতে, শিল্পমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতির এই জোড়া মন্তব্য আসলে প্রমাণ করে যে, ওপরতলায় সরকার বদলালেও নীচুতলায় প্রশাসন ও রাজনীতির অশুভ আঁতাত এখনও পুরোপুরি ভাঙা যায়নি। আর এই পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব পড়ছে রাজ্যের সার্বিক শিল্পায়নেও। শিল্পমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, সিঙ্গুরে টাটাদের ফেলে যাওয়া জমিতে নতুন করে শিল্প গড়তে একাধিক নামী-দামি কর্পোরেট সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করলেও তারা এখনই চূড়ান্ত চুক্তিতে সই করতে চাইছে না। তাদের বর্তমান অবস্থান হল ‘ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ’। অর্থাৎ, নতুন সরকারের আমলে রাজ্যে সত্যিই শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে কি না, নাকি সেই পুরোনো তোলাবাজির চক্করে পড়েই কোটি কোটি টাকার লগ্নি জলে যাবে!

দিল্লির আইআইটিএফ-এ বাংলার প্যাভিলিয়নকে এবার একেবারে নতুনভাবে সাজিয়ে ‘বিকশিত ভারত’-এর আদলে এক নতুন অর্থনৈতিক বাংলার ছবি তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সরকার। কিন্তু দিল্লির মঞ্চে যতই চকচকে ছবি তুলে ধরা হোক না কেন, বাংলার গলিতে গলিতে লুকিয়ে থাকা তোলাবাজির সেই পুরোনো ঘৃণপোকাগুলোকে সমূলে বিনাশ করতে না পারলে শিল্পায়নের এই স্বপ্ন যে স্বপ্নই থেকে যাবে, বলাই বাহুল্য।



শিশু দিবসে জওহরলাল নেহরুকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন। শনিবার প্রয়াগরাজে।

শীঘ্র ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ট্রাম্প, পুতিন ও শি

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর : আগামী সপ্তাহে চিনে অনুষ্ঠিত এক শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে বসতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস জানিয়েছেন, চিনের দক্ষিণের শহর শেনজেনে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন (অ্যাপেক) সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সময় তিন শীর্ষনেতার মধ্যে বৈঠক হবে।

ওয়েলস বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন যে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি তিনি বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রেসিডেন্ট মনে করেন, এই অস্ত্রের বিস্তার অত্যন্ত বিপজ্জনক।’ এই বৈঠকে ইরান ইস্যুও আলোচনায় উঠতে পারে বলে জানা গিয়েছে। তবে ইউক্রেন নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা কম।

পরমাণু অস্ত্র হ্রাস নিয়ে হতে পারে আলোচনা

মস্কো ও বেজিং এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন কর্তার মতে, এই বৈঠক শেষে কোনও আনুষ্ঠানিক চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বুধবার রাতে চিনের শেনজেনে পৌঁছানোর কথা ট্রাম্পের। বৃহস্পতিবার শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাতেও অংশ নেবেন তিনি। ২০২৫ সালে ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি হবে জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর চতুর্থ বৈঠক। ওয়েলস আরও জানান, এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়েই ট্রাম্প তাঁর চিন সফর শেষ করবেন। এর আগে মঙ্গলবার ফিলিপাইনে আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনেও যোগ দেবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ওয়েলসের মতে, ট্রাম্পের এই সফর ‘আমেরিকান জনগণের জন্য ঐতিহাসিক বিজয় নিশ্চিত করবে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে’।



মানতে নারাজ পিত্রোদা

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ফোনে আড়ি পাতছেন বলে শুক্রবার অভিযোগ করেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রাহুলের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন তাঁর দলেরই নেতা স্যাম পিত্রোদা। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোটেই ওসব কাজ করেন না। রাহুলের অভিযোগের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী স্ক্রুড্রাইভার হাতে নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে পড়েন না।’

তবে একইসঙ্গে পিত্রোদা দাবি করেন, ‘আমার ফোনেও আড়ি পাতা হচ্ছে। আমার ল্যাপটপে সাইবার হামলা হয়েছে। আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির ওপর নজরদারি চলছে। আমি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। আমার মোবাইল, ল্যাপটপ পরীক্ষা করে তাঁরা আমাকে আড়ি পাতার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন।’ কে বা কারা আড়ি পাতছে তা খোলসা না করলেও পিত্রোদার সাফ কথা, ‘কেউ না কেউ ওসব করছে। আমি জানি না। আর পরোয়াও করি না। আমি এসব নিয়েই চলব। আমার কোনও সমস্যা নেই। চারপাশে প্রচুর বাজে লোকজন আছে। কী আর করা যাবে!’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর দীপাবলিতে সৌজন্য বিনিময় এবং পরস্পরের প্রশংসা ঘিরে চর্চা চলছে জাতীয় রাজনীতিতে।

কুলগাম হামলায় আটক ২০

শ্রীনগর, ১৪ নভেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফ জওয়ানদের ওপর সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার তদন্তে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। এই নাশকতার পিছনে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার হাত রয়েছে বলে নিশ্চিত গোয়েন্দারা। স্থানীয় এক জঙ্গি এবং দুই পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীর মডিউল এই হামলা চালিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে অন্তত ২০ জনকে আটক করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে প্রায় ৫০০ জনকে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, এই হামলার নেতৃত্বে ছিল আব্দুল লতিফ নামে এক স্থানীয় লস্কর জঙ্গি এবং তার দুই পাকিস্তানি শাগরেদ। তদন্তকারীদের মতে, এটি কোনও তাৎক্ষণিক হামলা ছিল না, বরং রীতিমতো রেইকি করে নিখুঁত পরিকল্পনার ছক কষা হয়েছিল। সন্দেহভাজন হিসেবে যে ২০ জনকে আটক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৩ জন লস্করের ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার বলে মনে করা হচ্ছে। গত ১১ নভেম্বর দুপুর সওয়া ২টো নাগাদ কুলগামের মীর বাজারের কাছে আখরানে ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের একটি নাকা চেকিং দলের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। কিন্তুওয়ারেও সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। কিন্তুওয়ারের দাচান জঙ্গলে দুই স্পেশাল পুলিশ অফিসারকে (এসপিও) খুনের ঘটনায় শুক্রবার তিন ওয়ান্টেড জঙ্গির খোঁজে পোস্টার প্রকাশ করেছে প্রশাসন।

কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলা

সিমলা, ১৪ নভেম্বর : গান্ধি পরিবার এবং কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে নিশানা করে সমাজমাধ্যমে উসকানিমূলক পোস্ট করার অভিযোগে বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল হিমাচলপ্রদেশ পুলিশ।

সিমলার বয়লেগঞ্জ থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন অতুল শর্মা। তাঁর দাবি, ইন্দিরা, সঞ্জয় ও রাজীবের মৃত্যুকে জড়িয়ে সমাজমাধ্যমে অত্যন্ত কুরুচিকর তথ্য ছড়িয়েছেন কঙ্গনা। এমনকি সোনিয়াকে ‘রহস্যময় বিদেশি’ বলে দাগিয়ে দিয়ে তিনি সমাজে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়ানোরও চেষ্টা করেছেন। এই পোস্টের নিন্দা করেছে কংগ্রেস।

এনসিপি’র সংযুক্তির জল্পনায় জল

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : তাদের ‘মিলন হবে কত দিনে’ বলে যে জল্পনা চলছিল, তাতে জল ঢেলে দিলেন দুই এনসিপির দুই শীর্ষনেত্রী সুপ্রিয়া সুলে এবং সুনেত্রা পাওয়ার। তাঁরা সমস্বরে জানিয়ে দিলেন, মহারাষ্ট্রে এনসিপির দুই গোষ্ঠীর এক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অজিত পাওয়ারের মৃত্যুর পর এই পুনর্মিলন জল্পনা পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছেন তাঁরা।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে অজিত শিবিরের নেতাদের বৈঠক এবং পরে প্রফুল প্যাটেলের সঙ্গে সুপ্রিয়ার সাক্ষাতে পুনর্মিলনের জল্পনা উসকে ওঠে। কেন্দ্রে আসন পুনর্বিন্যাস ও মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশের লক্ষ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাড়াতে বিজেপি এই জোটে আগ্রহী ছিল।

তবে অজিতের দল এনসিপির প্রধান সুনেত্রা দলের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে অনড়। তাঁর সাফ কথা, শরদ পাওয়ারের দল চাইলে আলাদাভাবে এনডিএ জোটে আসতে পারে, কিন্তু দুই দলের মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। মিশে গেলে নিজের গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কা করছেন সুনেত্রা। অন্যদিকে এনসিপি (শরদ পওয়ার) গোষ্ঠীর কার্যনির্বাহী সভানেত্রী সুপ্রিয়া জানান, অন্য শিবির থেকে কোনও প্রস্তাব আসেনি।

দলিতের পিঠে নদী পার বিধায়কের

পাটনা, ১৪ নভেম্বর : সামাজিক ন্যায়ের বুলি আওড়ানো রাজনৈতিক দলের আসল চেহারাটা ঠিক কেমন? লালুপ্রসাদ যাদব ও তেজস্বী যাদবের আরজেডি নেতারা কথায় কথায় সামাজিক ন্যায়বিচার আর দলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষদের অধিকারের কথা বলে গলা ফাটান। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা যে কতটা সামন্ততান্ত্রিক আর লজ্জাজনক, তার প্রমাণ মিলল ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলায়। সেখানে এক হতদরিদ্র দলিত

শেষে জলে পড়ে হাবুডুবু



গ্রামবাসীর কাঁধে সওয়ার হয়ে নদী পার হতে গেলেন খোদ আরজেডি বিধায়ক! আর তার ফল যা হওয়ার তাই হল। ভারসাম্য হারিয়ে মাঝনদীতে ধড়াম করে পড়ে নাকানিচোবানি খেলেন ‘মাননীয়’ বিধায়ক মহাশয়।

ঘটনাটি পালামৌ জেলার বিশ্রামপুর বিধানসভা এলাকার ঘাসিদাগ পঞ্চায়েতের। সম্প্রতি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন ওই এলাকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ আরজেডি বিধায়ক নরেশ প্রসাদ সিং। যাওয়ার পথে পড়ে ধুরিয়া নদী। নদীতে তখন জল বড়জোর হাঁটু সমান। চাইলে অনায়াসেই প্যান্ট গুটিয়ে হেঁটে নদী পার হতে পারতেন বিধায়ক। কিন্তু তিনি তো ‘নেতাজি’! তাঁর অহংকারে তো আর জল-কাদায় পা মাড়ানো সাজে না। তাই এক দলিত গ্রামবাসীর কাঁধে চড়ে বসলেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আরেকজন গ্রামবাসী হাতে করে বিধায়কের জুতো জোড়া বইছেন। স্থানীয়দের দাবি, জুতো বহনকারী ওই ব্যক্তিও ওবিসি সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ, দলিতের কাঁধে সওয়ারি আর ওবিসি-র হাতে জুতো— সামাজিক ন্যায়ের এক অপূর্ব নিদর্শন রাখলেন আরজেডি নেতা!

কিন্তু প্রকৃতির বিচার বোধহয় অন্যরকম ছিল। কাঁধে এক বিশালদেহী নেতাকে নিয়ে নদীর স্রোত আর এবড়োখেবড়ো পাথরের মাঝে ভারসাম্য রাখতে পারলেন না ওই গ্রামবাসী। মাঝনদীতে পা ফসকে দু’জনেই সটান গিয়ে পড়লেন জলের মধ্যে। নেতা মশাইয়ের ওই মুখ থুবড়ে পড়ার ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো হাসির খোরাক।

তবে এই ভিডিও নিছক হাসাহাসির বিষয় নয়। এর নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক চরম বঞ্চনা আর প্রশাসনিক অপদার্থতার গল্প। ঘাসিদাগ পঞ্চায়েতের এই ধুরিয়া নদীর ওপর একটি সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। বর্ষাকালে নদী ফুলেফেঁপে উঠলে গোটা এলাকা মূল ভূখণ্ড থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চিকিৎসার অভাবে মানুষ মারা যায়, কিন্তু প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অঞ্জু দেবী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, ‘এটাই বিধায়কের সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার আসল রূপ। সেতু না থাকার কারণে আমরা যে রোজ কতটা কষ্ট করি, বিধায়ক এবার অন্তত নিজে জলে পড়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন।’

স্বভাবতই এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে বিজেপি এবং বিএসপি। ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস, জেএমএম ও আরজেডি জোট সরকার চলছে। বিজেপির পালামৌ জেলা সভাপতি অমিত তিওয়ারি কটাক্ষ করে বলেছেন, বর্তমান সরকার আদিবাসী, দলিত ও পিছড়ে বর্গের কল্যাণের কথা বললেও, আদতে সবচেয়ে বেশি শোষণ এই শ্রেণিগুলিরই হচ্ছে। বিএসপি নেতা রাহুল দুবেও এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিহার বা ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে বাবু-সংস্কৃতি বা ‘ভিআইপি কালচার’ এখনও কতটা গভীরে প্রোথিত, পালামৌর এই ঘটনাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যে নেতারা ভোটের আগে সাধারণ মানুষের দরজায় দরজায় ঘোরেন, ভোটে জেতার পর তাঁরা সাধারণ মানুষকে নিজেদের পালকিবাহক বা জুতো বওয়ার চাকর ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না। তবে পালামৌর ধুরিয়া নদী যেন সেই অহংকারের মুখে সপাটে চড় দিয়ে বুঝিয়ে দিল— মাটির মানুষ আর মাটির বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, পতনের শব্দটা ঠিক কতটা জোরদার হয়!

আমেরিকায় স্তব্ধ ৮ হাজার উড়ান

বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক মাইক্রোসফট পরিষেবা

- আমেরিকায় পুরোনো পরিকাঠামো ও ডেটার চাপে বিপর্যস্ত বিমান পরিষেবা
- মার্কিন পরিবহণসচিব এই বিপর্যয়ের জন্য টাকার অভাবকে দায়ী করেছেন
- প্রশাসন স্পষ্ট করেছে, এটি ৯/১১-র মতো নাশকতা বা সাইবার হামলা নয়
- একইসঙ্গে ঘটা মাইক্রোসফটের বিশ্বব্যাপী সার্ভার বিভ্রাট শনিবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়েছে
- মাইক্রোসফট জানিয়েছে, এটি নেটওয়ার্ক আপগ্রেডের ত্রুটি, কোনও সাইবার হামলা নয়

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : ৯/১১-র ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর ফের একবার। আচমকাই গোটা আমেরিকাজুড়ে পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে গেল বিমান পরিষেবা। প্রায় চার ঘণ্টার এই নজিরবিহীন অচলাবস্থার জেরে বাতিল বা বিলম্বিত হয়েছে ৮ হাজারেরও বেশি উড়ান, চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হন প্রায় ১৫ লক্ষ যাত্রী। ‘অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার কারণ’ দেখিয়ে ফেডেরাল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) দেশজুড়ে উড়ান বন্ধের এই নির্দেশিকা জারি করেছিল। তবে পরে জানা যায়, কোনও নাশকতা নয়, পুরোনো টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামো এবং বাড়তি ডেটার চাপেই এই বিপত্তি। কাকতালীয়ভাবে একই সময়ে বিশ্বজুড়ে চলা মাইক্রোসফটের ব্যাপক সার্ভার বিভ্রাট নিয়েও তৈরি হয়েছিল ধন্দ। তবে শনিবার সংস্থা জানিয়েছে, তাদের পরিষেবা এখন পুরোপুরি স্বাভাবিক।

কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তুলে মার্কিন পরিবহণসচিব শন ডাফি ডাফি বলেন, ‘এটি একটি পুরোনো পরিকাঠামোগত সমস্যা। আমাদের সুইচ এবং রাউটারগুলি বহু পুরোনো। আমরা এখনও আশির দশকের তামার তার ব্যবহার করি। এই সিস্টেম অতিরিক্ত ডেটার চাপে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটি মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ করুন। সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থায় জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো যায় না। এটি লাল-নীল বা ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান ইস্যু নয়, এটি আমেরিকার সমস্যা।’

শুক্রবার ১৩ তারিখের এই ভয়াবহ অচলাবস্থার পর অনেকেই এটিকে সাইবার হামলা বা ৯/১১-র মতো নাশকতা বলে আশঙ্কা করেছিলেন। তবে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সচিব মার্কওয়েইন মুলিন সব জল্পনা উড়িয়ে বলেন, ‘মাইক্রোসফট বিভ্রাটের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এটি কোনও সাইবার আক্রমণ নয় এবং নিশ্চিতভাবেই এটি আর একটি ৯/১১ নয়।’



কাঠবেড়ালি গাছে গাছে থাকলেও জলে নামলে এরা ভালোই সাঁতার কাটতে পারে।

শীতকাল বা গরমের দিন তোমার কাছে কোনটা ভালো লাগে, কেন?

লেখালেখি

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

আমাদের লেখালেখি

সোনালি ক্ষণ



বিজয়ার মিষ্টিমধুর সোনালি সেই ক্ষণ,
আজও মনে পড়লে কেঁদে ওঠে মন।
নতুন জামার গন্ধ মেখে বড়দের প্রণাম,
মাথায় হাত রেখে দিতেন আশীর্বাদের নাম।
কোলাকুলিতে দুঃখ ভুলে সবাই হাসিমুখ,
ছোটদের মনে আনন্দ তখন ভরিয়ে দিত বুক।
প্লেট ভরা মুড়কি, নাড়ু আর নিমকি এলে,
রাগারাগি ভুলে যেতাম সবাই হেসেখেলে।
প্রণাম শেষে পকেটে আসত চকচকে দশ টাকা,
সেই আনন্দের স্মৃতি আজও মনে আছে আঁকা।
সময়ের নিয়মে আজ সবই বদলে গেছে ভাই,
তবু বিজয়ার সেই স্মৃতির তুলনা কিছুই নাই।

- **দেবাদৃতা সাহা**, নবম শ্রেণি
সুনীতি অ্যাকাডেমি, কোচবিহার



গৌড়ের গোলকধাঁধা

অমিতাভ সাহা



শরতের নীল আকাশ, ভাসমান পেঁজা তুলোর মতো মেঘ আর বাতাসে শিউলির মিষ্টি গন্ধ। মালদা শহরের অলিগলিতে উৎসবের উন্মাদনা। ইংলিশ বাজার থেকে রথবাড়ি— সব জায়গাতেই দুর্গাপুজোর সাজোসাজো রব। কিন্তু অয়ন, ঋভু আর তিতির এবার মণ্ডপের দিকে মন নেই। অয়নের প্রত্নতত্ত্ববিদ দাদুর পুরোনো ট্রাংক থেকে পাওয়া একটি জিনিস তাদের এই উৎসবের মাঝেই এক গভীর রহস্যের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

ট্রাংকের ভেতর মিলেছে চামড়ায় বাঁধানো একটি প্রাচীন ডায়েরি আর তামাটে রঙের একটি ভারী ধাতব চাকতি। চাকতিটির একপিঠে প্রাচীন ফারসি হরফে কিছু লেখা, অন্য পিঠে খোদাই করা এক অদ্ভুত তোরণের নকশা। ইতিহাসের ছাত্রী তিতি ডায়েরির জরাজীর্ণ পাতাগুলো ঘেঁটে এক অবিশ্বাস্য তথ্য উদ্ধার করেছে। দাদু লিখে গেছেন গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলের এক গুপ্তধনের কথা। ভিনদেশি আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে রাজ্যের অমূল্য রত্ন—একটি নিরেট সোনার তৈরি কদমফুল— উজিররা গৌড়ের এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। দাদুর দীর্ঘদিনের গবেষণা বলছে, এই ধাতব চাকতিটিই সেই গুপ্তধনের চাবিকাঠি।

মহাসপ্তমীর সন্ধ্যা। সারা শহর যখন আলোর রোশনাইয়ে মেতে, ফোয়ারা মোড়ের কাছে ফুচকা খেতে খেতে তিন বন্ধু ডায়েরি আর চাকতি নিয়ে আলোচনা করছিল। হঠাৎ অয়নের চোখে পড়ল, অদূরে কালো জ্যাকেট আর টুপি পরা এক ব্যক্তি একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার মুখের বাঁ দিকে গভীর কাটা দাগ। অয়ন ফিশফিশ করে বলল, 'লোকটাকে কালও আমাদের বাড়ির আশপাশে দেখেছি। মনে হচ্ছে আমাদের ওপর নজর রাখছে।'

তিতি ভুরু কুঁচকে বলল, 'দাদুর ডায়েরিতে লেখা ছিল, এই সোনার কদমফুলের সন্ধানে একদল আন্তর্জাতিক পাচারকারী বহু বছর ধরে মালদায় সক্রিয়। ওরা হয়তো জানে দাদু রহস্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। লোকটা তাদেরই কেউ নয় তো?'

কথাটা শেষ হতে না হতেই লোকটা ভিড়ে মিশে গেল। তিনজনের মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। বিপদ আসন্ন। পাচারকারীদের আগে তাদের ওই গুপ্তধনের কাছে পৌঁছাতে হবে, নইলে গৌড়ের এক অমূল্য ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে যাবে।

মহাষ্টমীর সকাল। শহর যখন অঞ্জলির মন্ত্রে মুখরিত, তিন বন্ধু সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গৌড়ের উদ্দেশ্যে। শহর ছাড়িয়ে প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের দিকে এগোতেই চারপাশের আমবাগান আর শতবর্ষের পুরোনো ইটের গাঁথনি এক রহস্যময় পরিবেশ তৈরি করেছে। দাখিল দরওয়াজার সুবিশাল কাঠামোর সামনে দাঁড়িয়ে তারা ডায়েরির পাতা মেলালো। চাকতির ফারসি লেখার অনুবাদ করে দাদু একটি ধাঁধা লিখেছিলেন : 'যেথায় খিলান কাঁদে, ছায়ার ভেতর ছায়া, বারো দুয়ার পেরিয়ে, লুকোচুরির মায়া।'

তিতি ধাঁধাটা পড়ে বলল, 'বারো দুয়ার মানে বড় সোনা বা বারোদুয়ারি মসজিদ। আর লুকোচুরির মায়া মানে শাহ সুজার তোরণ বা লুকোচুরি গেট। গুপ্তধন নিশ্চিত লুকোচুরি গেটের আশপাশেই আছে। চাকতির গায়েও তোরণের ছবি।'

লুকোচুরি গেটের সামনে পৌঁছে তারা অবাক হল। অষ্টমীর সকালে জায়গাটা একেবারে জনমানবহীন। বিশাল তোরণের গায়ে বট-পাকুড়ের চারা। ভেতরের অন্ধকার খিলান থেকে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে পড়ে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ তৈরি করেছে। 'যেথায় খিলান কাঁদে... তার মানে আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি।' অয়ন বিড়বিড় করে উঠল।

হঠাৎ তোরণের অন্ধকার দিক থেকে চাপা গলার আওয়াজ ভেসে এল। তিনজনে নিঃশব্দে ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে লুকোল। তারা দেখল, সেই কালো জ্যাকেট পরা কাটা দাগওয়ালা লোকটা আর দুজন তাগড়াই চেহারার সঙ্গী মাটি খোঁড়ার আধুনিক সরঞ্জাম ও মেটাল ডিটেক্টর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কালো জ্যাকেট পরা লোকটা কর্কশ গলায় বলছে, 'তাড়াতাড়ি কর! আজকে সব পাবলিক শহরে ঠাকুর দেখতে আর অঞ্জলি দিতে ব্যস্ত। এই সুযোগে জিনিসটা বের করে আজ রাতেই বর্ডার পার করতে হবে। ভাগ্যিস কাল রাতে বুড়োর নাতির ঘর থেকে ডায়েরির আসল পাতাটা নকল করে নিয়েছিলাম!'

অয়ন পকেটে হাত দিয়ে বুঝল, ডায়েরির ধাঁধা লেখা পাতাটা সত্যিই চুরি গেছে। তিতি ফিশফিশ করে বলল, 'ওরা আমাদের আগেই ধাঁধার মানে বুঝে গেছে। এখন কী করব?'

ঋভু মুচকি হেসে পকেট থেকে কয়েকটা বড় চকলেট বোম আর দেশলাই বের করল। 'পুজোর সময় পকেটে বাজি রাখব না? তোরা শুধু দেখ। অয়ন, তুই তিতিকে নিয়ে পেছনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ওদের মেটাল ডিটেক্টরের আওয়াজ লক্ষ্য করে এগো। আমি এখান থেকে এমন ধামাকা করব যে ওরাও বুঝবে মালদার ছেলের দম!'

এদিকে পাচারকারীরা লুকোচুরি গেটের নীচে এক পুরোনো সুড়ঙ্গের মুখ আবিষ্কার করে ফেলেছে। মেটাল ডিটেক্টর তীব্র শব্দ করছে। তারা শাবল দিয়ে বড় পাথরের স্ল্যাব সরানোর চেষ্টা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঋভু তোরণের ওপরের ঘুলঘুলি থেকে পরপর তিনটে চকলেট বোম ধরিয়ে পাচারকারীদের পায়ের কাছে ছুড়ে মারল। প্রাচীন তোরণের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বোম ফাটার বিকট শব্দ কামানের গর্জনের মতো শোনাল। পাচারকারীরা আচমকা বিস্ফোরণে চমকে ছিটকে পড়ল। তাদের মনে হল কেউ গুলি চালাচ্ছে।

অয়ন আর তিতি অন্ধকার থেকে গলা বিকৃত করে চিৎকার করে উঠল, 'পুলিশ! চারদিক ঘেরাও করা হয়েছে! কেউ পালাবে না! হ্যান্ডস আপ!'

ধুলো আর অন্ধকারে পাচারকারীরা ভাবল সত্যিই বিশাল পুলিশবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলেছে। প্রাণের ভয়ে হাতের সরঞ্জাম ফেলে তারা অন্ধের মতো দৌড় লাগাল এবং দিকভ্রান্ত হয়ে পুরোনো খাদের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তিতি ততক্ষণে স্মার্টফোন থেকে মালদা থানার ওসিকে লোকেশন পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের জিপ এসে হাজির হল। খাদের ভেতর থেকে তিন পাচারকারীকে পাকড়াও করল পুলিশ। উদ্ধার হল লোডেড রিভলবার।

ওসি সাহেব টর্চ জ্বেলে পাথরের স্ল্যাবটা সরাতেই দেখা গেল, এক ছোট্ট কুলুঙ্গির ভেতর রাখা আছে হাতির দাঁতের তৈরি বাক্স। বাক্স খুলতেই আলোয় ঝলমল করে উঠল অপরূপ নিরেট সোনার কদমফুল। শতশত বছর অন্ধকারে লুকিয়ে থাকার পরও তার জৌলুস বিন্দুমাত্র কমেনি।

মহাষ্টমীর দিনটা তিন বন্ধুর কাছে জীবনের সেরা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে রইল। দশমীর সকালে মালদা শহরের আকাশ যখন বিষাদের সুরে ভারী, তখন অয়নদের বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার। দাদুর ডায়েরি, চাকতি আর অমূল্য রত্নটি তারা সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে।

জেলা শাসক তিন বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তোমাদের সাহসিকতায় বাংলার অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ রক্ষা পেল।'

ঋভু হেসে বলল, 'স্যর, সাহসের চেয়ে বড় হল পুজোর চকোলেট বোম। ওটা না থাকলে কাল রাতে আমাদেরই কদমফুল বানিয়ে দিত ওরা!'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। দশমীর ভাসানের বাজনা বাজছে দূরে কোথাও। অয়ন জানলা দিয়ে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। গৌড়ের পুরোনো ইটের স্তূপে লুকিয়ে থাকা দীর্ঘদিনের রহস্য আজ আলোর মুখ দেখেছে। মালদার বাতাসে এখন শুধুই বিজয়ার আনন্দ আর এক গভীর তৃপ্তির সুর।

জাদুঘুড়ি

আশিস চক্রবর্তী

এই তো সেদিন রাতদুপুরে
যেই গিয়েছি ছাদের পরে
হঠাৎ দেখি মস্ত একটা ঘুড়ি
বলল আমায় চুপচুপি
'পরে নে এই জাদুটুপি
আয় দুজনে আনন্দেতে উড়ি'।

যেই পরেছি জাদুটুপি
আমরা দুজন বাঘাগুপী
যাচ্ছি উড়ে মেঘের সাথে ভেসে
ঐ দেখা যায় আপালচাঁদ
চাঁদ কোথায়? মস্ত এক ফাঁদ
বাঘ ভালুক ডাকছে আমায় হেসে।

পেরিয়ে যাচ্ছি পাহাড় চূড়া
তবু কি আর থামছে ওড়া!
উড়ছি আমরা জ্যোৎস্না মাখা রাতে
সোহাগ নদী বন ও বাদাড়
এক নিমেষে হচ্ছি যে পার
গাছেরা সব নৃত্যে আছে মেতে।

নিঝুম রাতের আকাশ ফুঁড়ে
একখানা ট্রেন যাচ্ছে উড়ে
কাণ্ড দেখে কাঁপছি আমি ভয়ে
চোখ খুলে তাকালাম যেই
ঘুড়ি টুপি কিচ্ছুটি নেই
আমি আছি বিছানাতেই শুয়ে।





মৌমাছি সরণি

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখা 'কাজের লোক' কবিতাটি কেউ কি পড়েছ? এভাবে বললে অনেকের নাও মনে পড়তে পারে। তার চেয়ে কবিতাটাই বলি, ' মৌমাছি মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি, দাঁড়াও না একবার ভাই।' কবিতাটিতে মৌমাছির উত্তরও আছে, 'ওই ফুল ফোটে বনে, যাই মধু আহরণে, দাঁড়াবার সময় তো নাই।' এই যে মৌমাছিরা ফুল থেকে মধু আনতে যাচ্ছে, তাদের যাওয়ার কি কোনও রাস্তা আছে?

এমন প্রশ্ন শুনলে তোমাদের হাসি পেতেও পারে। এটা তো জানা কথা, মৌমাছি যেদিকে ফাঁকা পাবে সেদিক দিয়ে উড়ে চলে যাবে। তার জন্য আবার রাস্তা কী?

তবে গবেষণা বলছে, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মৌমাছিরা কিন্তু মোটেও এলোমেলো ওড়ে না। জার্মানির ফ্রাইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের



অধ্যাপক ডঃ অ্যান্ড্রু স্ট্র এ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি এবং তাঁর গবেষক দল মৌমাছিদের গতিবিধি নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, প্রতিটি মৌমাছির নিজস্ব কিছু গোপন রাস্তা আছে। আর এই গোপন রাস্তা তারা একদম নিখুঁতভাবে মনে রাখে। বারবার সেই একই পথ দিয়েই যাতায়াত করে।

এই গবেষক দলটি মৌমাছিদের ওড়ার পথ চিহ্নিত করতে এক অভিনব উপায় বের করেন। তাঁরা মৌমাছিদের পিঠে একটি করে ছোট্ট চকচকে ম্যাজিক স্টিকার লাগিয়ে দেন। তারপর আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয় একটি ড্রোন। এই ড্রোনে থাকা কম্পিউটার বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে চোখের পলকে মৌমাছিদের ওড়ার পথ ক্যামেরাবন্দি করে ফেলে। দেখা গেল, চাক থেকে প্রায় ১২০ মিটার দূরের একটি খাবারের উৎস পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রতিটি মৌমাছি নিজের পছন্দমতো আলাদা আলাদা পথ বেছে নিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যাওয়ার সময় এবং ফেরার সময় তারা ঠিক সেই চেনা পথ ধরেই যাতায়াত করছে।

মৌমাছিরা পথ চেনে কীভাবে? দেখা গিয়েছে, পথ চেনার জন্য ওরা আমাদের মতোই বুদ্ধি খাটায়। আমরা যেমন কোনও বড় গাছ, চেনা দোকান বা স্কুল দেখে নিজেদের বাড়ির রাস্তা মনে রাখি, মৌমাছিরাও তেমনি চারপাশের গাছপালা বা ঝোপঝাড়কে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ব্যবহার করে। সোজা কথায় মৌমাছি হলে কী হবে, ওরা মোটেও বোকা নয়, বুদ্ধি আছে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

না পারলে দেখে নাও

কোন জিনিসের মাথা ও লেজ আছে, কিন্তু শরীর নেই?

কোন মাসে ২৮ দিন থাকে?

তোমার কোন জিনিস, তোমার চেয়ে অন্যরা বেশি ব্যবহার করে?

কোন জিনিস ভাঙলে কোনও শব্দ হয় না, অথচ সবাই টের পায়?

তুমি দৌড় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রতিযোগীকে টপকে গেলে, তুমি কত নম্বরে থাকবে?

উত্তর: চিরুনি, সব মাসে, সাবান, নীরবতা, দ্বিতীয়

আঁকিবুকি



মোহর তাম্বুলি, নবম শ্রেণি, তুফানগঞ্জ ইলা দেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়



মৃগাক্ষী ঘোষ, চতুর্থ শ্রেণি, সেন্ট জোশেফ হাইস্কুল



জ্যোতির্ময় রায়, নবম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির



অংশুমান বেরা, ষষ্ঠ শ্রেণি অমরপাতি লায়ন সিটিজেন পাবলিক স্কুল



সোনার চেয়ে বেশি লাভজনক হতে পারে কপার-টিন-জিঙ্ক

দীপাবলির রোশনাই নিভেছে ঠিকই, তবে উৎসবের মরশুমের রেশ এবং আর্থিক বাজারের হিসাবনিকাশ এখনও পুরোদমে চলছে। বিশেষ করে হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে দীপাবলির পরের দিনটি থেকেই শুরু হয় নতুন আর্থিক বর্ষ। আর এই উৎসবের মরশুমে সোনা কেনাটা দেশের বহু মানুষের কাছে প্রায় একটা অলিখিত প্রথা।

চলতি সংবতে যাঁরা মনেপ্রাণে সোনায় লগ্নি করতে ভালোবাসেন বা সোনার চমকে চোখ ধাঁধিয়ে রাখেন, তাঁদেরও অনেকে এবার চিরাচরিত প্রথা ছেড়ে একটু অন্যরকম ভাবনাচিন্তা করতে শুরু করেছেন। কারণ, এবারের আর্থিক বাজারে আলোচনার কেন্দ্রে শুধু আর সোনা নেই, বাজার কাঁপাচ্ছে এমন কিছু ধাতু, যা হয়তো এতকাল সাধারণ লগ্নিকারীদের হিসেবের বাইরে ছিল।

সোনার সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের দিকে যদি একটু তলিয়ে দেখা যায়, তাহলে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হবে। ইউবিএস গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিটার্নস ইয়ারবুক ২০২৬-এর সদ্য প্রকাশিত পরিসংখ্যান আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সেখানে বলা হয়েছে, ১৯০০ সাল থেকে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সোনার বার্ষিক রিটার্ন বা লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৩ শতাংশ। অর্থাৎ, সোনা সঞ্চয়ের জন্য বা দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুরক্ষার জন্য দারুণ বিকল্প হলেও তা রাতারাতি বিপুল সম্পদ তৈরির কোনও জাদুর কাঠি নয়।

অন্যদিকে, রুপোর বাজারেও সম্প্রতি ব্যাপক ওঠানামা দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে ২০২৫ এবং ২০২৬ সালের শুরুর দিকে ধাতুটির বাজার বেশ চাঙ্গা থাকলেও, জানুয়ারি মাসের পর থেকে লগ্নিকারীদের কপালে ভাঁজ পড়েছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে নিজেদের সর্বোচ্চ দাম থেকে সোনা ২০ শতাংশের বেশি এবং রুপো ৪০ শতাংশেরও বেশি নীচে নেমেছে। এর মূল কারণ হল, আমেরিকায় সুদের হার বৃদ্ধির জোরালো সম্ভাবনা এবং বিশ্ববাজারে ডলারের ক্রমবর্ধমান শক্তি। ডলার শক্তিশালী হওয়ার ফলে যে সমস্ত ধাতুতে সরাসরি সুদ মেলে না, সেগুলির প্রতি লগ্নিকারীদের আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছুটা কমে গিয়েছে।

আর ঠিক এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ধাতুগুলো। গত এক বছরে টিন, কপার এবং জিঙ্কের দাম যথাক্রমে ৩২ শতাংশ, ২৯ শতাংশ এবং ২৬ শতাংশ বেড়েছে। কপারের এই আকাশছোঁয়া চাহিদার নেপথ্যে রয়েছে মূলত প্রযুক্তি খাতের বিপ্লব। বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম মেধার ব্যাপক প্রসার, ডেটা সেন্টার নির্মাণ, বৈদ্যুতিক গ্রিডের আধুনিকীকরণ এবং বিভিন্ন খনিতে উৎপাদনের ঘাটতি— এই সবকিছুই কপারের বাজারকে চাঙ্গা করেছে। কৃত্রিম মেধার প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে বিশাল ডেটা সেন্টারগুলো তৈরি হচ্ছে, সেখানে বিপুল পরিমাণে কপারের প্রয়োজন হচ্ছে। অন্যদিকে, সেমিকন্ডাক্টরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং খনি থেকে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার কারণে টিনের বাজার এখন ঊর্ধ্বমুখী। পাশাপাশি বেশ কিছু কারখানায় কাজকর্ম ব্যাহত হওয়া এবং খনিজ উপকরণের আকালের জেরে জিঙ্কের দামও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।



এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে সোনা ও রুপোর অনুপাতও ব্যাপকভাবে বদলেছে। সিলভার ইনস্টিটিউটের ২০২৬ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্যের নিরিখে এই অনুপাত সাধারণত ৬০-এর ঠিক নাচেই ঘোরাফেরা করে। তবে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি নিজেদের ভাণ্ডারে যে হারে সোনা মজুত করছে, তার ফলেই রুপোর তুলনায় সোনার দাম বাজারে তুলনামূলকভাবে বেশি থেকেছে।

তাহলে কি বুলিয়ন বা সোনা-রুপোর বাজারে এই ব্যাপক সংশোধনের অর্থ হল বিশ্বে ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি আর নেই? অথবা সরকারগুলো কি সোনা কেনা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে? উত্তরটা হল, একেবারেই নয়। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালে বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সোনা কেনার পরিমাণ অন্তত গত বছরের সমান হবেই। আন্তর্জাতিক স্তরে অস্থিরতা বজায় থাকায় নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার কদর কমছে না।

বিশ্ববাজারে ডলার শক্তিশালী হওয়ায় সোনা-রুপোর দাম নীচে নামছে। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত কপার, টিন এবং জিঙ্কের মতো ধাতুগুলি।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে এটা বলাই যায় যে, সোনার নিজস্ব একটা কৌশলগত আবেদন সবসময়ই থাকবে। শিল্পক্ষেত্রে চাহিদার কারণে রুপোও হয়তো আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়াবে। আর কপারের বাজার আগামী বেশ কয়েক বছর ধরে রমরমা থাকবে বলেই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তবে জোগান স্বাভাবিক হলে এবং কারখানায় উৎপাদন ক্ষেত্রে গতি কিছুটা কমলে টিন ও জিঙ্কের দামে ফের পতন দেখা যেতে পারে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, উৎসবের মরশুমে সোনা কেনাটা হয়তো এখনও একটা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু আগামী দিনের প্রযুক্তিকে যে ধাতুগুলো শক্তি জোগাচ্ছে, চলতি সংবতে লগ্নির বাজারে তাদের নিয়ে আলোচনা হওয়াই সবচেয়ে বেশি বাস্তবসম্মত এবং বুদ্ধিদীপ্ত। আগামী দিনের বিশ্বকে চালনা করবে আধুনিক প্রযুক্তি, আর সেই প্রযুক্তির চালিকাশক্তি হতে চলেছে এই কপার, টিন আর জিঙ্কের মতো ধাতুগুলোই।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

লম্বা দৌড়ের পর ভারতীয় শেয়ার বাজার সাময়িক থমকে দাঁড়িয়েছে। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮১৫৯২.৪৫ এবং ২৫১৪৪.৩০ পয়েন্টে। মূহরত ট্রেডিং সেশন থেকে এই সপ্তাহের পাঁচ দিনের লেনদেনে সেনসেক্স ৫৯৩.২৫ এবং নিফটি ১৫৭.৫ পয়েন্ট বেড়েছে। মাত্র একমাস আগেও দুই সূচক এক বছরের সর্বনিম্ন অঙ্কের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে একেবারে নতুন উচ্চতার নজির গড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে দুই সূচক। তবে মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকে আগামী কয়েকদিন অস্থির থাকবে শেয়ার বাজার। এই আশঙ্কা বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। যে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত আগামী দিনে পোর্টফোলিওতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

বিগত কয়েক দিনের লম্বা দৌড়ের নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। তাদের লগ্নি সূচককে খাদের কিনারা থেকে তুলে এনেছে। এই লগ্নি প্রবাহ অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে সূচকের বড় পতনের সম্ভাবনা ক্ষীন। এর পাশাপাশি অশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কমে যাওয়া, ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ আপাতত স্থগিত থাকা, প্রথম সারির কয়েকটি সংস্থার ভালো ফল ইত্যাদি সূচকের উত্থানে মদত দিয়েছে। মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধিও ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। উৎসবের মরশুমে চাহিদা বৃদ্ধিও সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

শুক্রবার মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অক্টোবরে মূল্যবৃদ্ধির হার হয়েছে ৬,০৯ শতাংশ। সেপ্টেম্বর এই হার ছিল ৫.৫৪ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাংকের মূল্যবৃদ্ধি সহনশীলতার সীমা ২ থেকে ৬ শতাংশ। অক্টোবর সেই সীমা অতিক্রম করে যাওয়ায় ফের রেপো রেট বাড়ানোর আশঙ্কা বাড়ছে। চলতি বছরে আরও এক দফা সুদের হার বাড়ানোর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। এবার এল নিনোর প্রভাবে স্বাভাবিক বর্ষা হয়নি। ফলে শস্যোৎপাদন কমতে পারে। যা আগামী দিনে মূল্যবৃদ্ধির হার আরও বাড়াতে পারে। শেয়ার বাজার কোন পথে হাঁটবে, আগামী দিনে মূল্যবৃদ্ধির হার এবং রেপো রেটের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে। মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িকও বড় মাপের সংশোধন ঘটাতে পারে। তাই লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকা একান্তই জরুরি।

ধনতেরাসের পর ফের সোনা-রুপোর দাম নিম্নমুখী হয়েছে। আগামী দিনে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামে আরও সংশোধন হতে পারে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করলে আগামী এক বছরে বড় রিটার্ন দিতে পারে সোনা ও রুপো।

এই সপ্তাহের শেয়ার

- **ইন্ডাস টাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৯৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৮১/৩৫৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৪৪৭১, টার্গেট-৪৮৫।
- **জেনসার টেক :** বর্তমান মূল্য-৫৪৯.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৫৮/৪১৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫০০-৫৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৫১৭, টার্গেট-৬৯০।
- **টাটা কেমিক্যাল:** বর্তমান মূল্য-৬০৫.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৫৪/৫৭০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৫৭০-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৪৩৫, টার্গেট-৮৫০।
- **আদানি পোর্ট :** বর্তমান মূল্য-১৯০৩.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৭৯/১২৯২, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৮৫০-১৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১১১৩৯, টার্গেট-২১৫০।
- **পিডিলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১৫২৫.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭০৭/১২৫৯, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৪৫০-১৫২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৫৩৯৮, টার্গেট-১৭৮০।
- **অ্যাক্সিস ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৩৩১.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪১৮/১১৫০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১২৪০-১২৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪১৪৫৩৬, টার্গেট-১৪৫০।
- **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৪৮.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৪/৩৩৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩১০-৩৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১১১৯৭, টার্গেট-৪৫০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন।প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এফআইআইদের ইউ-টার্ন, ২৫০০০ পার নিফটি



বোধিসত্ত্ব খান

মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগেও নিরাশার অন্ধকারে ডুবে ছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। কিন্তু ৩০ অক্টোবর থেকে ছবিটা হঠাৎই বদলে যেতে শুরু করে। গত এক মাসে নিফটি ১০.৬৬ শতাংশ রিটার্ন দিয়ে ২৫,০০০-এর গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে।

বাজারের এই অভাবনীয় ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্যে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক কারণ কাজ করেছে— আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেল ও সোনার দামে পতন, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার শক্তিশালী হওয়া, এবং সেপ্টেম্বর মাসে আমদানির তুলনায় ভারতের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়া।

২০২১ থেকে ২০২৬—এই ছয় বছরে এফআইআইরা ভারতীয় বাজার থেকে ধারাবাহিকভাবে পুঁজি সরিয়ে নিয়েছে। এই ছয় বছরে তাদের মোট বিক্রির পরিমাণ ছিল ১৩,৬৫,৯৪৩.৭৪ কোটি টাকা। কেবল ২০২৬ সালেই তারা ৩,৬৮,৯২৬.৩২ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। তবে নভেম্বর মাসের মাত্র দুই সপ্তাহেই সেই চেনা ছবি বদলে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে এফআইআই-রা ৭৯,৩০২.৪৭ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের লার্জক্যাপ শেয়ারগুলো। ফলে লার্জক্যাপ সূচকে বড় উত্থান দেখা গেলেও মিডক্যাপ এবং স্মলক্যাপ শেয়ারগুলো এখনও সেই হারে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের অধিকাংশ বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানে। মোট বৈশ্বিক বিনিয়োগের প্রায় ৭০ শতাংশই ঢুকছিল আমেরিকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিকাঠামো, ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড ব্যবসায়। কিন্তু বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পর আদৌ তা গ্রাহকদের কাছ থেকে মুনাফা হিসেবে তুলে আনা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে এআই জগতের প্রাণভোমরা হিসেবে পরিচিত 'এনভিডিয়া'র সিইও'র ব্যক্তিগত বিতর্ক বিশ্ব বাজারে বড় ধাক্কা দিয়েছে। গত এক মাসে এনভিডিয়ার শেয়ার দর ২৬.৪১ শতাংশ পড়ে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১.২৫ ট্রিলিয়ন ডলার সম্পদ মুছে গিয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে সেমিকনডাক্টর, মেমোরি চিপস এবং ডেটা সেন্টার কোম্পানিগুলোর ওপরেও। জাপান, তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়ার বাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এখন মুখ ফেরাচ্ছেন। এআই-নির্ভর বাজারগুলোর এই অস্থিরতা পরোক্ষভাবে ভারতের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে মে ২০২৬ থেকে এখনও পর্যন্ত চিনের বাজারে প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা 'মুডিজ' যেখানে চিনের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৪.২ থেকে ৪.৪ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে, সেখানে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির অনুমান ৬.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করেছে। বাজারের এই স্বস্তির মাঝেও একটি বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম চড়া থাকায় ভারতীয় অর্থনীতিতে কিছুটা চাপ তৈরি হয়েছিল। গত সপ্তাহে প্রকাশিত খুচরো মুদ্রাস্ফীতির (সিপিআই) হার দাঁড়িয়েছে ৬.০৯ শতাংশে, যা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নির্ধারিত ৬ শতাংশের সর্বোচ্চ সীমার চেয়ে বেশি। এই পরিস্থিতিতে আগামী ডিসেম্বর মাসে আরবিআই যদি ঋণের সুদের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা অবাক হওয়ার মতো কিছু হবে না। সুদের হার বাড়লে অটো, রিয়েল এস্টেট এবং ফিন্যান্সিয়াল সেক্টরের শেয়ারগুলোর ওপর কিছুটা চাপ তৈরি হতে পারে।



বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com





ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীর পাশে ঘুরছে ইঁদুর।

রোগীদের শয্যায় অবাধ বিচরণ

হাসপাতালে ইঁদুরের রাজত্ব

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৪ নভেম্বর : শুক্রবার গভীর রাত। ঘড়িতে তখন সাড়ে ১২টা। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মহিলা বিভাগে অসুস্থ স্বজনকে নিয়ে শুয়ে ছিলেন চোপড়ার কোটগছের কোহিনুর বিবি। আচমকাই চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। কারণ, তাঁর শরীরের ওপর দিয়েই তখন লাফিয়ে পালিয়েছে একটি বড়সড়ো ধেড়ে ইঁদুর! পাশের বেডে থাকা রোগী নুরনাহা বিবিকে নিয়ে তখন রীতিমতো আতঙ্কে চারদিকে নজর রাখছিলেন তাঁর পুত্রবধূ শুকতারা খাতুন। বিহারের তৈয়বপুর থেকে আসা শুকতারার চোখেও তখন ঘুমের বদলে ইঁদুরের আতঙ্ক। হাসপাতালের মহিলা বিভাগে এমনই পরিস্থিতি যে, রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি রাত কাটাতে হচ্ছে ইঁদুরের সঙ্গে লড়াই করেই।

হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মীর কথায়, ‘এই ধেড়েগুলির পিকনিক স্পট হয়ে উঠেছে হাসপাতাল। রোগীদের ব্যাগপত্র কেটে দেওয়া থেকে শুরু করে অত্যাচারের শেষ নেই। রোগীদের খুবলে দিলে মারাত্মক ঘটনা যখন-তখন ঘটতে পারে।’ তাঁর কথার সত্যতা মিলল চোখের সামনেই। এক রোগীর বেডের নীচে রাখা বর্জ্য ফেলার বড় প্লাস্টিকের গামলা হুড়মুড়িয়ে উলটে গেল। খাবারের সন্ধানে তাতে উঠে পড়েছিল দুটি ইঁদুর। রোগীদের শয্যার আশপাশে তাদের এমন অবাধ বিচরণ দেখে প্রশ্ন উঠছে, ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল কি এখন ইঁদুরেরই নিরাপদ আস্তানা?

শুধু রোগীর পরিজনরাই নন, হাসপাতালের চিকিৎসকরাও ইঁদুরের দাপটে উদ্বিগ্ন। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) ইসলামপুর ইউনিটের সম্পাদক তথা হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন কুণ্ডু রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। হাসপাতাল সুপার মহম্মদ নিসার হুসেন শাহ-ও সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ, হাসপাতালের ভিতরে ইঁদুরের এমন দাপট কর্তৃপক্ষেরও অজানা নয়। তবু পরিস্থিতির বদল নেই।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, চত্বরের একাংশে দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর পরিত্যক্ত সামগ্রী জমিয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলি বিক্রির জন্য আগে টেন্ডার ডাকা হলেও তা বাতিল হয়ে যায়। সেই পরিত্যক্ত সামগ্রীর স্তূপই ইঁদুরের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। তার ওপর হাসপাতালের সাফাইয়ের হাল নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বর্জ্য যথাযথভাবে পরিষ্কার না হওয়ায় খাবারের সন্ধানে ইঁদুরের উৎপাত আরও বাড়ছে। ফলে সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।



- রোগীদের বেডের ওপর দিয়ে ছুটছে ধেড়ে ইঁদুর, আতঙ্কে রাত কাটছে রোগী ও পরিজনদের
- দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বাতিল সামগ্রীতেই ইঁদুরের আস্তানা, সাফাই নিয়েও অভিযোগ
- ইঁদুরের কামড় ও বর্জ্য থেকে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন চিকিৎসক ও রোগীর পরিজনরা

ইঁদুরের কামড় কিংবা বর্জ্য থেকে রোগ ছড়ালে তার দায় কে নেবে, সেই প্রশ্নও তুলছেন রোগীর পরিজনরা।

সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ইসলামপুর শহরের বাসিন্দা দিলীপ ঘোষ। বেড না পেয়ে মেঝেতে ম্যাট্রেস পেতে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু রাতভর ইঁদুরের দাপট দেখে শেষপর্যন্ত হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি ফিরে যান তিনি। দিলীপের কথায়, ‘হাসপাতালের এই অবস্থা কল্পনা করতে পারিনি। কার্যত ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। পরে বাইরে চেম্বারে চিকিৎসককে দেখিয়ে এখন অনেকটাই সুস্থ আছি।’

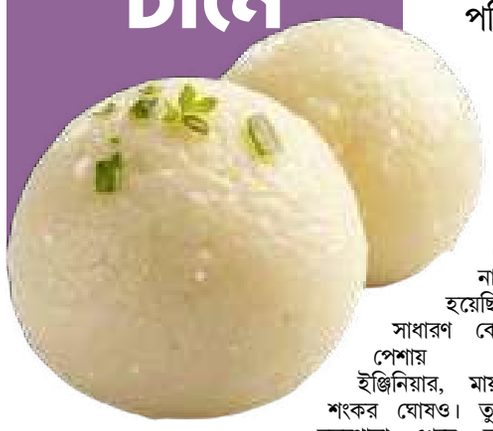
শুক্রবার রাত ১২টা থেকে প্রায় একটা পর্যন্ত হাসপাতালের মহিলা বিভাগে ইঁদুরের দাপট সরেজমিনে দেখা গিয়েছে। মেঝেতে শুয়ে থাকা বৃদ্ধা রোগীর মাথার পাশ দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করছে ধেড়ে ইঁদুর। রোগীদের বর্জ্য টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যও চোখে পড়েছে। এক আয়ার বক্তব্য, ‘কিছু করার নেই দাদা। ইঁদুর হাসপাতালে বেশ জামাই আদরেই আছে। আসলে হাসপাতালে সাফাইয়ের বড্ড অভাব। দেখছেন না, রোগীদের বর্জ্য কীভাবে যত্রতত্র টানাহ্যাঁচড়া করছে।’

আইএমএ-র সম্পাদক সায়ন্তন কুণ্ডুর কথায়, ‘ইঁদুরের দাপট সত্যিই মাত্রাছাড়া আকার নিয়েছে। রোগীদের নিয়ে উদ্বেগের বিষয় অবশ্যই। আশা করি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এই মর্মে দ্রুত পদক্ষেপ করবে।’ হাসপাতাল সুপার বলেন, ‘সবটাই আমি জানি। ইঁদুরের দাপটে রোগীদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আসলে আমি দু’মাস হল দায়িত্ব নিয়েছি। চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি হাসপাতালের ভিতরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি।’

রসগোল্লার টানে

লম্বা লাইনে শিলিগুড়ি

রসগোল্লা দিবসকে কেন্দ্র করে সেবক রোডে বিনামূল্যে বিতরণ হল প্রায় ২৫ হাজার মিষ্টি। পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির শিলিগুড়ি শাখার আয়োজনে ভিড় জমালেন আট থেকে আশি। ৫০টি রসগোল্লা খাওয়ার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি এদিন উঠল মিষ্টি হাব, রসগোল্লার ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার ও ক্ষীরের শিঙাড়ার জিআই স্বীকৃতির দাবি।



তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন হিসেবে ১৪ নভেম্বর দিনটি ছোটদের জন্য নিবেদিত। যাঁরা মধুমেহ রোগে ভুগছেন, এদিন যে ‘ডায়াবিটিস ডে’ পালিত হয় তা তাঁরাও বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু এই দিনটি যে রসগোল্লারও তা ক’জনারই বা জানা! বাঙালির অন্যতম সেরা এই মিষ্টির মাহাত্ম্য সবার সামনে ভালোভাবে তুলে ধরতে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির শিলিগুড়ি শাখা শনিবার বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিল। গামলাভর্তি রসে টইটুম্বুর সাদা রসগোল্লা দেদার বিলানো হল। একটি খেলে আর নয়, এমন শর্ত মোটেও ছিল না। বরং একজন রসগোল্লা উদরস্ত করার পর ফের হাত পাতলে আবারও মিলেছে। সেটি খেয়ে আবার হাত পাতলে আবার। ঘটনাস্থল ভিড়ে ভিড়াক্কার। অভিনব এই কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সেবক মোড়ে কে না হাজির হয়েছিলেন! সাধারণ কেরানি থেকে পেশায় চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, মায় পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষও। তুলতুলে নরম রসগোল্লা খেয়ে তাঁর ঘোষণা, ‘বাংলার রসগোল্লাকে কীভাবে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা যায়, সে বিষয়ে নজর দেব।’ আয়োজকদের দাবি, এদিন প্রায় ২৫ হাজার রসগোল্লা বিলি করা হয়।

এলাকায় যে এদিন রসগোল্লা বিলানো হবে তা উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের ভালোভাবেই জানা ছিল। সেই খবর তাঁদের মাধ্যমে অন্যদের কাছেও সময়মতো পৌঁছে যায়। ফলে ভিড় বাড়তে দেরি হয়নি। সেখানে হাজির সুজিত শর্মা বললেন, ‘খবর পেয়েই এদিন এখানে এসে লাইন দিয়েছি। তারপর এক এক করে দশটা রসগোল্লা খেয়েছি।’ কেউ ৫০টি রসগোল্লা খেতে পারলে তাঁর জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। তবে একসঙ্গে এতগুলি রসগোল্লা খাওয়া রীতিমতো চাপের বিষয়। অভ্যাস না থাকলে অবধারিতভাবে গা গোলাবে। প্রশান্ত তামাং অবশ্য সহজে হাল ছাড়তে চাননি। ১৮টি রসগোল্লা খেয়েছেন। তারপর হাল ছাড়ার আগে বললেন, ‘এবারে কাজে কী করে যাব, সেটাই ভাবছি!’





মন্ত্রীকে রসগোল্লা খাওয়ানো হচ্ছে। মিষ্টি খেতে লাইন। -সঞ্জীব সূত্রধর

রঞ্জিত শর্মা বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন। ডায়াবিটিসের রোগী। রসগোল্লা নিয়ে এমন মাতামাতি দেখে নিজেকে না সামলাতে পেরে গোটা তিনেক রসগোল্লা সাঁটিয়েই দিলেন। শংকর মণ্ডল রসগোল্লা খেয়ে সেই স্বাদে এমনই মজলেন যে ফোন করে আত্মীয়স্বজনদের ডেকে এনে তাঁদেরও একই অভিজ্ঞতার শরিক করলেন। বান্ধবীকে নিয়ে আসা ডাবগ্রামের পিংকি মজুমদার বাড়ির সদস্যদের জন্য বেশকিছু রসগোল্লা নিয়ে গেলেন।

পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সম্পাদক সঞ্জীব বণিক বললেন, ‘প্রথমবার শিলিগুড়িতে এ ধরনের অনুষ্ঠান করে ব্যাপক সাড়া মিলল। শিলিগুড়িতে একটি মিষ্টি হাব তৈরিতে পর্যটনমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছি। সেখানে ২৩টি জেলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি পাওয়া যাবে।’ পরের বার আরও ভালোভাবে উৎসব করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিলেন। মানুষ রসগোল্লা খেতে কতটা ভালোবাসে তা এদিন আরও স্পষ্ট হয়েছে বলে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ জানালেন। উৎসবে প্রায় ৪৫টি মিষ্টির দোকান শামিল হয়েছিল। ব্যবসায়ী সমিতি রসগোল্লার ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। মিষ্টি ব্যবসায়ী গোপাল গুপ্তা বললেন, ‘এবারে শিলিগুড়ির ক্ষীরের শিঙাড়া যদি জিআই স্বীকৃতি পায় তবে তো সোনায় সোহাগা।’

সচেতনতায় পদযাত্রা

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ‘ওয়ার্ল্ড ডায়াবিটিস ডে’-তে সেবক মোড়ের কিনস কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করা হল। শনিবার সকালে হাসপাতালের সামনে থেকেই পদযাত্রাটি শুরু করা হয়। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজের বিশিষ্টজন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্কুল পড়ুয়ারাও পদযাত্রায় শামিল হন। পদযাত্রাটি বর্ধমান রোড হয়ে ঝংকার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। কিনস হাসপাতালের কর্ণধার ডাঃ শেখর চক্রবর্তী বলেন, ‘যাঁরা সদ্য ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের প্রথম তিন বছর ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে হবে। দেখা যাচ্ছে, প্রথম তিন বছর সঠিক চিকিৎসা হলে ভবিষ্যতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম খারাপ হয়।’

এদিকে মাটিগাড়ার রুদ্রাক্ষ সুপারস্পেশালিটি কেয়ারের তরফেও এদিন পদযাত্রা করা হয়। ক্লিনিকের বিভিন্ন চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীরা এই পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্কুল পড়ুয়াদেরও পদযাত্রায় দেখা গিয়েছে। ক্লিনিকের তরফে ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্ত বলেন, ‘আমাদের ক্লিনিকের তরফে ডায়াবিটিস ডে-তে শহরের ১১টি জায়গায় শিবির করে বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের ডায়াবিটিস এবং ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করা হয়েছে।’

শিশু দিবস

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৪ নভেম্বর : নর্থবেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং উত্তরবঙ্গ হিন্দিভাষী সমাজের যৌথ উদ্যোগে শনিবার শিশু দিবস পালন করা হয়। পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের পার্কে নিয়ে যাওয়া হয়। মোট ৭৮ জন শিশু এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

এদিন শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাথমিকে শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্ররা গান গায়। শিলিগুড়ি মহিলা থানায় ওসি বিমলা কার্কি ছেত্রীর নেতৃত্বে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের তরফে বাগডোগরা সংলগ্ন সন্ন্যাসী চা বাগানে ৩৫ জন শিশুকে নিয়ে শিশু দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মানুষ-চিতাবাঘের সহাবস্থান, হাতির করিডরে সুরক্ষা ও ট্র্যাপ ক্যামেরার ব্যবহার সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করা হয়। বাগডোগরা থানার তরফে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হাতে পড়াশোনার সামগ্রী তুলে দেন ওসি কল্যাণ সাহা ও এসআই অমিত মল্লিক।

সোশ্যাল মিডিয়ার টোটকায় মধুমেহে ঝুঁকি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ‘সাতদিনে ডায়াবিটিস চিরতরে দূর করুন।’ ‘রান্নাঘরের এই মশলাতেই হবে সুগার উধাও, ইনসুলিনের প্রয়োজন পড়বে না।’ সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই এমন দাবি করা নানা ভিডিও সামনে আসে। অহরহ। ডায়াবিটিসে আক্রান্ত অনেকেই কৌতূহলবশত সেগুলি দেখতে শুরু করেন। ভিডিওতে বলা উপাদান হাতের কাছে থাকলে টোটকাগুলি নিজের ওপর প্রয়োগও করেন। কিন্তু এর পরিণতি কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তা বুঝতে বুঝতে অনেক সময়ই দেরি হয়ে যায়।

চিকিৎসকরা বলছেন, কেউ কোনও একটি টোটকায় উপকার পেলে সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন। কিন্তু প্রত্যেকের শরীর আলাদা। সমস্যাও আলাদা। চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এ ধরনের টোটকা অনুসরণ করা কখনোই উচিত নয়।

সুভাষপল্লির বিশ্বজিৎ সাহার অভিজ্ঞতাই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়। ইউটিউবে মাঝেমধ্যেই তাঁর সামনে করলার রস খেয়ে ডায়াবিটিস দূর করার ভিডিও আসত। একই ধরনের ভিডিও বারবার দেখতে দেখতে একদিন বাড়িতে জানিয়ে দেন, প্রতিদিন খালি পেটে করলার রস খাবেন। চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই কয়েক মাস সেই টোটকা চালিয়ে যান। পরে শরীরে নানা অস্বস্তি শুরু হওয়ায় নিজেই তা বন্ধ করেন। চিকিৎসককে বিষয়টি জানালে জানতে পারেন, এভাবে চলতে থাকলে কিডনির সমস্যাও হতে পারে। এখন বিশ্বজিৎ নিজেই অন্যদের সতর্ক করছেন। তাঁর পরামর্শ, ‘চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার এই টোটকায় ভুলবেন না। তা যাচাই করে নেবেন।’

শুধু বিশ্বজিৎ একা নন। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে মেথির জল উপকারী, এমন ভিডিও দেখে প্রবীণ দম্পতি আশিস কর্মকার ও রঞ্জনা কর্মকারও প্রতিদিন মেথি ভেজানো জল খাচ্ছেন। কিন্তু তাতে তাঁদের শরীরে কতটা উপকার হচ্ছে, সুগার নিয়ন্ত্রণে আসছে কি না, তার কোনও উত্তর তাঁদের কাছে নেই। কারও পরামর্শ না নিয়েই তাঁরা এই অভ্যাস শুরু করেছেন। ডায়াবিটিসের



পাশাপাশি তাঁদের আরও কয়েকটি শারীরিক সমস্যা রয়েছে।

চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তী জানান, তাঁর কাছেও এমন রোগী আসছেন। কেউ জলে ভিজিয়ে জামের গুঁড়ো খাচ্ছেন, কেউ মেথির জল, আবার কেউ জিরে ভেজানো জল খাচ্ছেন। কিছু উদ্ভিজ্জ উপাদান রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে পারে। কিন্তু সেগুলি কীভাবে তৈরি করতে হবে বা কতটা পরিমাণে খেতে হবে, সে বিষয়ে রোগীদের ধারণা নেই। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের সঙ্গে এ ধরনের টোটকা ব্যবহার করলে রক্তে শর্করার মাত্রা অতিরিক্ত কমে যেতে পারে। এমনকি রোগী অচৈতন্যও হয়ে পড়তে পারেন। তাঁর উল্লেখ করা একটি গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, ডায়াবিটিসে আক্রান্ত ৬২ শতাংশ মানুষ অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের পাশাপাশি উদ্ভিজ্জ টোটকা ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, ডিজিটাল মাধ্যম যাচাই না করা বিশ্বাস বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্তর বক্তব্য, ‘সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিও কে তৈরি করছেন, তা আগে দেখতে হবে। কোনও বিশেষজ্ঞ কিছু বললে তিনি অনেক কিছু বুঝে ও ভেবে বলেন। কিন্তু যথাযথ যোগ্যতা নেই, এমন কেউ পরামর্শ দিলে তা মানার আগে রোগীদের সতর্ক হতে হবে। প্রত্যেকের সমস্যা আলাদা। চিকিৎসকরা সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করেন।’ চিকিৎসক শঙ্খ সেন বললেন, ‘মেথি ভেজানো জল রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে কিছুটা সাহায্য করলেও সেটি কোনও পূর্ণাঙ্গ সমাধান নয়। কোনও টোটকা ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। খাবারের বিষয়ে ডায়েটিসিয়ানের পরামর্শও প্রয়োজন।’

ডায়েটিসিয়ান মধুরিমা সরকারও সোশ্যাল মিডিয়ার টোটকার ওপর অন্ধভাবে ভরসা করতে নিষেধ করছেন। তাঁর মতে, করলার রস খেলেই রক্তে শর্করার মাত্রা কমবে, এমন ধারণা ঠিক নয়। কখন খাবার খেতে হবে, কতক্ষণ অন্তর এবং কী পরিমাণে খেতে হবে, সেই পরামর্শ বিশেষজ্ঞের কাছ থেকেই নেওয়া উচিত। ডায়াবিটিসের পাশাপাশি হাইপারটেনশন, ইউরিক অ্যাসিড ও কিডনির সমস্যাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের চিকিৎসা আলাদা। সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিও সাময়িক বা সামান্য উপকারের কথা বললেও সম্পূর্ণ সমাধান দিতে পারে না।

স্মৃতির দরজায় উঁকি দেয় শৈশব

শিশু দিবস

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বয়স বেড়েছে। চুলে পাক ধরেছে। জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এখন তাঁরা প্রবীণের দলে। অথচ মনের ভিতরে আজও কোথাও লুকিয়ে রয়েছে সেই ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলো। যারা একদিন স্কুলের মাঠে ছুটে বেড়াত, বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠত, মায়ের বকুনি খেত কিংবা সন্ধ্যায় জোনাকি ধরতে বেরিয়ে পড়ত। সময়ের সঙ্গে বদলে গিয়েছে চারপাশ। হারিয়ে গিয়েছে কত চেনা মুখ, কত প্রিয় ঠিকানা। তবু স্মৃতির দরজা খুললেই ফিরে আসে সেই দিনগুলি। মনে পড়ে মায়ের হাতের খাবার, ঠাকুমার গল্প, স্কুলের অনুষ্ঠান কিংবা পুতুলের বিয়ে। আজকের জীবনে সবই যেন বড় দামি, অথচ একসময় সামান্য কিছুতেই ছিল অফুরন্ত আনন্দ। তাই যদি কোনও জাদুবলে একবার ফিরে যাওয়া যেত ছোটবেলায়, অনেকেই হয়তো সবকিছু ফেলে ছুটে যেতেন সেই চেনা দিনগুলিতে।



-এআই

শিবমন্দিরের খগেন্দ্রনাথ সিংহের বয়স ৭৫। জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়েও তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল স্কুলজীবন। স্কুলের অনুষ্ঠানে নাটকে অংশ নিতেন তিনি। ‘অবাক জলপান’ নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে যেন মুহূর্তে ফিরে গেলেন সেই মঞ্চে। স্মৃতির ঝুলি থেকে সেই দিনগুলো বেরিয়ে আসতেই খগেন্দ্রনাথের চোখ চকচক করে উঠল। তাঁর কথায়, ‘এখন তো আর সেই সময় নেই, সেই মানুষগুলোও নেই। কোনও ম্যাজিক করতে পারলে অবশ্যই আমার স্কুলজীবনে আরেকবার ফিরে যেতাম।’

ঘোগোমালির বাসুদেব সরকারের বয়স এখন ষাট। ছেলেবেলা কেটেছে অবিভক্ত দিনাজপুরে। আজও মনে পড়ে গ্রামের বাড়ি, গাছের ফল, নদীর মাছ, এমনকি ছোটবেলার হজমির স্বাদও। মনে পড়ে মা-বাবার বকুনি। যে বকুনি একসময় বিরক্তির কারণ ছিল, আজ সেটুকুই ফিরে পেতে মন চায়। বাসুদেব বলছিলেন, ‘ছেলেবেলায় ফিরতে পারলে মা-বাবা আর নিজের গ্রামে আবার ফিরে যেতাম। এখনও কোনও মেলায় গেলে হজমি কিনি। তবে সেই স্বাদ আর পাই না।’ আসলে হজমি আজও মেলে, কিন্তু সেই স্বাদ মিশে রয়েছে ফেলে আসা দিনগুলির সঙ্গে।

বছর পঁয়ষট্টির মিতালি ভট্টাচার্যের কাছে শৈশব মানেই পুতুলের সংসার। পোড়ামাটি দিয়ে মা কিংবা ঠাকুমা তৈরি করে দিতেন নানা রকমের পুতুল। ধুমধাম করে পুতুলের বিয়ের আয়োজন। বিয়েতে ভাত-ডাল রান্নার আনন্দও ছিল কম নয়। আজ সেই পুতুল নেই, নেই সেই বন্ধুরাও। নেই মা-ঠাকুমার স্নেহভরা উপস্থিতিও। মিতালির কথায়, ‘বিয়ে করে এই শহরে আসি, মা-ঠাকুমা এখন তো আর কেউ নেই। জলপাইগুড়ির সেই গ্রামটাই তো এখন কত বদলে গিয়েছে। সেই সময়টায় কোনও চিন্তা ছিল না, নিশ্চিন্তে আপনমনে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। সেই খেলার দিনগুলো আর তো কখনও ফিরে পাব না।’

ডাবগ্রামের সুচিত্রা পালের শৈশবজুড়ে রয়েছে জোনাকির আলো আর ঠাকুমার রূপকথা। প্রায় ষাট বছর আগে গ্রামে তখন বিদ্যুতের আলো ছিল না। সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারের বুক চিরে জ্বলে উঠত অজস্র জোনাকি। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে সেগুলি ধরতে ছুট লাগাতেন সুচিত্রা। বোতলে জোনাকি ভরে ফিরতেন। তারপর শীতলপাটির ওপর সেই বোতল রেখে ঠাকুমার কোলে মাথা দিয়ে শুনতেন লালকমল-নীলকমলের গল্প। সেই ক্ষীণ আলোয় রূপকথার জগৎ যেন আরও মায়াময় হয়ে উঠত। সুচিত্রা বলছিলেন, ‘জোনাকি ধরা আর ঠাকুমার মুখের গল্প আজও ভুলিনি। সেই গল্প যখন আমার ছেলেমেয়ে, নাতিদের শোনাই, তখন মনে হয়, আমিও যদি একবার ঠাকুমার কাছে গিয়ে সেই গল্প আবার শুনতে পেতাম, খুব ভালো হত।’

আসলে ছোটবেলা কখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। থেকে যায় পুরোনো দিনের গন্ধে, পরিচিত কোনও স্বাদে, কিংবা বহুদিনের হারানো মানুষের স্মৃতিতে। বয়সের ভারে শরীর ক্লান্ত হলেও মনের ভিতরের সেই শিশুটি আজও অপেক্ষা করে থাকে একটিবার ফিরে যাওয়ার আশায়।

> স্কুলের অনুষ্ঠানে নাটকে অংশ নিয়েছি। ‘অবাক জলপান’ নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয়ের কথা আজও স্মৃতিতে তাজা। এখন তো আর সেই সময় নেই, সেই মানুষগুলোও নেই। কোনও ম্যাজিক করতে পারলে অবশ্যই আমার স্কুলজীবনে আরেকবার ফিরে যেতাম।
>
> **খগেন্দ্রনাথ সিংহ**

রক্তদান শিবির

বাগডোগরা, ১৪ নভেম্বর : শিশু দিবস উপলক্ষ্যে বাগডোগরা মাদার কেয়ার সেন্টার (মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল)-এর তরফে শনিবার রক্তদান শিবির করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জিত মাহাতো এবং উপপ্রধান উজ্জ্বল শর্মা। মাদার কেয়ার সেন্টারের কর্ণধার ডাঃ রঞ্জিত ভগৎ বলেন, ‘মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসার জন্য রক্তের চাহিদা সব সময় থাকায় আমরা শিশু দিবসের এই বিশেষ দিনকে বেছে নিয়েছি। শিবিরে ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহ করা রক্ত শিলিগুড়ি টেরাই লায়ন্স ব্লাড সেন্টারে দেওয়া হয়।’



পৃথিবীর পাঠশালা

বৃহস্পতি গ্রহে হিরের বৃষ্টি



আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি আর শনির আবহাওয়া আমাদের পৃথিবীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে মাঝেমধ্যেই আকাশ থেকে হিরের বৃষ্টি ঝরে পড়ে! বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ওই গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডলে থাকা মিথেন গ্যাস প্রবল বজ্রপাতের ফলে ভেঙে গিয়ে কালিতে পরিণত হয়। সেই কালি গ্রহের ভেতরের দিকে পড়তে পড়তে চরম চাপ এবং তাপে ঘনীভূত হয়ে বড় বড় হিরের টুকরোয় বদলে যায়। মহাকাশের এক অদ্ভুত জাদুকরি ঘটনা এটি।

জলহস্তীর ঘামের রং লাল



আফ্রিকার নদী আর জলাশয়ে থাকা বিশাল জলহস্তীদের শরীর থেকে এক অদ্ভুত ঘাম বের হয়। কড়া রোদে বেশিক্ষণ থাকলে এদের চামড়া থেকে লাল রঙের এক ধরনের তরল বেরোতে শুরু করে। দূর থেকে একে দেখে রক্ত মনে হলেও, এটি আসলে এক প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন। এই লাল তরল সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি থেকে এদের চামড়াকে রক্ষা করে এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ার হাত থেকেও শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে।

বেরি ফলের আসল সত্যি



বিজ্ঞানের ভাষায় ফলের নিয়মকানুন শুনলে অনেকেই থমকে যাবেন। উদ্ভিদের নিয়ম অনুযায়ী, একটি সত্যিকারের বেরি হতে গেলে ফলের বীজ সব সময় ফলের ভেতরে থাকতে হয়। সেই হিসেবে কলা, কুমড়ো আর আঙুর হল খাঁটি বেরি ফল। অথচ স্ট্রবেরির বীজগুলো ফলের বাইরের গায়ে লেগে থাকে। তাই নাম স্ট্রবেরি হলেও বিজ্ঞান একে মোটেই বেরি ফল বলে মানতে চায় না।

গোরুর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু

গবাদিপশুদেরও কিন্তু মানুষের মতো খুব ভালো বন্ধু থাকে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, গোরুরা নিজেদের দলের মধ্যে এক বা একাধিক গোরুকে নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বা বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে বেছে নেয়। মাঠে চরার সময় তারা সব সময় সেই বন্ধুর কাছাকাছি থাকে। কোনও কারণে সেই প্রিয় বন্ধুকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দিলে তারা মানসিকভাবে দারুণ কষ্ট পায় এবং তাদের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গিয়ে চরম মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়।



চিনের হানা

প্রথম পাতার পর

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই এই অঞ্চল ভারতের অন্যতম স্পর্শকাতর সামরিক ক্ষেত্র। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেনা, অস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই করিডরের বিকল্প স্থলপথ কার্যত নেই। ফলে এর উপর নজরদারি চালানোর মতো অবস্থানে কোনও প্রতিপক্ষের সামরিক বিমানের উপস্থিতি ভারতের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিমানটির গতিবিধি থেকে প্রতিপক্ষের নজরদারি বা সামরিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্তারা।

ঘটনার সময়কালও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ৮ নভেম্বর সিকিমের শেরেথাংয়ে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে দীপাবলির উৎসব পালন করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠ, পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভিএমবি কৃষ্ণন এবং ত্রিশক্তি কোরের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনরাজ সিং মান। তার আগের দিন শিলিগুড়িতে বায়ুসেনা প্রধানের সঙ্গেও বৈঠক করেন রাজনাথ। সেই সফরের মাত্র চারদিনের মাথায় চিনা বিমানের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটল। সিকিম সীমান্তের সুরক্ষায় ভারত যখন বিশেষ সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন এমন ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

চিনের সামরিক বিমানশক্তির সাম্প্রতিক সম্প্রসারণও এই প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের মে মাসে সিকিম সীমান্ত থেকে ১৫০ কিলোমিটারেরও কম দূরে তিব্বতের শিগাতসে বিমানঘাঁটিতে ছ'টি জে-২০ স্টেলথ যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছিল। চিনের এই পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান রাডারের নজর এড়িয়ে অভিযান চালানোর উপযোগী প্রযুক্তিতে তৈরি। চলতি বছর জুলাইয়ে প্রকাশিত উপগ্রহ চিত্রে হোতান ও দামশুং বিমানঘাঁটিতে আরও ১২টি জে-২০ যুদ্ধবিমানের উপস্থিতির খবর সামনে আসে। এর মধ্যে আটটি ছিল হোতানে এবং চারটি দামশুংয়ে।

ভারত-চিন সীমান্তে এমন অনুপ্রবেশের নজিরও রয়েছে। ২০১৭ সালের জুনে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার বারাহোতি এলাকায় চিনের দুটি সামরিক হেলিকপ্টার ভারতীয় আকাশসীমায় প্রায় পাঁচ মিনিট চক্কর কাটে। ওই বছরের ১১ অক্টোবর বারাহোতির রিমখিম এলাকায় দুটি চিনা হেলিকপ্টার প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার ভারতীয় ভূখণ্ডের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল বলে সূত্রের দাবি। ৭ নভেম্বর লাদাখে চারটি চিনা হেলিকপ্টার ভারতীয় আকাশসীমা অতিক্রম করে। তার মধ্যে একটি প্রায় ৩০ মিনিট ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে ছিল। ২০২০ সালে পূর্ব লাদাখে চিনা হেলিকপ্টারের গতিবিধি এবং ২০২২ সালের জুনে ভারতীয় সেনাছাউনির কাছাকাছি চিনা সামরিক বিমানের উড়ান নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।

একাধিক প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্তার মতে, ১২ নভেম্বরের ঘটনা শুধু সীমান্ত নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, দুই দেশের সামরিক সমঝোতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, শিলিগুড়ি করিডরের কৌশলগত পরিসরে চিনের এই বিমান প্রবেশ কি নিছক সীমান্ত লঙ্ঘন, নাকি ভারতের প্রতিরক্ষা নজরদারি ও প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের প্রচেষ্টা? বিমানটির পরিচয় ও গতিপথ সামনে এলে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সহজ হবে। তবে চিকেনস নেকের নিরাপত্তার প্রশ্নে এই ঘটনা যে দিল্লির সতর্কতা আরও বাড়াবে, তা বলাই যায়।

দেশের সেরা

প্রথম পাতার পর

সেটাই শ্রীজিতের লক্ষ্য বলে সে জানিয়েছে। সে কোচবিহারের এপিক পাবলিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তার সাফল্যে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষও।

পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি তোলা, ভিডিও তৈরি, বাঁশি বাজানো এবং অ্যাপ ও ওয়েবসাইট তৈরি করতে ভালোবাসে শ্রীজিৎ। তার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা বিশ্বজিৎ ঝা বলেছেন, 'বাচ্চাদের শুধু বইয়ে মুখ গুঁজে না রেখে, তাদের যে কাজ ভালো লাগে, সেটাই করতে দেওয়া উচিত। শীতলপাটিকে শর্টফিল্মের মাধ্যমে তুলে ধরে দেশের সেরা হওয়ায় আমরা শ্রীজিতের জন্য গর্বিত।' কোচবিহার শহরের বাসিন্দা শ্রীজিতের পরিবারে রয়েছেন বাবা, মা সংযুক্তা সাহা এবং দাদু।

বইয়ের পাতার বাইরে বেরিয়ে নিজের প্রতিভাকে ভালোবেসে যে সেরার শিরোপা পাওয়া যায়, তারই দৃষ্টান্ত রেখেছে শ্রীজিৎ। শীতলপাটির শীতল পরশের মতো শ্রীজিতের এই সাফল্যও আগামীদিনে আরও বহু ছাত্রছাত্রীকে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সব পড়ুয়াকে নির্দিষ্ট ভাবধারায় পড়ানো নিয়ে প্রশ্ন

স্কুলে সেবা ভারতীর শিক্ষা

নীতেশ বর্মন ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৪ নভেম্বর : সরকারি স্কুলে বাড়তি পড়াশোনার উদ্যোগ। অথচ তাতে সরকারি অনুমোদন আছে কি না সন্দেহ। স্কুল টাইমের আগে বা পরে ওই পঠনপাঠনের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেওয়া হবে কি? সেটাও স্পষ্ট নয়। কাদের উদ্যোগ এই পঠনপাঠনের? দুটি বেসরকারি সংগঠন বিবেকানন্দ বাল বিকাশ কেন্দ্র এবং ভগবান বিরসা মুন্ডা পাঠশালা এর উদ্যোক্তা। সংগঠন দুটি আরএসএস পরিচালিত সেবা ভারতীর।

ফলে পরিকল্পনার পিছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) হাত স্পষ্ট। নানা শাখা সংগঠনের মাধ্যমে শিশুদের পাঠদান সংঘের বহুদিনের কর্মসূচি। বিদ্যাভারতী, একল বিদ্যালয় ইত্যাদি সংঘের প্রতিষ্ঠানগুলি সেই কাজ করে থাকে। এবার সেই কাজটিই হতে চলেছে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মণিকুমার লামা মানছেন, 'এটা সরকারি উদ্যোগ নয়।'

কিন্তু সরকারি স্কুলগুলিকে ব্যবহারের অনুমতি কি সরকার দিয়েছে? লামার সাফাই, 'আমরা সব স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছি।' কিন্তু সরকারি স্কুলে শুধু স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে কি সব কাজ করা যায়? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করার পর শিক্ষায় গৈরিকীকরণের অভিযোগ উঠছে। কখনও সিলেবাস পালটানোর ভাবনায়, কখনও সংঘের ভাবনায় স্কুল পরিচালনা করে। তবে সরকারি স্কুলে ভিন্ন ভাবনার পঠনপাঠন এই প্রথম।

এই খবরে কিছু শিক্ষক সংগঠন তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় এবং আরএসএসের ভূত চাপিয়ে দেওয়া চেষ্টা হচ্ছে বলে কটাক্ষ করেছেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু। তিনি বলেন, 'সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আরএসএস বেলাগাম ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। শিশুমনে বিষ ছড়ানোর সংঘের এই কৌশল মানুষ একদিন রুখে দেবে।'

তবে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক বলেন, 'সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য এই উদ্যোগ আগামীদিনে সারা রাজ্যে হতে পারে।' শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ইতিমধ্যে কয়েকটি স্কুলে ওই পদ্ধতিতে পঠনপাঠন শুরুও হয়ে গিয়েছে। বিজলিমনি, বিজয়নগর, জাবরা চা বাগানের ২১টি স্কুল আপাত চিহ্নিত হয়েছে। ধাপে ধাপে জেলার সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে এবং গোটা উত্তরবঙ্গে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই পরিকল্পনা রয়েছে সেবা ভারতীর।



গোঁসাইপুর নেমারুজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু দিবসের অনুষ্ঠান।

সংগঠনটির উত্তরবঙ্গ অফিস সম্পাদক অংশু রায়ের কথায়, 'হাতে নেওয়া অনেকগুলি কর্মসূচির মধ্যে এটি একটি। গোটা উত্তরবঙ্গে সেই কর্মসূচি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।' সেবা ভারতী জানিয়েছে, স্কুলের সময়ের আগে কিংবা পরে ২-৩ ঘণ্টা পড়ানো হবে। পড়াবেন স্থানীয় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা। যাঁরা পড়াবেন, তাঁদের মাসে অন্তত আড়াই-তিন হাজার টাকা হাতখরচ দেওয়া হবে। পড়াশোনার সঙ্গে শেখানো হবে সামাজিক দায়বদ্ধতা, খেয়াল রাখা হবে স্বাস্থ্যেরও।

বিষয়টি শনিবার শিশু দিবসের একটি অনুষ্ঠানে স্বীকার করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। তিনি জানান, ইতিমধ্যে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর এলাকায় ১০টি বিদ্যালয়ে এই পাঠশালা শুরু হয়েছে। ৩৫টি চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। ধাপে ধাপে এই শিক্ষা জেলার ৭টি সার্কেলের ৩৯০টি বিদ্যালয়ে এই পাঠশালা চালু করা হবে। এই কর্মসূচি অন্য জেলাতেও শুরুর চেষ্টা করবে সেবা ভারতী।

শিশু দিবস উপলক্ষ্যে গোঁসাইপুর নেমারুজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন মণিকুমার। ছিলেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের ডিআইজি মুরালীপ্রসাদ সিং, বন বিভাগের এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার মানসকান্তি ঘোষ।

দাবি আদায়ে ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ঢুকলেন তরুণী

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : পরিচয় গোপন করে ইসলামপুরে এক তরুণীকে বিয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তাঁর আরেক স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে শনিবার ভক্তিনগর থানা এলাকার সেবক রোডের একটি আবাসনে ওই পুলিশকর্মীর ফ্ল্যাটে ঢোকার দাবিতে ধর্নায় বসেন অভিযোগকারী তরুণী। তাঁর পাশে দাঁড়ান ইসলামপুরের আইনজীবী তথা বিজেপি যুব মোর্চার সম্পাদক লক্ষ্মী সাহানি। পরে স্থানীয় আবাসিকদের উপস্থিতিতে ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন ওই তরুণী। তরুণী বলেন, 'নিজের ন্যায্য অধিকার ও সুবিচারের দাবিতে আমি ধর্নায় বসেছিলাম।' আইনজীবী লক্ষ্মী সাহানির বক্তব্য, 'ওই তরুণী যাতে তাঁর ন্যায্য অধিকার পান সেজন্য আমি প্রথম থেকেই লড়াই করে আসছি। এদিনও তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টা মাথায় রেখে পাশে দাঁড়ানোর জন্য সেখানে ছিলাম।'

ঘটনার সূত্রপাত গত ২২ সেপ্টেম্বর। ওই দিন ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তরুণী। তাঁর অভিযোগ, ২০১৯ সালে ইসলামপুরে কর্মরত থাকার সময় ওই পুলিশকর্মীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পরে স্বামীর প্রকৃত পরিচয় জানার পর প্রতিবাদ করতেই তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু হয়। তাঁকে ঘরবন্দি করেও রাখা হত বলে অভিযোগ। গত ১৯ সেপ্টেম্বর ওই পুলিশকর্মী ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে খুনের চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ করেন তরুণী। শনিবারের ঘটনা পরিস্থিতিকে নতুন মাত্রা দেয়। এ বিষয়ে অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জওয়ানের মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : নেপাল সীমান্তে মোহমারি বিওপিতে কর্তব্যরত অবস্থায় শনিবার মৃত্যু হয় এসএসবি ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান বিক্রম সিংয়ের। তিনি রাজস্থানের বাসিন্দা। হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিক্রমকে দিঘলব্যাংক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।



লালমোহন মৌলিক ঘাট ঘুরে দেখছেন পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। শনিবার।

ছটপুজোয় ডিজে বাজালে কড়া ব্যবস্থা

লালমোহন মৌলিক ঘাটে কড়া বার্তা শংকরের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ছটপুজোর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জনঘাট পরিদর্শন করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শব্দ ও বায়ু দূষণ রুখতে পুজোর দিনগুলিতে ডিজে বা উচ্চ শব্দের সাউন্ড বক্স বাজানোর ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করে তিনি নির্দেশ দেন, নিয়ম ভাঙলে সাউন্ড সিস্টেম বাজেয়াপ্ত করা হবে। শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ে একাধিক অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো অন্যান্য পুজোর মতো ছটপুজোতেও নিয়ম মেনে চলতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ডিজে বাজানো যাবে না, বাজালে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।' অভিযোগ, মহানন্দা নদীর পারে মহাকালপল্লি, গুরুংবস্তি, সন্তোষী ও পার্বতী ঘাট সহ একাধিক ঘাটে প্রত্যেকবার ছটে রাতভর ডিজে বাজে। নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপটও দেখা যায়। কালীপুজোতে যে হারে শব্দবাজি ফেটেছে, ছটেও সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য মন্ত্রীর এই আগাম সতর্কবাণী। এদিন ঘাটগুলির পরিকাঠামো ও পুরসভার কাজের প্রশংসা করে মন্ত্রী জানান, ছটব্রতীদের সুবিধার্থে ঘাট তৈরির কাজ চলছে। পুরসভা ভালো কাজ করছে, তাই বিগত দিনের তুলনায় এবার আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাছে বর্তমানে ৮৭টি ঘাটের তথ্য রয়েছে, তবে বাস্তবে এর চেয়েও বেশি ঘাট তৈরি হচ্ছে। দুর্গাপুজোর মতো এবার ছটেও আমরা

> **ছটপুজোতেও নিয়ম মেনে চলতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ডিজে বাজানো যাবে না, বাজালে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে।**
>
> **শংকর ঘোষ**

একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করব। মানুষের কী দাবি ছিল, কতটা পূরণ করা গেল এবং ভবিষ্যতে কী কী করা যেতে পারে তা নিয়ে পুর কমিশনারকে একটি আগাম নোট তৈরি করে রাখতে বলব।' আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নতুন প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ছোটখাটো খামতিগুলি মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, দীপাবলিতে দূষণের মাত্রা নিয়ে একাধিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রীর অভিযোগ, অনেক তথ্যের উৎস বলা হয়নি। এদিনের বক্তব্যে নাম না করে বিরোধী শিবিরকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন পর্যটনমন্ত্রী। তথ্য পরিসংখ্যান বিকৃত করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'বিধানসভায় আমি যখনই কোনও কথা বলেছি, সরকারি ওয়েবসাইটের প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতেই বলেছি। কিন্তু যাঁরা রামকৃষ্ণদেবকে অসম্মান করেন বা রাকেশ রোশনকে চাঁদে পাঠিয়ে দেন, তাঁদের কাছে হয়তো কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে! তাঁরা কোনও তথ্যসূত্র ছাড়াই একেকজন একেক রকম কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।'

সমালোচনার জবাবে তিনি দাবি করেন, প্রামাণ্য তথ্য ছাড়া মনগড়া মন্তব্য করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জনঘাটের একাংশে একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নোংরা জল নদীতে মেশে। এদিন মন্ত্রীকে বিষয়টি দেখিয়ে পুজোর দিনগুলিতে তা বন্ধ রাখার দাবি উঠলে তিনি প্রশাসনকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।



বিদ্যুতের খুঁটি সরানোয় সমস্যা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : গলির রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন সৈকত। রাতের বেলা আচমকাই মাথার সঙ্গে একটা ঝুলন্ত তারের স্পর্শ অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একলাফে দূরে সরে গেলেন। বলছিলেন, 'এভাবে তার ঝুলে থাকলে কোনও বিপদ হতে পারে। কে জানে কীসের তার!'

আদপে সেটা একটা কেবল টিভি কোম্পানির ছিঁড়ে পড়া তার ছিল। শহরের বিভিন্ন রাস্তাতেই এমন তারের জঞ্জাল নজরে আসবে। অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু হয়েছে। এরপর মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া হাইটেনশন এবং লো টেনশন তারগুলো খুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এখনও বিদ্যুতের খুঁটিগুলিকে সরানো যাচ্ছে না। কারণ, গোটা শহরে ওই খুঁটিগুলি দিয়েই একাধিক ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এবং কেবল টিভি কোম্পানির তার গিয়েছে। ফলে খুঁটিগুলো তুলে নিলে সেই তারগুলি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ছে। ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু করার পরে খুঁটিগুলি সরানোর জন্য নির্দিষ্ট সংস্থাকে বরাত দিয়েও কেবলগুলি না খোলা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি খুঁটিগুলি সরাতে পারছে না।

এদিকে ইন্টারনেট ও কেবল টিভি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির দাবি, শহরে ইন্টারনেট ও কেবল নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকেই বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই পরিস্থিতির জেরে শহর তারের জঞ্জাল থেকে মুক্ত হচ্ছে না।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুরনিগম হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে বলে অভিযোগ। তবে, পুরনিগমের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের বক্তব্য, 'যে এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভূগর্ভস্থ হয়েছে, সেখানকার বিদ্যুতের দপ্তরের খুঁটিগুলো তুলে ফেলতেই হবে। তবে, ইন্টারনেট ও কেবল টিভি কোম্পানির তার কীভাবে নিয়ে যাওয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা করে একটা সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে।' পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'ছটপুজোর পরে বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মেটানো হবে।'

শিলিগুড়ি শহরের ১৯টি ওয়ার্ডে মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ৯৫ শতাংশের বেশি কাজ হয়ে গিয়েছে। হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোড, কাছারি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে ইতিমধ্যেই হাইটেনশন এবং লো টেনশন তার ভূগর্ভস্থ করে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু হয়েছে। এরপরে মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া সব তার পুজোর আগেই খুলে ফেলা হয়।

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি সংস্থাকেই ওভারহেড তার খুলে নিয়ে বিদ্যুতের খুঁটি তোলার বরাত দেওয়া হয়েছে। পুজোর আগে সেবক রোডে বিদ্যুতের খুঁটি তুলতে গিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। ইন্টারনেট ও কেবল অপারেটররা বিরোধিতায় সরব হন। সেই সময় থেকে বিদ্যুতের খুঁটি তোলা বন্ধ রয়েছে। পুরনিগমে প্রশাসক বোর্ড বসার পরে প্রথম দিকে একাধিক বৈঠক হয়েছে। কিন্তু সমাধানসূত্র বের হয়নি। কেবল অ্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাসোসিয়েশন

ইন্টারনেট, টিভি কেবলে জট

অফ শিলিগুড়ির যুগ্ম সম্পাদক অতনু সান্যাল বলেছেন, 'বিদ্যুতের খুঁটি হয়েই গোটা শহরে ইন্টারনেট ও কেবলের তার গিয়েছে। খুঁটি সরিয়ে নিলে শহরে ইন্টারনেট ও কেবল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা বিকল্প ব্যবস্থা করার মতো আর্থিক পরিস্থিতি আমাদের নেই। জরুরি পরিষেবার কথা মাথায় রেখে স্থানীয় প্রশাসনকেই হয় নিকাশিনালার একপাশে 'কেবল ট্রে' বসিয়ে তার ওপর দিয়ে তারগুলি নিতে হবে অথবা বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।'

এদিকে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বক্তব্য, নভেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত খুঁটি তুলে নিতে বরাত দেওয়া রয়েছে। ওই সংস্থা নিয়মিত তাগাদা দিচ্ছে। নভেম্বরের মধ্যে কাজ করতে না পারলে সেই সংস্থা আর্থিক দায়ভার বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ওপরে চাপাবে। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি পুরনিগমকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে শহরজুড়ে তারের জঞ্জাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

বদলা ভারতের

প্রথম পাতার পর

বদলে সুযোগ পাওয়া চিগুরুপতি ভেঙ্কটা শেষদিকে ৩ উইকেট তুললেও নতুন বলটা এদিন কাজে লাগাতে পারেননি ভারতীয় পেসাররা। সুযোগটা নিয়ে শুরু থেকেই ফুল স্পিডে গাড়ি ছোটালেন উসমান (১০৭), আব্দুল কাদির (৮০) ও অধিনায়ক ফারহান ইউসাফ (৬৩)। ত্রয়ীর কাঁধে চেপে ৪৪ ওভারে পাকিস্তান ৩ উইকেটে ২৯৯ রানে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন মনে হচ্ছিল গত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালের ৩৪৭/৮ স্কোরটাও তারা পেরিয়ে যাবে। কিন্তু শেষবেলায় কাব্য পরেশ প্যাটেল (৬৮/৪), ভেঙ্কটা (৪০/৩) ছন্দ ফিরে পাওয়ায় পাক দল ৩৩৭/৯ স্কোরে থেমে যায়।

অধিনায়ক লক্ষ্য (৮০) ও আর্যবীর শেহবাগ (৫৮) শুরুটা ধীর গতিতে করলেও ৯৫ রানের ওপেনিং জুটিতে ভারতকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। বিশেষ করে আর্যবীর অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করে বিরাট কোহলির স্টাইলে 'ব্যাট কথা বলবে' সেলিব্রেশন করে সমর্থকদের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরের কয়েক ওভারে অবশ্য সেই হিসেব মেলেনি। বেড়ে চলা আস্কিং রেটের চাপ আর রিজওয়ানুল্লাহর (৫৩/৩) নিখুঁত লাইন-লেংথে মিডিয়াম পেস বোলিং ভারতীয় মিডল অর্ডার সামাল দিতে পারেনি। গ্রুপ লিগে পাকিস্তান ম্যাচে শতরান করা অর্জুন রাজপুত জোড়া ছক্কায় শুরু করেও থেমে যান ১৬ রানে। অন্বয় দ্রাবিড় (১৯) রান আউট হয়ে যান।

এখান থেকেই ভারতের প্রত্যাবর্তনের গল্প লেখেন স্পিনার মানাল চৌহান (৩২ বলে ৪৭) ও মোহিত। দুজনে নবম উইকেটে ৩৫ বলে ৫৭ রান তুলে ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু নিকাব শফিকের (৫৭/২) বলে মানাল ফিরতেই আতঙ্ক ফিরে এসেছিল ভারতীয় সমর্থকদের মনে। জয়ের গন্ধ পেয়ে যাওয়া টিম ইন্ডিয়া অবশ্য কাপ আর ঠোঁটের ফারাক রাখেনি। ১১ নম্বর ব্যাটার ভেঙ্কটাকে (অপরাজিত ১১) নিয়ে বাকি পথটা পার করে দেন মোহিত। ভারত পৌঁছে যায় ৩৩৯/৯ স্কোরে।

গজলডোবায় জমির মানচিত্র তৈরিতে জোর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : জঙ্গল, নদী আর চা বাগান ঘেরা গজলডোবায় পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ভোরের আলো পর্যটন হাব ঘোষণা করা হয়েছিল। এজন্য ২০১৮ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (জিডিএ) তৈরি করা হয়। কিন্তু তারপর তিস্তা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও পর্যটনশিল্পের বিকাশে ও পর্যটনকে ঘিরে এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়িতই হয়নি। এমনকি আজ পর্যন্ত জিডিএ-র নিজস্ব স্থায়ী কার্যালয় নেই। নিয়োগ করা হয়নি স্থায়ী কর্মীও। মাল মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকেই জিডিএ-র কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। জমির সঠি

কেউ পুরোনো সিগারেটের প্যাকেট আগলে রাখেন, কেউ পরিবারের বহু প্রজন্মের স্মৃতি জড়ানো হুঁকো, পালঙ্ক কিংবা আসবাব। বহু জায়গাতেই হারিয়ে যেতে বসেছেন সেইসব কারিগর, যাঁদের হাতে সচল হয়ে উঠত পুরোনো রেডিও, গ্রামোফোন বা টেলিফোন। এই বিচিত্র সংগ্রহ, তার পিছনের মানুষের টান, পারিবারিক উত্তরাধিকার আর নিঃশব্দে হারিয়ে যাওয়া পেশার গল্প মনে দাগ রেখে যায়। সময় বদলেছে, বদলেছে অনেক কিছুই। তবু কিছু মানুষ যত্নে রেখে দিয়েছেন অতীতের চিহ্ন, আর কিছু মানুষ চেষ্টা করছেন সেই স্মৃতিকে সচল রাখার।

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৫ নভেম্বর ২০২৬ পনেরো

বাতিক

বেঁচেবর্তে থাকুক খেয়ালরসে ডুবে থাকা ওরা

শুভময় সরকার

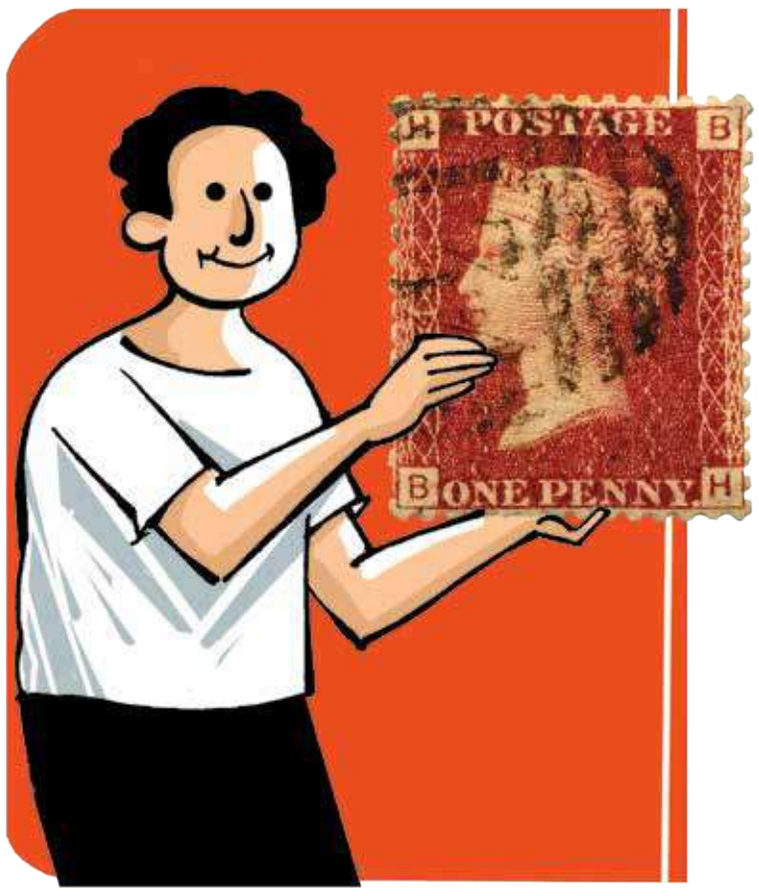
নন্দর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কবে নির্দিষ্টভাবে আজ আর মনে নেই, তবে সেটা আমার কিশোর বয়স অবশ্যই। পরিচয় একটা ছোট্ট শাটল-হল্ট স্টেশনে। শহরের বেশ বড় মাপের দুটো রেলস্টেশনের মাঝে কেবলমাত্র রেলকর্মচারীদের জন্য সকাল-দুপুর-বিকেলে তিনটে শাটল-ট্রেনের যাতায়াত। অফিসটাইমে লোকসমাগম স্টেশনে, বাকি সময় ফাঁকা। আমাদের মতো কিছু খুদে আড্ডাবাজের গুলতানির জায়গা। তো নন্দকে দেখেছিলাম ওই ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে সিগারেটের খালি প্যাকেট কুড়োতে। এভাবেই আলাপ জমে উঠেছিল একদিন অজান্তেই এবং আলাপ থেকেই বন্ধুত্ব অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলেটির সঙ্গে। সেসময় সিগারেটের খালি প্যাকেট সংগ্রহের অন্যতম কারণ ছিল ‘দাগগিল খেলা’র লেনদেনের একক হিসেবে। ভেতরের ফ্ল্যাপ খুলে তাসের মতো সাজিয়ে নেওয়া হত। পাথর কিংবা লোহার চাকতি দিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে ছুড়ে কাছাকাছি ফেলার এক বিশেষ ধরনের খেলা, আজকের এই ডিজিটাল যুগের ক্রমবর্ধমান ভোগ্যপণ্যের আবহে সে সব খেলা লৌহ-প্রস্তর যুগের মতোই অতীত, অন্য কোনও এক পৃথিবীর গল্প মনে হয়। তো আমাদের সিগারেটের খালি প্যাকেট ছিল নেহাতই ‘জোগাড় করা’ কিন্তু নন্দর কাছে সে ছিল এক ভিন্ন কারণ। সেই খেলার বাইরেও এসব খালি প্যাকেটগুলো জমিয়ে রাখত। জিজ্ঞেস করলে সেই বয়সেই দার্শনিকের মতো বলত– তিরিশ বছর পরেও এই প্যাকেটগুলো আমার কাছে থাকবে। সুতরাং, ও যে নেহাতই আমাদের মতো খেলার জন্য সিগারেটের খালি প্যাকেট জোগাড় করত, তা নয়, পরবর্তী সময়ে বুঝেছিলাম আসলে নন্দ ছিল ‘সংগ্রাহক’। আমাদের উদ্দেশ্য আর ওর উদ্দেশ্য অনেকটাই ছিল ভিন্ন। তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়েছে। আমূল বদলে যাওয়া নতুন এই পৃথিবীতে নন্দ কিংবা নন্দর মতো মানুষদের অদ্ভুত সংগ্রহের নেশা, যা একদা ‘বাতিক’ বলেই মনে হত, রীতিমতো সময়ের দলিল হিসেবেই চিহ্নিত আজ। তবে এই অদ্ভুত সংগ্রহকে বাতিক মনে হবার পেছনে কিছু কারণ তো রয়েই

ইংরেজিতে যাকে অবসেশন বলে তাই কি আমাদের বাতিক? নাকি ইংরেজির ‘হবি’-ই বঙ্গজীবনে বাতিক? ‘ক্রেজ’-কেও তো বাতিকের তালিকায় ফেলা যেতে পারে।

যায়। আমাদের কৈশোর-যৌবনকালে সংগ্রহের নেশা বলতে ‘ডাকটিকিট সংগ্রহ’, আমার অবশ্য সেই ডাকটিকিটের সঙ্গে পুরোনো মুদ্রা সংগ্রহও ছিল, তবে সিগারেটের খালি প্যাকেট কিংবা দেশলাইয়ের বাক্স সংগ্রহ ঠিক চালু সংগ্রহের তালিকাভুক্ত ছিল না কোনওকালেই, আজও নয়। তবু কেউ কেউ তো রয়েই যান ‘পাঁচজনের মধ্যে পঞ্চম’।

‘বাতিক’ শব্দটার সঙ্গে সবার মতোই আমারও পরিচয় ঘটেছিল সেই ছোটবেলায়। প্রিয় উপন্যাস ‘সাতগাঁর হাওয়াতাঁতিরা’(পরিমল ভট্টাচার্য)-য় বর্ণিত ২৩/৩ কলুটোলা লেনের অনাবিল আনন্দের রোববারের আড্ডার মতো আমার জীবনেও সেরকম কিছু বড়দের আড্ডার স্মৃতি রয়ে যায় এবং সে সব আড্ডায়, মজলিশে কত রকমের বাতিকের কাহিনী শুনেছি, বাতিকগ্রস্ত মানুষদের গল্প শুনেছি, শুনতে শুনতেই বাতিক সংক্রান্ত একটা সম্যক ধারণাও সে বয়সেই হয়েছিল। তারপর সময় যত এগিয়েছে, জীবন এবং পারিপার্শ্বিক যত বদলেছে, বাতিকের বহুস্তরীয় রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছি। বাতিক ঠিক কী? কীভাবে তাকে সংজ্ঞায়িত করা যায়, আদৌ কি সেটা সম্ভব? বাতিকের প্রথাগত কিছু সমার্থক শব্দ বরং খুঁজে নেওয়া যাক– ম্যানিয়া অর্থাৎ উন্মাদনা, ইংরেজিতে যাকে অবসেশন বলে তাই কি আমাদের বাতিক? নাকি ইংরেজির ‘হবি’-ই বঙ্গজীবনে বাতিক? ‘ক্রেজ’-কেও তো বাতিকের তালিকায় ফেলা যেতে পারে কিংবা বিখ্যাত রুশ মনস্তত্ত্ববিদ পাভলভ কথিত সেই ‘কনডিশন রিফ্লেক্স’-ই আসল কথা! ভারী গোলমেলে সব ব্যাপার। কিন্তু এত গোলে দরকারই বা কী, কঠিন তাত্ত্বিকতার ব্যাখ্যায় যেতেই বা হবে কেন? ‘সহজ কথা যায় না বলা সহজে’-র আপ্তবাক্যকে সামান্য পালটে বরং কঠিন কথাকেই সহজে বলা যাক। আমার এক কাছের মানুষ খাবার টেবিলে বসে জলের গ্লাস ডানপাশে না রেখে খায় না, বলা ভালো তৃপ্তি পায় না।

এরপর ষোলোর পাতায়







স্মৃতির ভাঁজে রাখা এক নবাবি হুঁকো

অনুরাধা কুন্ডা

পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে। রবি ঠাকুর যা যা বলে গেছেন, সেসব গানের কথা দৈববাণীর মতো আমাদের জীবনে সত্য হয়ে আছে। বা থাকে। তার মধ্যে একটা হল পুরোনো জিনিস। জাতে আমরা আমেরিকার নই। আমরা খাঁটি বাঙালি। অতএব ইউজ অ্যান্ড থ্রো, এই পলিসি, রীতিনীতি আমাদের জন্য নয়। আমরা বাঙালি এবং আমাদের জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আমরা পুরোনো জিনিস জমিয়ে রাখতে ভালোবাসি। বেশির ভাগ বাঙালি বাড়ি মানে একটা পুরোনো খাটের নীচে পুরোনো বাক্স তোরঙ্গের ঠাসাঠাসি, ঠেলাঠেলি করে অবস্থান। সে বাক্সপ্যাঁটরা খুঁজলে পাওয়া যাবে, সাতপুরুষ আগের বাসন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে গেছে পিতল-কাঁসা। কিন্তু বাঙালির ওইটিই আভিজাত্য। পুরোনো জিনিস ছাড়া বাঙালি চলতে পারে না। রেখে দেয় ভাঙা খাট। সাতপুরুষের হাতবাক্স। আদিকালের হরলিক্সের শিশি। রেখে দেয় পুরোনো চিঠি, ছেঁড়া কাঁথা, ফেঁসে যাওয়া বেনারসি, ভাঙা লণ্ঠন। অনেক পরেই কোনও প্রজন্ম এসে হয়তো সব বের করে ফেলে দেয়। বাড়ির ছোট বৌ এসে তুলে রেখে দেয় ক্যাশবাক্স বা পুরোনো ট্রাংক। সেগুলো রং করিয়ে ছবি এঁকে দেবে। সেটা হবে একটা এথনিক কাজ। ঘরের কোণে দিব্যি শোভা দেবে, প্রপিতামহদের স্মৃতি, বাড়ির ইতিহাস আর ছোট বৌয়ের শিল্পকলার নিদর্শন হিসেবে। বাঙালি কোনও কিছু ফেলে দেয় না। জেন জেড বাঙালির কথা বলছি না। তারা গিভ অ্যান্ড টেক, ইউজ অ্যান্ড থ্রো ইত্যাদি আমেরিকান মানসিকতা মায়ের পেট থেকে অভিমন্যুর মতো শিখে এসেছে। এখানে বলা হচ্ছে খাঁটি আদি-অকৃত্রিম বাঙালির কথা যে কিনা পুরোনো ভাঙা বাড়িটা প্রোমোটারের হাতে তুলে দিতে একশোবার এগিয়ে একশোবার পিছনে তাকায়... যদিও পুরোনো জিনিস সংগ্রহ করার অভ্যাসকে দুষ্ট লোকে বলে বাতিক।

ছিল এক ছোট মফসসল শহরের এক বাতিক বুড়ো। পুরোনো জিনিস জমানো ছিল তার বাতিক। সে থাকত একটা বিশাল পুরোনো বাড়িতে। না, জমিদারবাড়ি নয়। রাজবাড়িও নয়, কিন্তু বেশ বড় বাড়ি। বাড়ির কোণে কোণে প্রাচীনত্বের ছোঁয়া। কিন্তু সবচেয়ে জবরদস্ত ছিল তার পুরোনো জিনিসের সংগ্রহ। সে জমাত পুরোনো

পুরোনো জিনিস ছাড়া বাঙালি চলতে পারে না। রেখে দেয় ভাঙা খাট। সাতপুরুষের হাতবাক্স। আদিকালের হরলিক্সের শিশি। রেখে দেয় পুরোনো চিঠি, ছেঁড়া কাঁথা, ফেঁসে যাওয়া বেনারসি, ভাঙা লণ্ঠন।

ছবি, পুরোনো বাতি আর পুরোনো হুঁকো। যেহেতু তার একটিমাত্র ছেলে, ছেলের বৌ থাকত বিদেশে, আর স্ত্রী পড়ে থাকতেন তার ঠাকুরঘর নিয়ে, লোকটি তার সমস্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা, আর ভালোবাসা দিয়ে এই পুরোনো জিনিসের সংগ্রহ তৈরি করেছিল। পাড়ার বাচ্চারা তার কাছে গেলে সে বলত, এই দেখ এটা হচ্ছে নবাব আলিবর্দি খানের হুঁকো। এটা তুমি কোত্থেকে পেলে? খাটের উপর গোল্লা হয়ে বসত, চোখ পাকিয়ে বলত, ‘সে এক গল্প’! ছোটরা একযোগে বলে উঠত কী গল্প, বলো বলো কী গল্প? পুরোনো জিনিস জমানো বাতিক বলো আর যাই বলো, পুরোনো জিনিসের কিন্তু গল্প থাকে, সে গল্প শুনতে ভালোবাসে ছেলে-বুড়ো সবাই।

বুড়ো বসে থাকত একটা পুরোনো খাটে। না ওটাকে খাট বলে না ঠিক। বলে পালঙ্ক। ময়ূরপঙ্খী পালঙ্ক। মেহগনি কাঠের কালো পালিশ করা সে এক ঢাউস পালঙ্ক। খাটের ছত্রিতে এক পাখি। মস্ত পাখি। ডানা ছড়িয়ে গোটা পালঙ্কটাকে যেন ঘিরে ধরেছে। ওই পালঙ্কটাতে উঠলে মনে হত একটা মস্ত আশ্রয়। ডিভান বলো আর বক্স খাট বলো, সে হয়তো খুব সুবিধের ব্যাপার, খুব স্লিক, আধুনিক বা উত্তর আধুনিক... কিন্তু এইসব আধুনিক খাট বা পোস্টমডার্ন খাট কখনও আশ্রয় দিতে পারে না। আশ্রয় দেয় পুরোনো পালঙ্ক। যেমন দিত সেই বুড়ো মানুষটার মস্ত ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কটা। অনেক পুরোনো। এত পুরোনো যে তার গল্পটা সবাই ভুলে গেছে, শুধু শুনেছে যে ওই বুড়ো লোকটার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ওই পালঙ্ক বানিয়েছিলেন খাস বার্মাটিক দিয়ে। তখনও উত্তরবঙ্গে মানুষ শাল সেগুন গাছ পোঁতেনি যে সে সব দিয়ে কাঠের আসবাব তৈরি হবে। কাজেই বার্মাটিকের এই মস্ত খাটে অনায়াসে পনেরোটা বাচ্চা উঠে পড়ত। পুরোনো খাটে বসে তারা শুনতে চাইত পুরোনো হুঁকোর ইতিহাস।

নবাবের হুঁকো, সে তো যে-সে হুঁকো নয়! তাকে বলে আলবোলা। বুড়ো বাচ্চাদের হুঁকোটা ধরতে দিত না। নিজে ধরত খুব সাবধানে। বলত এই দেখ এই মূল পাত্রটা। সাধারণ হুঁকোতে দেখবি এটা নারকেলের মালা দিয়ে তৈরি। নবাব আর আমির-ওমরাহদের বেলায় ছিল আলাদা কায়দাকানুন। তারাই মূল পাত্রটা তৈরি করত সোনা অথবা রুপো দিয়ে।

এরপর ষোলোর পাতায়

পুরোনো যন্ত্রের নেপথ্যে কারিগরদের হারানো পৃথিবী

বিবেকানন্দ বসাক

প্রতিটি সৃজনশীল কাজের পিছনে একটা না-বলা গল্প ফল্গু নদীর মতো বয়ে যায়। প্রতিটি সিনেমা, নাটক, বই প্রকাশের পিছনে আছে অনেক অচেনা, অজানা মানুষ। ঘাম ঝরা শ্রম দিবস। তাঁরা কোনও মহাকাব্যিক চরিত্র থেকে উঠে আসা যুগোত্তীর্ণ নায়ক কিংবা মহানায়ক নন। তাঁরা কোনও মঞ্চ সফল ব্যক্তিত্ব নন। প্রদীপের আলোর নীচে অন্ধকারও নন তাঁরা। তাঁরা নন কোনও উপন্যাসের উপেক্ষিত নায়ক। লালবাতির নিষেধ না-মানা ‘কলকাতার যিশু’র কোনও খবর তাঁদের বিচলিত করে না। এমনকি কোহিনুর চা বাগানের দেহাতি আদিবাসী শ্রমিক হাট শেষে কখন বাড়ি ফিরল, তা জানা নেই তাঁদের। তাঁরা হলেন বুড়ো ওরফে সুখেন্দু সরকার, মুর্তাজা, ইলিয়াস, জামাল।

কলকাতার ভিড়ে ঠাসা লেনিন সরণি কিংবা বৌবাজারের গলিতে টুল পেতে বসে পসরা সাজিয়ে রাখেন। বিক্রি করেন পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ার, বুকলেট, মান্ধাতা আমলের টেলিফোন, রেডিও, ক্যামেরা প্রভৃতি। বিক্রির পাশাপাশি মেরামতের কাজও তাঁরা করেন। সেই পসরায় কখনও আঙুর বালা, কানন দেবী কিংবা কৃষ্ণচন্দ্র দে’র দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডের সন্ধান মেলে। কিন্তু এই মান্ধাতা আমলের জিনিস কেনাকাটা ও মেরামতির জন্য খদ্দের কোথায়? ‘এআই’ প্রযুক্তির যুগে সামাজিক মাধ্যমে ডুবে থাকা, ভার্চুয়াল মিটিং শেষে বসের রুম থেকে বেরিয়ে আসা সুটেড বুটেড কর্পোরেট কর্মী কি সত্যিই এমন মান্ধাতা আমলের দুষ্প্রাপ্য জিনিসের খদ্দের হবেন? তাহলে কারা কালজানি-তিস্তা-তোর্ষা-মহানন্দা বা চূর্ণি নদী পেরিয়ে মহানগরী কলকাতায় এই পুরোনো দুষ্প্রাপ্য জিনিসের সন্ধানে কিংবা মেরামতির জন্য আসেন? উত্তরবঙ্গ তথা আলিপুরদুয়ারের বিশিষ্ট সংগ্রাহক ও সংগীত গবেষক দেবপ্রসাদ দাস অবশ্য প্রায় সাড়ে সাতশো কিলোমিটার দূর থেকে সেখানে ছুটে যান।

বৌবাজারের টুলে বসে বুড়ো অর্থাৎ সুখেন্দু সরকার দেখেন তাঁরই দোকানের দিকে এগিয়ে আসছেন পুরোনো খদ্দের দেবপ্রসাদ। মানুষটির এটা পারিবারিক ব্যবসা। বাবা এই সংগ্রাহকদের কাছে মুকুলবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তিনিই এই ব্যবসাটা শুরু করেছিলেন। তাঁর ছেলে বুড়ো দ্বিতীয় প্রজন্ম ধরে রেখেছেন এই ব্যবসা। পঞ্চাশোর্ধ্ব শ্যামলা বর্ণের পাতলা ছয় ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট বুড়ো। বাবা মুকুলবাবু ফুটপাথের ছোট্ট দোকানটিতে সার সার দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন রেকর্ড প্লেয়ার, বুকলেট, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার, পুরোনো টেলিফোন। মুকুলবাবু বৃদ্ধ হলে তাঁর ছেলে বুড়োই হাল ধরেন। মুকুলবাবুর কাছ থেকেই কাজটা শিখেছেন। লেনিন সরণির মুর্তাজার কাছেও ছুটতেন দেবপ্রসাদ দাস। এমনকি ইলিয়াসের কাছেও যেতেন। ইলিয়াসের মৃত্যুর পর ওই দোকানে তাঁর ছেলে জামাল বসেন। ডিস্ক ঘুরছে না, স্প্রিং ভেঙে গেছে কিংবা গ্রামোফোন রেকর্ডারের সাউন্ড বক্স কোনও কারণে কাজ করছে না, সুখেন্দু, জামালরা সময় চেয়ে নেন। দু’তিনদিনের মধ্যে মেরামতি করে গ্রাহকের হাতে তুলে দেন।

কলকাতার ভিড়ে ঠাসা লেনিন সরণি কিংবা বৌবাজারের গলিতে টুল পেতে বসে পসরা সাজিয়ে রাখেন। বিক্রি করেন পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ার, বুকলেট, মান্ধাতা আমলের টেলিফোন, রেডিও, ক্যামেরা প্রভৃতি।

আজকাল ফেসবুক পোস্ট থেকেই সংগ্রাহকরা জেনে নিয়ে অর্ডার দিয়ে দেন। সংগ্রাহকদের পার্সেল করে অর্ডার করা সামগ্রী পাঠিয়ে দেন। আর এসব পুরোনো সামগ্রী বুড়ো, জামালরা অবশ্য লোক মারফত কলকাতার বিভিন্ন বনেদি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করেন। এসব সামগ্রী বিক্রি করতে করতেই এই কারিগররা অনেকেই কাজ শিখে ফেলেছিলেন। কেউ বা বাবার কাছ থেকে কাজ শিখেছেন। তবে পারিবারিক ব্যবসা নিয়ে যাঁরা আছেন, এর বাইরে নতুন করে কেউ এই ব্যবসায় পা রাখেনি বলে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

রাজার শহর কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র হরিশ পাল চৌপথির কাছে রেডিওর কারিগর স্বপ্নশেখর পালের তিনতলা বনেদি বাড়ি। ১৯৪২ সালে বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল। বাড়ির সামনে তাঁর বাবা হরিশ পালের মূর্তি বসানো আছে। কোচবিহার শহরের বুকে বাবার বিখ্যাত রেডিওর দোকান ছিল। সেই দোকানে বহু অভিজ্ঞ কর্মচারী ছিলেন। দোকান থেকেই স্বপ্নশেখরবাবু কাজটা শিখে ফেলেন। এমনকি হাতে-কলমে রেডিও মেকানিজমের প্রশিক্ষণ নেন। এভাবেই স্বপ্নশেখর পাল বাবা হরিশ পালের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে ওঠেন। কোচবিহারের প্রখ্যাত রেডিও সংগ্রাহক ও মেঘালয়ের তুরা সরকারি কলেজের বাংলার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অলোক সাহা বহু বছর স্বপ্নশেখরবাবুর কাছ থেকে রেডিও সারাই করে আসছেন।

স্বপ্নশেখর পালের সুযোগ্য পুত্র ঋষিকল্প পাল পেশায় কোচবিহার শহরের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক। নেশায় কোচবিহার আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কোচবিহারের ইতিহাস বিষয়ক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি অবশ্য বাবার রেডিও কারিগরির পেশায় পা বাড়াননি। কারণ, এই পেশায় যাঁরা ছিলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রেডিও বিক্রি ও সারাইয়ের কাজে আর কেউ যুক্ত নেই। তাঁরা প্রত্যেকেই নতুন নতুন পেশা বেছে নিয়েছেন। ঋষিকল্প পালের বাবা স্বপ্নশেখর একসময় দিনের পুরো সময়টাই রেডিও বিক্রি ও সারাইয়ে ব্যয় করতেন। এখন সত্তর উত্তীর্ণ। মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক-আধ সময় যদিও বা প্রখ্যাত রেডিও সংগ্রাহক অলোক সাহা রেডিও সারাইয়ের জন্য যেতেন, সেই রেডিও সারাই করতে তিন-চার মাস লেগে যেত।

বক্সিরহাট বাজারে ছিলেন মদন পণ্ডিত নামে আরও একজন কারিগর। রেডিওর যুগে এককালে নাওয়া-খাওয়ার সময় পেতেন না। সংগ্রাহক অলোক সাহা তাঁকে মদনকাকু বলতেন। অলোকবাবুর বাবা তাঁর কাছে রেডিও সারাই করতে যেতেন। অলোক তখন দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়তেন। কারিগর মদন পণ্ডিত আশির দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত রেডিও সারাইয়ের কাজ করতেন। অলোকবাবুর বাবা যেহেতু তাঁর কাছে রেডিও সারাই করাতেন, তাই তিনিও মাঝে মাঝে তাঁর কাছে চলে যেতেন। ঘোকসাডাঙ্গা পেরিয়ে কুর্শামারি বাজারের রেডিও কারিগর নাসিরুদ্দিন আহমেদ।

এরপর ষোলোর পাতায়

মধ্যরাতে বাঘের আনাগোনা

উত্তরায়ণ দেব



‘খেতে পেলে শুতে চায়!’ কথাটা সকলেই জানেন। আর তারপর ‘শুতে পেলে?’ না থাক অন্যদিকে পাশ ফিরে লাভ নেই। আমরা বরং সশব্দে ফিরে আসি শব্দ নিয়ে শব্দমালায় অর্থাৎ মূল প্রসঙ্গে। হলিউডের ‘দ্য উলফম্যান’ সিনেমাটা দেখেছেন? যেখানে একটি মানুষ প্রতি পূর্ণিমার রাতে নেকড়ে হয়ে যেত। আমার সেজোকাকাও ছিলেন খানিকটা ওই রকম! তবে কাকা নেকড়ে নন, তার চেয়েও উঁচু কাস্টের প্রাণী অর্থাৎ বাঘ হয়ে যেতেন রোজই। আসছি সে কথায়। আর আপনি তো পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা আলবাত শুনেছেন, কিন্তু পক্ষীরাজ বাঘ? ডানামেলা বাঘ! শোনেননি তো, আজ শেষে সেই গল্পও আছে, পড়তে থাকুন বলছি।

সকলে মজা করে বলত, কাকা নাকি বিছানায় বাঘ হয়ে যেতেন। না না অন্য কিছু ভাববেন না, আসলে বিছানায় কাকার তর্জনগর্জনে শোনা যায় একবার ঘরে চোর ঢুকেও নাকি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এহেন স্বামীর পাশে শুয়ে কাকিমা কী করে দিব্যি হাফ সেঞ্চুরি পার করে দিলেন সেটাই অষ্টম আশ্চর্যের। তা এই বাঘরূপী কাকার আক্রমণে অনেকেই শুনেছি স্থান-কাল নির্বিশেষে ঘায়েল হতেন। আর তাতে আহত অনেকেই বাণ ছুড়ে মানে বাক্যবাণে কাকাকেও ঘায়েল করেছেন নানা সময়ে। হাসির রসে ডুবিয়ে, সেসব যুদ্ধের গল্পগাথা প্রায়শই আমার রসিক সেজোকাকা শোনাতেন বন্ধু, পরিবারের আড্ডার আসরে।

চাকরির সুবাদে কাকা তখন কলকাতায়। ছুটিতে উত্তরবঙ্গের বাড়ি আসার পথেই রাতের ট্রেনে নানান সময়ে বিপত্তি ঘটত। কাকা বাড়ি আসছেন শুনে আমরাও কান পেতে অপেক্ষা করতাম, কাকা এবারে সঙ্গে কী গল্প-ঘটনা নিয়ে আসেন। খালি স্টকে কাকা আসবেন না, তার গ্যারান্টি ছিলই। কাকা ঘটনা ঘটান, না ঘটনা কাকার সঙ্গে ঘটে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। তো সেবার কাকা দার্জিলিং মেলের সওয়ারি। চলমান ট্রেনের দুলুনিতে ওদিকে ঘুমন্ত কাকা ক্রমেই বাঘে কনভার্ট হচ্ছেন। জঙ্গলের বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়লে যেমন চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হয়, ঠিক তেমনই হঠাৎ আশপাশের শোরগোলে অভিজ্ঞ কাকা চোখ না খুলেই বুঝে গেলেন যে বাঘ বেরিয়েছিল। সেভাবেই মটকা মেরে পড়ে থাকা কাকাকে লক্ষ্য করে নানান সাইজের বাক্যবাণ তখনও ধেয়ে আসছে, ‘ও দাদা থামুন’! ‘এই যে দাদা, আপনি কি একাই ঘুমোবেন?’ ‘আরে মশাই শুনুন এটা বাড়ি নয়, গাড়ি!’ ‘দাদা, টিকিট আমরাও কেটেছি!’ ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপরে প্রতিবার যা হয়, সহযাত্রীদের বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে আর বাক্যবাণের খোঁচা থেকে কান আর মান বাঁচাতে, অগত্যা বাকি পথ কাকা উঠে বসে হেলে-দুলে নিশি জাগরণ।

আমার নির্বিবাদী এই সেজোকাকাকে কখনও আমার কাকিমার সঙ্গে কিংবা কোনও মহিলার সঙ্গে অন্তত বিবাদ করতে দেখিনি। হয়তো মনে মনে প্রতিরাতে বাঘের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত কাকিমার প্রতি কাকার দয়া বা কৃতজ্ঞতাই এর কারণ। তবে সেবার এক সহযাত্রী নেপালি মহিলা যেই কায়দায় বাঘ মেরেছিল, হয়তো মহিলা বলেই সেই অভিজ্ঞতা কাকা শেষ জীবনেও মনে রেখেছিলেন। দু’দিনের ছুটি কাটিয়ে সেবার দার্জিলিং মেলেই কাকা কর্মস্থলে ফিরছেন। বার্থ সাইড লোয়ার। উলটোদিকে ছয়জনের কুপে দুটো নেপালি ছোট পরিবার, সুখী পরিবার চলেছে বকবকম করতে করতে। কিশনগঞ্জ পার হতেই মনে মনে প্রমাদ গুনে কাকা নিজের বার্থে কাত হলেন। কুপের দিক থেকে তখনও ‘তিমিলে! গরেকো-! হুন্দাইছ-! মেরো-!’ ইত্যাদি নানান অচেনা শব্দের হাসি-কাকলি ভেসে আসছিল। সেই দুই পরিবার বাতি না নেভানোয় কাকা কয়েকবার মৃদু প্রতিবাদ করে আগামী বিপদকে অজান্তেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখেন। অবশেষে বাতি নিভলে কাকা ঘুমে মন দিলেন। কিন্তু একসময় টের পেলেন এরা বারংবার বাতি জ্বালছে। শেষে কাকা বিরক্ত হয়ে চোখ খুলে একবার একটু কড়া সুরেই ওনাদের বলেন ‘আরে ম্যাডাম বাত্তি বুঝাইয়ে না’! দুই মিডল বার্থে শোওয়া মহিলার একজন হাতটা পাশের সুইচে রেখেই বলে ওঠে ‘আপ জিতনিবার খ্যাড়াটে মারেঙ্গে- ম্যায় উতনিবার বাত্তি জ্বালায়ুঙ্গি’! অভিজ্ঞ কাকা বুঝে ফেললেন খানিক আগে বাঘ বেরিয়েছিল। অগত্যা কাকা রণে ভঙ্গ দিয়ে, সোজা হয়ে বসে, ঢুলতে ঢুলতেই ফরাক্কা পার করে প্রাক-সকালে শেয়ালদায় অ্যারাইভ করলেন।

কাকার শেষ জীবনে দুঃসম্পর্কের এক ডাক্তার দাদা পরিবার নিয়ে বেড়াতে উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন। ওনাদের কতদিন থাকার ইচ্ছে ছিল কাকা জানতেন না, তবে পরিবারটি মাত্র দু’দিনেই চলে যাওয়ায় কাকিমা মনে মনে বাঘের আক্রমণকেই দায়ী বলে জানেন। তা কাকার সেই ডাক্তার দাদা ফিরে যাবার সকালে কাকাকে এই বাঘ মারার অস্ত্র উপহার পাঠাবেন বলে গিয়েছিলেন। যথারীতি দু’দিনের মধ্যেই বাঘ মারার অস্ত্র ডেলিভারি হল কুরিয়ারে। ছোট্ট একটি ডিভাইস, যেটা বাঘে কনভার্টের আগে নাকে সেট করে ঘুমোতে হয়। কাকিমাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সিঁদুর পরা অবস্থায় স্বামীর পাশে জীবনে প্রথম শান্তিতে ঘুমোবার স্বপ্ন দেখলেন। তবে সেই স্বপ্নও মধ্যরাতে ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আধো অন্ধকারেই পাশে তাকিয়ে কাকিমা ঘুমন্ত কাকা আর জীবন্ত বাঘকে রোজের অভ্যাসেই আবিষ্কার করেন। কাকার নাকে সেই ডিভাইসের তালা নেই, ফলে খোলা খাঁচায় আবার বাঘ বেরিয়ে পড়েছে। সকালে ঝাড়ু দিতে এসে বাসন্তীর মা খাট থেকে ১০ হাত দূরে ছিটকে যাওয়া আলমারির তলা থেকে অদ্ভুত বস্তুটা পেয়ে কাকিমাকে দেয়। ক্ষুব্ধ কাকিমা তৎক্ষণাৎ ডিভাইসটা ছুড়ে ডাস্টবিনে চালান করেন।

কাকা একবার স্বপ্নে বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন। সে আরেক গল্প। কলকাতায় সেবার শরৎও বৃষ্টিতে ভিজছিল। পুজোর ষষ্ঠীর রাতে ট্রেনে বাড়ি ফিরছেন। আবার সেই রাত! আবার সেই কাকা থেকে বাঘ! কাকা স্বপ্ন দেখছেন হুড খোলা ট্র্যাকে আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছেন, আর স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি ঘটিয়ে দেবতারা ‘ওম- শান্তি! ওম-শান্তি’ বলছেন! জলের ঠান্ডা স্পর্শে ঘুম ভেঙে নিজেকে চলমান ট্রেনের বার্থে আবিষ্কার করেন, তাকিয়ে দেখেন সামনে দাঁড়ানো সহযাত্রীরা, একজন হাতের জলের বোতল থেকে কাকার গায়ে অল্প অল্প জল ছেটাচ্ছে আর সকলে ‘ওম- শান্তি! ওম-শান্তি’ বলছে। ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক কাকার বুঝতে অসুবিধে হল না। তাড়াতাড়ি ‘সরি’ বলে উঠে বসে ঢুলতে ঢুলতে নিউ জলপাইগুড়ি।

কাকা একদিন আমায় বেমক্কা একটা প্রশ্ন করে বসে, ‘বলত মানুষ নিজের কোন চিকিৎসা নিজের চেয়ে অন্যের সুবিধের কথা ভেবে সাধারণত করে?’ প্রশ্নটা শুনে অদ্ভুত মনে হয়েছিল প্রথম ঝটকায়। তবে যেহেতু প্রশ্নটা কাকা করেছিল, তাই একটু ভেবে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরের অবস্থান মালুম পেয়েছিলাম। বললাম ‘তোমার এই বাঘের চিকিৎসা?’ সবজি কাটতে কাটতে কাকিমা বলে উঠলেন ‘শান্তা বলছিল, এটা নাকি হার্টের জন্যও খারাপ, যে কোনও সময় বিপদ হতে পারে!’ রসিক কাকা হেসে উত্তর ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ‘তাহলে অন্তত আমার হৃদয় আছে, আমাকে বলা তোমার হৃদয়হীন কথাটা মিথ্যে প্রমাণিত হবে।’ কাকিমা নীরবে নিজের কাটাকুটিতে মন দিলেন।

কাকার এই বাঘের ডাক নিয়ে আমার বন্ধু মহলে একটু চটুল কৌতুক প্রায়শই আমাকে শুনতে হয়। কারণ আমাদের বংশে একমাত্র এই কাকার ঘরেই আছে তিন ভাই তিন বোন। সকলে বলে কাকার এই ছয় সন্তানের পেছনেও কাকার এই বাঘের হাত আছে। ব্যাপারটা এই রকম, রাতে রান্নাঘরের কাজকর্ম শেষ করে কাকিমা যখন বিছানায় আসতেন, ততক্ষণে বিছানায় বাঘ বেরিয়ে গজরাচ্ছে। ঘুমের শুরুতে একটু নিস্তার পেতে কাকিমা নির্ঘাত কাকাকে ঠেলে জাগিয়ে দিতেন। তারপর... যাই হোক ঘটনা আর এদিকে না এগিয়ে, আমরা বরং পক্ষীরাজ বাঘের গল্প শুনি।

রূপকথার গল্পে পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা আমরা প্রত্যেকেই জানি। কিন্তু পক্ষীরাজ বাঘ! শুনেছেন কখনও? ডানা মেলা এহেন বাঘ রূপকথা লিখিয়েদের কল্পনাতেও আসেনি, এর একমাত্র কারণ কাকার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়নি কখনও। তো এবারে সেই পক্ষীরাজ বাঘের গল্প। উচ্চপদে কর্মরত কাকা সেবার অফিসের কাজে কলকাতা থেকে ফ্লাইটে আন্দামান যাচ্ছেন, তাও আবার বিজনেস ক্লাসে চেপে। ফ্লাইট যখন বঙ্গোপসাগরের ওপরে, হঠাৎ ক্রমাগত ধাতু ঘর্ষণের মতো একটা কড়কড় আওয়াজ পাইলটের কানে আসতে থাকে। অথচ সামনের কন্ট্রোল প্যানেলে, মনিটরে সেই রকম কোনও এরর সিগন্যাল পাচ্ছিলেন না। এই অবস্থায় সাধারণত কোনও ঝুঁকি না নিয়ে এমার্জেন্সি ল্যান্ডিংয়ের কথা ভাবা হয়। কিন্তু সাগরের ওপরে সেই অবস্থাও নেই, হয় ফিরে যাওয়া নয়তো এগিয়ে যাওয়া। অবশেষে শব্দের উৎস সন্ধানে এক পাইলট ককপিট থেকে বেরিয়ে প্যাসেঞ্জার এলাকায় এসে ঢোকেন। ঠিক দুটো রো পেরিয়েই ডানদিকে জানলার ধারে সিটের ওপরেই শব্দের উৎস খুঁজে পান, আর তারপর- ‘স্যর প্লিজ ওয়েক আপ- ইউ রিয়েলি গেভ মি স্কেয়ার! আই উইল আস্ক আওয়ার এয়ার হোস্টেস টু সার্ভ ইউ সাম হট কফি!’ সেবার সাগরের ওপরে মধ্যগগনে গরম কফি দিয়ে বাঘ মারা হয়েছিল। কাকার বাঘ জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

আমার এই কাকা শেষ জীবনে এক আফসোস সঙ্গে নিয়ে গত হয়েছিলেন। কারণ সারা জীবনে বাঘের আক্রমণে সকলকে ক্ষত-বিক্ষত করে ওনার একটা সাধ অপূর্ণ থেকে যাওয়ায়, উনি মৃত্যুশয্যায় আমায় ডেকে বলেছিলেন ‘বাবুরে জীবনে একটা আক্ষেপই রয়ে গেল। যে শব্দে আমি বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত হয়েছি, লোকের বলা আমার বাঘের গর্জন আমারই নিজের কানে কোনও দিনও শোনা হল না!’ কাকার দিকে তাকিয়ে শুধু হেসে মনে মনে বললাম- আক্রমণকারী বাঘ কখনও নিজেকে থাবা মারে না! এখানেই বাঘের মঙ্গল!

রসরঙ্গ

সকলে মজা করে বলত, কাকা নাকি বিছানায় বাঘ হয়ে যেতেন। না না অন্য কিছু ভাববেন না, আসলে বিছানায় কাকার তর্জনগর্জনে শোনা যায় একবার ঘরে চোর ঢুকেও নাকি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এহেন স্বামীর পাশে শুয়ে কাকিমা কী করে দিব্যি হাফ সেঞ্চুরি পার করে দিলেন সেটাই অষ্টম আশ্চর্যের।

ঠাকুমার পাকঘর

মাটন কুইন



শুক্লা সান্যাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

মাটনের পদ মানেই একটু বিশেষ আয়োজন। বাড়িতে অতিথি এলে কিংবা ছুটির দিনে পাতে নতুন কোনও পদ রাখতে চাইলে মাটনের নানা রকম রান্নার জুড়ি নেই। তবে পরিচিত মশলার সঙ্গে একটু অন্য রকম স্বাদের মেলবন্ধন ঘটলে সেই রান্নাই হয়ে উঠতে পারে বিশেষ। মাটন কুইন তেমনই একটি পদ। টক দইয়ের স্বাদ, কাজুবাদামের মোলায়েম ঘনত্ব আর শুকনো খোলায় ভেজে নেওয়া গোটা মশলার সুগন্ধে এই রান্না পাতে আলাদা আকর্ষণ তৈরি করবে।

এই রান্নার বিশেষত্ব হল মশলা কষানোর পদ্ধতি। মাংসের নিজস্ব জলেই প্রথমে ভালো করে কষিয়ে নেওয়া হয়। পরে কাজুবাদামের পেস্টে আসে ঝোলের ঘনত্ব। একেবারে শেষে ভেজে রাখা মশলার গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে স্বাদ ও গন্ধ, দুটোই হয়ে ওঠে আরও জমজমাট। রুটি, পরোটা কিংবা পোলাও, সবকিছুর সঙ্গেই এই পদ বেশ মানিয়ে যায়।



উপকরণ : ১ কেজি মাটন, গোটা জিরে, গোটা ধনে, গোটা মৌরি, কাশ্মীরি লংকাগুঁড়ো, টক দই, কাঁচালংকা, নুন, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, গোটা শুকনো লংকা, কাজুবাদাম, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ ও সর্ষের তেল।

প্রণালী : প্রথমে ১ কেজি মাটন ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার মাংসের মধ্যে টক দই, কাশ্মীরি লংকাগুঁড়ো, নুন ও সামান্য হলুদ দিয়ে ভালো করে মেখে ঘণ্টাখানেক রেখে দিতে হবে। উনুনে কড়াই বসিয়ে গোটা ধনে, জিরে, মৌরি ও শুকনো লংকা শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে রাখতে হবে। কাজুবাদামও বেটে নিতে হবে। এবার কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে লালচে করে ভেজে নিতে হবে। এরপর আদা, রসুন, পেঁয়াজ ও কাঁচালংকা বাটা দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। মশলা কষানো হলে দই মাখানো মাংস দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে। মাংস থেকে যে জল বেরোবে, তা শুকিয়ে গেলে আরও কিছুক্ষণ ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এবার কাজুবাদামের পেস্ট জলে গুলে মাংসে দিয়ে দিতে হবে। অল্প জল দিয়ে কড়াই ঢেকে কম আঁচে মাংস সেদ্ধ হতে দিতে হবে। মিনিট কুড়ি পরে ঢাকা খুলে শুকনো খোলায় ভেজে রাখা মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিতে হবে। গরম গরম মাটন কুইন রুটি, পরোটা কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

পুরনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির ‘ঠাকুমার পাকঘর’। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। হোয়াটসঅ্যাপ করা যেতে পারে 9474028140 নম্বরে।

এক নবাবি হুঁকো

পনেরোর পাতার পর

এটা শুনে বাচ্চাদের মধ্যে যে সবথেকে ডানপিটে, সবথেকে দুষ্টু, সে চোখ কুঁচকে বলত, ‘এটা তো কালো হয়ে গেছে, সোনা আর রুপো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।’ বুড়ো মানুষটি কুকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলতেন, ‘নারে এটা সোনাও না রুপোও না এটা হচ্ছে পারস্যের দামি কাচ। নবাব আলিবর্দি খানের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে ঢুকতে শুরু করেছে। নবাবদের খুশি করার জন্য তারা নানারকম উপহার দিত। কাচের বস্তু তখন এদেশে নতুন। নবাবরা পেয়ে দিলখুশ হয়ে যেত একেবারে।’ সব থেকে ছোটটা জিজ্ঞেস করত, ‘তুমি জানলে কী করে যে আলিবর্দির হুঁকো এটা?’ বুড়ো চোখ পাকিয়ে বলত, ‘মুর্শিদাবাদের নবাব প্যালেসে যাস, সেখানে এ হুঁকোর ছবি আছে নবাবের সঙ্গে। একেবারে ডিজাইন ধরে মিলিয়ে নিবি। নবাব তার হুঁকোবরদারকে দিয়ে দিয়েছিল এই আদরের হুঁকো। তামাকের সঙ্গে কী কী মেশানো হত জানিস? গোলাপজল, কস্তুরি, আপেল, ফলের রস, সুগন্ধি মশলা...’

বুড়ো মানুষের সেই পুরোনো ঘরে আরও গন্ডাখানেক পুরোনো হুঁকো। কোনওটার নল ছোট, কোনওটার বড়। নবাবি হুঁকোর নল মস্ত বড় হত। আলিবর্দির উপন্যাস পড়ে এখানেও দেখে বোঝা যায় যে ওটা নবাবি নলই বটে। ‘কিন্তু দাদু, কী করে ওটা তোমার কাছে এল?’ বুড়ো মানুষের চোখে এখন একটা ভাসা ভাসা মায়া। ভেতর থেকে ঠাম্মা আসেন একটা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে। মস্ত একটা পুরোনো আমলের ট্রেতে ছোট ছোট প্লেটে নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, জিভে গজা, নানারকম মোয়া। পুরোনো আমলের বাড়িতে সব পুরোনো ধাঁচের বিজয়ার খাওয়াদাওয়া।

ছোট মানুষদের হাতে নানা রকম মোয়া আর নাড়ু ঘুরছে। দাদু বললেন ‘ওরে, হুঁকোর গায়ে কী আর লেখা থাকে আলিবর্দির নাম? হাচিনসন সাহেবের বইতে ছবি আছে। তিনি ছিলেন সেই সময়ের এক ঐতিহাসিক যিনি নবাব প্যালেসগুলোতে ঘুরে ঘুরে নানারকম পুরোনো জিনিসের ছবি তুলতেন। তোরা যাকে বলিস অ্যান্টিক কালেকশন। আলিবর্দির হুঁকোবরদার অনেক দিন অনেক যত্ন করে ওটা বাড়িতে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু অবস্থা পড়ে গেলে যা হয়। একদিন এক নাতিবাবু, দিল ওটা বেচে। উত্তর কলকাতার অ্যান্টিক শপ থেকে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, ওটা কিনে ফেললেন। ভালো করে দেখ, গায়ের কাজগুলো। এগুলো সব পারস্যের মোটিফ। পুরোনো আমলের হুঁকোটি হাতে নিলে গোলাপজল আর আতরের সুবাস পাওয়া যায়।’

বুড়ো-বুড়ির বিশাল বাড়িতে এই হুঁকোখানা আর কত দিন থাকবে কে জানে! কিন্তু একটা সময় ছিল যখন বাড়ির সবাই একত্রিত হলে, পুজোর পরে, বাচ্চারা সবাই ওই ময়ূরপঙ্খী খাটে উঠে বারবার ওই হুঁকোর গল্প শুনত। হুঁকোখানা নাকি নবাবের এতই পছন্দ ছিল যে তিনি বাইরে গেলেও হুঁকো সঙ্গে নিয়ে যেতেন। অমনি একদিন শিকারে গেছেন। হুঁকোবরদার পাশে হুঁকো নিয়ে বসে আছে। গোলাপজলের গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। নবাব সারা রাত বসে থাকলেন কিন্তু কোনও শিকার এল না। আসবে কেন? গোলাপজলের গন্ধে তারা টের পেয়ে গিয়েছিল যেখানে মানুষ এসে ফাঁদ পেতেছে।

বাচ্চারা এই গল্পে হাততালি দিয়ে হাসত। ভাগ্যিস কোনও পশু ফাঁদে পড়ল না! হাচিনসন সাহেবের বইতে এসব পাওয়া যায়। গল্প বলে দাদু গড়গড়াটা খুব যত্ন করে আলমারিতে তুলে রাখতেন। এখন মনে হয়, অত যত্ন করে রাখা গড়গড়াখানা তেমনি যত্নে আছে তো? বুড়ো-বুড়ি কেউ নেই। বাড়িতে তালা।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাঁদের ছেলে চেষ্টা করছেন বাড়িখানা বেচে দিতে। অত বড় বাড়ি, প্রাচীন আসবাবপত্র রাখার তাঁদের জায়গা নেই। বাড়ির বাচ্চারা সবাই বড় হয়ে গেছে। কেউ কেউ ভাবে, ওই নবাবি হুঁকোখানার কী হবে? হয়তো তাকে ওজনদরে বেচে দেবে কেউ। অথবা তার কপাল যদি ভালো থাকে তাহলে বাড়ির ছেলে, ছেলের বৌ তাকে নিয়ে যাবে সাতসমুদ্র নদীর পারে। সেখানে গিয়ে তার মন খারাপ করবে না? তার আশপাশে রাখা যে হুঁকোগুলো ছিল, যাদের সঙ্গে তার এত ভাব, এত দিন পাশাপাশি থাকা? এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর থাকে না। কী হবে, কী না হবে... সব মহাকাল জানে।

উত্তরাধিকার স্মৃতির মূল্য দেবে না। অর্থমূল্য মানবে। মানবে যদি ঐতিহ্যের কদর থাকে। অহেতুকের কদর নেই আগামী প্রজন্মের কাছে। পুরোনোকে মনে রাখতে হবে, এমন কথা কেউ বলেনি। যারা মনে রাখে, এমনি এমনি মনে রাখে। গোলাপজলের গন্ধ পায়। বাকিরা বলে... ছিল এক বাতিকবাবু...

পুরোনোকে মনে রাখতে হবে, এমন কথা কেউ বলেনি। যারা মনে রাখে, এমনি এমনি মনে রাখে। গোলাপজলের গন্ধ পায়। বাকিরা বলে... ছিল এক বাতিকবাবু...

ডুবে থাকা ওরা

পনেরোর পাতার পর

যতই তাকে বাঁ পাশে রাখার সুবিধের কথা বলা হোক, তাও সে ডান পাশেই রাখবে, নইলে অস্বস্তি হয়, এটাও কিন্তু এক ধরনের বাতিক। এটাকে সেই পাভলভীয় তত্ত্বে ফেললে কন্ডিশন রিফ্লেক্স বা আরও কিছু কঠিন কথা চলে আসবে। আসলে আমরা নানান রকম ধারণা, অভ্যাস ইত্যাদির সঙ্গে অভ্যস্ত বা কনডিশনড হয়ে থাকি এবং একদিন সেটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে আমাদের যাপনকে। এমন জায়গায় পৌঁছে যায় সে বাতিক, বোঝা হয়ে দাঁড়ায় জীবন, চিকিৎসা জরুরি হয়ে পড়ে।

এমন ঘটনার কথাও জানা আছে, বাতিকে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামী-স্ত্রী এক ছাদের তলায় থাকতে পারেনি। স্ত্রী তার ঘনিষ্ঠ মহলে স্বামীর বাতিক নিয়ে জানিয়েছিলেন যে স্বামীটি দীর্ঘ সময় ধরে দরজা, জানলা, খাটের তলা, বাড়ির আনাচে-কানাচে দেখে নেয় রাতে, চোর লুকিয়ে আছে কি না কিংবা রাতে চোর-ডাকাত যাতে ঢুকতে না পারে। সময় যত এগিয়েছে, স্বামীর বয়স যত বেড়েছে, বাতিকও বেড়েছে। নিরাপত্তাহীনতা এক অসম্ভব পর্যায়ে গেলে এরকমটা সম্ভব। গাড়ি, স্কুটার কিংবা মোটর সাইকেল চালাতে চালাতে প্রণাম করার জন্য বারবার কপালে হাত ছোঁয়াতে গিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনার কাহিনীও শুনেছি। আমার জানা একটি বড় মেসবাড়ির এক আবাসিককে মেসবাড়ি ছাড়তে বলা হয়েছিল। তার বাতিকটি ছিল আরও সাংঘাতিক। তিনি মাঝরাতে এবং শেষরাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে উঠতেন এবং বারান্দা দিয়ে যাবার সময় তারস্বরে হাঁক পাড়তেন– ‘হুঁশিয়ার’। সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত আবাসিকরা যখন ঘুমোত, সেই সময় সেই ভয়াবহ ‘হুঁশিয়ার’ যে কী ভয়ানক অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে, সম্ভবত ভদ্রলোক অনুমানই করতে পারেননি। বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও সেই অপ্রতিরোধ্য হুঁশিয়ারি থেকে তাকে বিরত করা যায়নি, ফলত মেসবাড়ি ছাড়তে হয়েছিল তাকে। এসব নানাবিধ সত্য, অর্ধসত্য কিংবা অতিরঞ্জিত বাতিক কাহিনীর প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বরং মনে করা যাক সত্যজিৎ রায়ের ‘বাতিকবাবু’ গল্পটির কথা, ম্যালের কাছে জলাপাহাড় রোডে সেই যে মানুষটি দাঁড়িয়ে থাকতেন মগ্ন হয়ে, সংগ্রহে রাখতেন বিশেষ কিছু কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু, যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত কোনও ঘটনা কিংবা একটা বিশেষ সময়। সত্যজিতের গল্পের কাহিনী কাল্পনিক, নেহাতই একটি টানটান গল্প মাত্র তবে অবাস্তব নয়।

ফিরে আসি এ লেখার শুরুর সেই অনুষঙ্গে, অর্থাৎ সেই আমার কৈশোরসঙ্গী নন্দর প্রসঙ্গেই। যে সময়ের অনুষঙ্গ সেই সিগারেটের খালি প্যাকেট সংগ্রহ, তারপর কেটে গেছে সুদীর্ঘ সময়। কিছুকাল আগে দেখা হয়েছিল নন্দর সঙ্গে। সে এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ব্যস্ততায় সময় কাটে তবে ও কিন্তু কথা রেখেছে– ব্রিস্টল, ক্যাভান্ডারস, নাম্বার টেন, প্লাজা কিংবা পানামা সিগারেটের প্যাকেটগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছে আজও। বিবর্ণ সময়ের সব স্মৃতি যেন একবারে ফিরে আসে। চার দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে আজ সেই স্মৃতির শহরে ফিরে গেলে ছোট্ট শাটল স্টেশনটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না কারণ সেই শাটল ট্রেনের সার্ভিসই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খানিক দূর দিয়ে চলে গেছে বিশাল দানবীয় এক ফ্লাইওভার। সেই শহর ছেয়ে গেছে নতুন নতুন ফ্লাইওভারের ডানায় আর অলক্ষেই পুরোনো শহরটা, ফেলে আসা সময়টা ফ্লাইওভারের ডানার নীচে হারিয়ে গেছে তবে নন্দ কিন্তু আগলে রেখেছে সেই পুরোনো সময়কে, স্মৃতিকে। এটাও তো বাতিক, না ভোলার বাতিক, ধরে রাখার বাতিক। বিবর্ণ হয়ে যাওয়া সেই সিগারেটের প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে অনুভব করছিলাম চার দশক আগের এক অদ্ভুত সময়কে, ফিরে আসছিল কত স্মৃতি। সিগারেটের প্যাকেটগুলোই যেন এক টাইমমেশিন।

নন্দর এই প্রসঙ্গ নেহাতই এক প্রতীকী উদাহরণ মাত্র। এরকম তো রয়ে যান অনেক মানুষ, যারা সবার অলক্ষেই নীরবে তার অদ্ভুত বাতিকগুলোকে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন সময়কে, শহরকে, হারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বকে। আমার চাকরিজীবনের শুরুতে দেখেছি এমন একজন মানুষকে যিনি পুরোনো সিনেমার টিকিট রেখে দিতেন সযত্নে। এভাবেই তার সংগ্রহে রয়ে গিয়েছিল ‘শোলে’, ‘জঞ্জির’, ‘আনন্দ আশ্রম’ কিংবা ‘মৌচাক’ সিনেমার টিকিট। সাতের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক সময়ের দেওয়াল লিখনের ছবি তুলে রাখতেন একজন মানুষ। পেশায় শিক্ষক সেই মানুষটির তোলা সে সব ছবি তো আসলে তথাকথিত বাতিক নয়, বাতিক বা শখ-এর সীমানা ছাড়িয়ে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

জীবন কখনোই নির্দিষ্ট ছকে চলে না, চলা জরুরিও নয়। ভাঙুক ক্লিশে একঘেয়ে বেঁচে থাকার ছক, চলুক কিছু মানুষের খামখেয়ালিপনা, ফিরে আসুক ফেলে আসা সময়, অতীত এসে মিশে যাক বর্তমানে, সংযোগকারীর ভূমিকায় রয়ে যাক বাতিকগ্রস্ত বেখেয়ালি মানুষগুলো। সুকুমার রায় তো বলেই গেছেন— ‘আয় রে ভোলা খেয়াল-খোলা / স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়...’

কারিগরদের হারানো পৃথিবী

পনেরোর পাতার পর

নেশায় আকাশবাণী শিলিগুড়ির ভাওয়াইয়াশিল্পী। বয়স প্রায় ৭৫। তিনিও অন্য ব্যবসায় ফিরে গেছেন।

নব্বইয়ের দশকেও কোচবিহার জেলায় রেডিওর কারিগররা ছিলেন। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে দোকানগুলো বন্ধ হতে শুরু করে। মোবাইল ফোন আসার পর মোবাইলেই অনেকে রেডিও চালাতে শুরু করেন। ফলে রেডিও ব্যবহারের প্রচলন একেবারেই কমে গেল। সেই জায়গা এখন দখল নিয়েছে ডিজিটাল রেডিও। এই কারিগরদের কেউ কেউ ডিজিটাল মেকানিক সিস্টেম মেকানিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। সারা বছরে এই কারিগরদের যে দু’-তিনটে রেডিও সারাইয়ের কাজ আসে, তা দিয়ে উনুনে ভাত ফুটবে কীভাবে?

অলোক সাহার কোচবিহার টেম্পল স্ট্রিটের বাড়িতে তাঁর সংগ্রহে এখন ১৭৫টি রেডিও। স্বপ্নশেখরবাবুর হরিশ পাল চৌপথির দোকান এখন ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সেখানে মিষ্টির দোকান চলে। তিনি বর্তমানে কলকাতায় থাকেন। তাহলে সংগ্রাহক অলোক সাহার রেডিও কে সারাই করবেন? তাঁর জানানো তথ্য অনুযায়ী, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৪-৫ জনের বেশি রেডিও সারাইয়ের কারিগর নেই। উত্তরবঙ্গে একমাত্র স্বপ্নশেখর পালের ওপর নির্ভর করতে হত। এখন ময়দান বলতে গেলে শূন্য। এই অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শেষপর্যন্ত অলোকবাবু নিজেই সংকট মোচন করেছেন। স্বপ্নশেখরবাবুর কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন রেডিও সারাইয়ের কারিগরি বিদ্যা। অলোকবাবু অধ্যাপক মানুষ।

অনিকেত সন্ধ্যা

ছন্দা বিশ্বাস

প্লাবন বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছে সন্ধের পরে ও যখন অফিসের চেম্বারে কিংবা অন্য কোথাও নির্জনে বসে থাকে, তখনই হঠাৎ ওর সামনে এসে দাঁড়ায় কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ কাটা এক পুরুষ শরীর। ও পারতপক্ষে তাই একা থাকতে চায় না। সন্ধের আগে আগে বেরিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু সব সময় সেটা হয়েও ওঠে না। অফিসের কাজ যেদিন বেশি থাকে সেদিন ফিরতে রাত হয়ে যায়। মাথার ভিতরে নিরন্তর এই দৃশ্যপট ঘুরতে থাকে।

মনে হয় ও পাগল হয়ে যাবে।

রাতে আলো নিভিয়ে শুলে মনে হয় মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে বলতে পারে না। বন্ধুরা শুনলে হাসাহাসি করতে পারে। এই বয়সে ভূতের ভয় পাচ্ছে শুনতে পারলে অফিসে কাজ করা দায় হয়ে উঠবে। বিশেষ করে মহিলা কলিগরা রীতিমতো খিল্লি করবে ওকে নিয়ে। কী যে অসহনীয় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে সে শুধু ও-ই জানে।

আজকাল একা না থাকলেও দেখতে পায়। অফিস, মিটিং, কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে গেলে একটু রাত করে বাড়ি ফিরলে রাস্তায় ঠিক ওর গাড়ির সামনে হাজির হচ্ছে অর্ধকাটা মূর্তি।

সেদিন ও ক্লায়েন্টের সঙ্গে মিটিং করে একটা ক্যাব বুক করে ফিরছে। বাইপাস ধরে আসার পথে হঠাৎ সাদা রঙের ইন্ডিকা দাঁড়িয়ে পড়ল। ও মোবাইলে একটা জিনিস দেখছিল। চোখ তুলে তাকাতেই চমকে উঠল। তখনই নজরে পড়ল ঠিক ওর সামনে ড্রাইভারের সিটে নিশ্চল ভঙ্গিতে বসে আছে সেই মূর্তি।

ও কোনওমতে দরজা খুলে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফিরেছিল।

মনে আছে বেশ কিছুদিন আগে সেদিন ওর একজন অফিস কলিগের মেয়ের বিয়ে ছিল। মোমিনপুরের দিকে একটি রাজবাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। আলোয় ঝলমল করছে। প্রচুর লোক নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। দুই জায়গায় খাওয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচুর রকম আইটেম। প্লাবনের অন্য কলিগেরাও এসেছে। সকলে দারুণ মজা করছে। প্লাবনের খাওয়া প্রায় শেষের দিকে। স্টার্টার এবং মেন কোর্স খাওয়া হয়ে গেছে। এবারে একটা ছোট প্লেট নিয়ে ও এগিয়ে গেল ডেজার্ট কাউন্টারের দিকে। ঠিক তখনই একজন ওকে ডাকল। বাইরের দিকে বাগানের কোণে ডেকে নিয়ে এল। এদিকটা বেশ অন্ধকার। ওয়েটার ছেলেটা বলল, 'স্যরের কী জরুরি কথা আছে তাই ডাকলেন।' প্লাবন প্লেট রেখে এগিয়ে গেল।

কই, কেউ তো নেই!

হঠাৎ লক্ষ্য করল সেই মূর্তি ওর সামনে।

প্লাবন টাইলস বসানো মেঝের উপরে সশব্দে পড়ে গেল। পাশেই ছিল একটা মাটির মূর্তি। সেটা পড়ে ভেঙে গেল।

কথাটা কানে যেতেই ওর কলিগরা ছুটে এল।

চোখে-মুখে জল দিয়ে সুস্থ করলে ওকে বাকিটা খেতে অনুরোধ করল।

প্লাবন বুঝতে পারল ওর কিছু মুখে ঢুকবে না।

এক্ষুণি যদি রওনা না দেয় তাহলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। তাছাড়া এই মুহূর্তে খাওয়ার মতো মানসিকতা নেই। মাথার ভিতরে গুলিয়ে উঠছে। আনচান করছে শরীর। প্লাবন কাউকে কিছু না বলে সেই মুহূর্তে বিয়েবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। আজ ইচ্ছে করেই গাড়ি আনেনি। আজকাল ভয় হয়, মনে হয় রাতে তাকে দেখে নির্ঘাত অ্যাক্সিডেন্ট করবে। বাইরে এসে একটা রানিং ট্যাক্সি দাঁড় করাল। মা ফ্লাইওভার ধরে দ্রুত এসে ভিআইপিতে উঠল।

আজ যেন পথঘাট বেশ নির্জন মনে হচ্ছে। এই সময়ে তো অজস্র গাড়ি চলাচল করে। বেশ শীত পড়েছে তাই কি?

বেশ কিছুটা পথ চলার পরে গাড়িটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। জায়গাটা বেশ নির্জন। চালক নীচে নেমে গেলেন। তারপরে বনেট খুলে এটা-সেটা নেড়ে বললেন, 'যাহ ব্যাটারি ডাউন। একেবারে বসে গেছে।'

-কী করা যাবে?

-সেটাই তো ভাবছি। আপনি না হয় অন্য গাড়িতে যান। এখন কোম্পানিতে ফোন করতে হবে। তারা নতুন ব্যাটারি কখন নিয়ে আসবে, সে বহুক্ষণের ব্যাপার।

-কিন্তু এত রাতে এমন জনহীন জায়গায়...

'কী করব বলুন, আমিও তো অসহায়।' কথাটা বলে লোকটা গাড়িটা লক করে এগিয়ে গেল।

প্লাবন সেই জনহীন রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল আবার ক্যাব বুক করবে। তাছাড়া আর কোনও উপায় নেই। পাশ দিয়ে কয়েকটা গাড়ি ছুটে গেল। ও হাত উঁচু করল। ওকে পাত্তা দিল না। মনে হল প্রাইভেট। বেশ কয়েকবার হাত উঁচু করে থামানোর চেষ্টা করল, বিফল হল। এদিকে সেই ট্যাক্সিচালকের আর দেখা নেই। গাড়িটা রাস্তার এক পাশে পড়ে আছে নিশ্চল পাথরের মতো। প্লাবন ক্যাব বুক করতে যাচ্ছে, প্রতিবার ক্যানসেল হচ্ছে।

এদিকে রাত বাড়ছে।

এমন সময়ে ও লক্ষ্য করল গাড়িটা ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠল। ঘ্যারর-ঘ্যারর ইঞ্জিনের শব্দ হল। একটু এগিয়ে গেল সামনের দিকে। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে।

প্লাবন চিৎকার করতে করতে এগিয়ে গেল— এই, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি যাব।

বলতে বলতে দ্রুত গাড়িটার কাছে এল এবং পিছনের দরজা হ্যাঁচকা টান দিতেই খুলে গেল।

ও কোনও কথা না বলে দ্রুত গাড়ির পেটে সেঁধিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, কী আশ্চর্য, এ কেমন লোক? জানে



এত রাতে আমি কোনও গাড়ি পাচ্ছি না।

খুব রাগ হল প্লাবনের। যাই হোক, ভিতরে ঢুকতেই খুব দ্রুত চলতে শুরু করল গাড়িটা। যেন ঝড়ের বেগে ছুটছে। রাস্তা ফাঁকা বলা যেতে পারে। কিন্তু এ তো মনে হচ্ছে উড়ে যাচ্ছে।

'আস্তে ভাই, একটু আস্তে চালাও...' কথাটা বলতে বলতে প্লাবন হঠাৎ খেয়াল করল চালকের সিটে যে বসে আছে তার কোমরের ঊর্ধ্বাংশ নেই।

এ তো সেই কাটা লোকটা! প্লাবনের শরীর বেয়ে হিমস্রোত বইছে। কী করবে এখন! ও গাড়ির লক খুলে নীচে নামার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল লক খুলছে না। কাচ তোলা। চিৎকার করে কাউকে ডাকবে, সেই পথ বন্ধ!

প্লাবনের শরীরে তীব্র কাঁপুনি শুরু হল। ও গায়ের জোরে পিছনের দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল আর প্লাবন হুমড়ি খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

মাথায় বড্ড লেগেছে। ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল।

২

প্লাবনের মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগের কথা। সেদিন জানালিস্টস ক্লাবে একটা রিসেপশন পার্টি ছিল। রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরছে। নিজেই ড্রাইভ করছে। উড়ালপুল ধরে আসছিল। ব্রিজের উপরে উঠে মনে হল আজ একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেছে। শরীরটা গুলাচ্ছিল। মাথার ভিতরে একটা অস্বস্তি। বমি বমি ভাব। সেই সঙ্গে মনে হল চোখের সামনেটা কেমন একটু ঝাপসা হয়ে আসছে।

ওকে ভিআইপি ধরে ফিরতে হবে। মধ্যরাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। দুই-চারটে লরি ওকে পাশ কাটিয়ে সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

সামনে একটা বাইক চলছে। কেমন যেন চালাচ্ছে বেপরোয়াভাবে। একটা লাইন মেনটেন করে চলার কথা কিন্তু বাইকটা কখনও ডান দিকে গিয়ে কখনও বা বাঁ দিক দিয়ে ওভারটেক করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্লাবনের পিছন দিক থেকে একটা গতিময় লরি বাইকের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারল। কিছু বোঝার আগেই গাড়িটা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হল।

প্লাবনের গাড়িটা ঠিক পিছনেই ছিল। ওর গাড়ির গতিও ছিল বেশ।

বাইকটা ছিটকে গেল রাস্তার এক দিকে। আর চালক ছিটকে পড়ল রাস্তায় একেবারে মাঝখানে। মুহূর্তের ভিতরে কী যে ঘটে গেল। প্লাবনের গাড়িটা সেই বাইকচালকের পেটের উপর দিয়ে চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেকেন্ডের ভিতরে এমন ঘটনা ঘটে গেল। ঘটে যাওয়ার পরে তাঁর হুঁশ হল।

প্লাবন যখন বুঝতে পারল ছেলেটিকে সে চাপা দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন তার শরীরজুড়ে জ্বর নেমে এল।

ভয়ে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। একটা মানুষকে ও চাপা দিয়ে মেরে ফেলল! প্রবল তাপে যেন পুড়ে যাচ্ছে শরীর। সঙ্গে প্রবল কাঁপুনি। এতদিন ড্রাইভ করেছে, কখনও তো এমন হয়নি। থরথর করে কাঁপছে। কিছুতেই স্টিয়ারিং ধরে রাখতে পারছে না। সেই সঙ্গে বুকের ভিতরে তখন দমাদ্দম হাতুড়ি পিটছে। ব্রহ্মতালু ফুঁড়ে যেন আগুন ছুটছে। এই শীতেও শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বাইরে শীতের দামাল বাতাস রাজপথ দিয়ে ছুটে গেল। এখন আর থামাথামি নেই। ট্রাফিকের চোখে পড়লে জেল নয়তো ফাঁসি। লরিচালক তো মেরে বেরিয়ে গেছে। তারপরে ওর গাড়ি চাপা দিল। হিসেব মতো সে-ও ছেলেটির মৃত্যুর কারণ। কারণ সে তখনও জানে না যে ছেলেটি আদৌ বেঁচে ছিল কি না। বাকি পথ প্লাবন যে কীভাবে এল বলতে পারেনি।

এই ঘটনার পরে প্লাবন বেশ কিছুদিন অফিসে যেতে পারেনি। ঘরেই ছিল। কারও সঙ্গে কথা বলত না। সারারাত ঘুম আসত না। চোখ বন্ধ করলেই সেই দৃশ্য দেখতে পেত। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে সে জেগে বসে থাকত আর আকাশ-পাতাল ভাবত। কাউকে বলতে পারেনি ওর এই অ্যাক্সিডেন্টের কথা। প্রবল ভয় আর আতঙ্ক ওকে গ্রাস করেছে তখন। প্লাবনের ভিতরে ভয়, অপরাধবোধ মিলে এক গভীর অবসাদের জন্ম দিল। এর কিছু দিন বাদে প্লাবনের ভিতরে এই সমস্যাটার উদয় হল। প্রথমে রাতের দিকে একা হয়ে গেলে দেখতে পেত ঊর্ধ্বাংশ কাটা একটি তরুণ তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পরের দিকে এই দৃশ্য ঘন ঘন হতে লাগল। আজকাল তো আলো নিভে গেলে, অন্ধকার পথে, পাহাড়ে ঘুরতে গেলে, নির্জন রিসর্টে প্রায় সময়ে সে এসে উদয় হয়। তবে কখন যে উদয় হবে বলা যায় না। চুপচাপ প্লাবনের সামনে এসে দাঁড়ায়।

এই ঘটনার মাস ছয়েক আগে প্লাবন রাজারহাটে একটা ফ্ল্যাট কিনেছিল। বাড়ি থেকে অফিস অনেকটা পথ, তাই ও এখানেই বাস করছিল। এই ঘটনার পরে সে আর একা ফ্ল্যাটে থাকতে ভরসা পাচ্ছে না। বিরাটির বাড়িতে ফিরে এসেছে। এখন এখান থেকেই সে যাতায়াত করে।

৩

সেদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল বহু দিন বাদে। লং ড্রাইভে যায় না বহুকাল। কী মনে হল ফুল ট্যাংক পেট্রোল ভরে বেরিয়ে পড়ল। প্রায় তিন ঘণ্টা পথ পেরিয়ে এসেছে। সমতল ছাড়িয়ে পাহাড়ি পথে এগোচ্ছে। বেশ নির্জন রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। বিকেল গড়িয়ে গেছে। পাইন, সিডার গাছগুলো যেন অশরীরী ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সামনে একটা হেয়ারপিন বাঁক। এক একটা বাঁক পেরোচ্ছে আর অনেকটা উপরে উঠে যাচ্ছে। এই বাঁকটা বেশ চড়াই। ও উপরের দিকে উঠেছে কিছুটা, স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে, এমন সময়ে ওর গাড়ির ক্লাচ কেটে গেল। গাড়িটা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ল। ভাগ্যিস স্পিড কম ছিল। এলোপাতাড়ি চলার পরে একটা সিডার গাছে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে অতলস্পর্শী খাদ! গাড়িটা এমন জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেল, যেদিক থেকে নীচে নামার অবস্থায় নেই। ও বাঁ দিক থেকে নামার চেষ্টা করতে লাগল।

ঠিক এমন সময়ে গাড়ির বাঁ দিকে এসে দাঁড়াল সেই মূর্তিমান বিভীষিকা। চমকে উঠল প্লাবন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ও জানে চার-পাঁচ কিলোমিটারের ভিতরে কোনও জনবসতি নেই। প্লাবন গাড়ির ভিতরে বসে নিজেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। দেখল সেই পা দুটো গাড়ির কাচ ভেদ করে আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করল। তারপর দুই পা দিয়ে তার ঘাড়ে চেপে বসল। প্লাবনের মাথাটা স্টিয়ারিংয়ের উপরে ঝুঁকে পড়ল। দুই পা দিয়ে সজোরে তার গলা চেপে ধরল। দম বন্ধ হয়ে আসছে প্লাবনের। ও আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছাড়ানোর। কিন্তু কিছুতেই পারছে না।

খুব সামান্য সময় লাগল প্লাবনের শরীরটা অসাড় হতে। অনিকেত সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে তখন খাদের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

উত্তরের সাহিত্যিক



মানবেন্দ্র সাহা

মানবেন্দ্র সাহার লেখালেখির জগতে প্রবেশ আশির দশকের মাঝামাঝি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। ষাটের দশকের গোড়ায় শিলিগুড়িতে শুরু হয় উদ্বাস্তু জীবন। দেশভাগের যন্ত্রণা, খাদ্য ও বাসস্থানের সংকট এবং সাধারণ মানুষের লড়াই খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতাই পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে।

স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা। বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর এবং আইনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর শিক্ষকতার প্রয়োজনে বিএড করেন। জীবিকার তাগিদে কখনও পারিবারিক ব্যবসা, কখনও টিউশন, ডাকঘরের কমিশন এজেন্টের কাজ করেছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিজ্ঞাপন বিভাগে চাকরি করেছেন। কিছুদিন কলকাতার আয়কর বিভাগেও কাজ করেন। পরে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করতে সব ছেড়ে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। কর্মজীবন শেষ করেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে।

প্রায় চার দশক ধরে সাহিত্যচর্চায় যুক্ত মানবেন্দ্র মূলত কথাসাহিত্যের মানুষ। ছোটগল্প তাঁর বিশেষ পছন্দের জায়গা। পাশাপাশি প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী এবং ছোটদের জন্যও লিখেছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, দেশ, দৈনিক বসুমতী, বর্তমান, সংবর্তিকা, উত্তরধ্বনি, মল্লার, ভাষাবন্ধন, অমৃতলোক ও অন্তঃসার সহ বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আশির দশকে 'অশ্বমেধ' সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রথম গল্পসংকলন 'আমি অথবা অন্য কেউ'। শিশু-কিশোর উপন্যাস 'আনন্দগড় জমজমাট' পাঠকমহলে জনপ্রিয় হয়। সাম্প্রতিক উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'অন্তরীণ', 'অবরোহণ', 'বিষ নজরে' ও 'দূর পৃথিবীর গন্ধ'।

মানবজীবনের টানাপোড়েন, সংঘর্ষ, ভালোবাসা ও সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই তাঁর লেখার মূল উপজীব্য। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের 'সংবর্তিকা সম্মাননা' পেয়েছেন। তবে পুরস্কার নিয়ে বিশেষ আশাবাদী নন। কেন? মুচকি হেসে উত্তর এড়ান।

কবিতা

কালের স্রোত

প্রাঞ্জল রায়

আজকের এ পৃথিবীতে কে বা পায় খুঁজে
সেই হারানো দিনগুলি :
বিজন অরণ্যের অন্তরালে অবিরল সমীকরণ বয়,
বিস্মৃত স্বপ্নের মতো ভেসে যায় নিরালায়।
সবুজ পাতারা আজ কাঁটার মতো ছেয়ে গেছে চারিদিক,
নীল খিলানে মেঘেরা আজ অভিমানে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে।
রবির দহন মেঘ আঘাত হানে ধরণীর বুকে,
তবু নিতি নিত্য, রঙ্গ দেখি- কেউ আসে না এগিয়ে।
রাখাল বালক নিস্তব্ধ প্রান্তরে বাঁশি ফেলে গেছে ফেলে,
হারায়ে গেছে কোন দূর অজানায়।
পথের ধুলো আজ নীরব পায়ের চিহ্ন মুছে গেছে কবে,
ডাকে না আর সন্ধ্যার পাখি ফিরে আসার কোনো সুরে।
নদীর জলে ঢেউ ওঠে তবু নেই সেই পুরানো গান,
শূন্য ঘাটে বসে থাকে অতীতের ক্লান্ত অবসান।
সে কোন দূর দেশে ফিরিবার আর কোনো প্রতিশ্রুতি রাখে নাই,
হারায়ে গেছে তার সুর সময়ের অগোচরে- নীরবে, নিঃশব্দে।



স্বপ্ন

দীপশিখা সরকার

স্বপ্ন আসে গভীর রাতে, ঠিক তখনই যখন মনটা সবচেয়ে ক্লান্ত। চোখ বন্ধ করলেই সে নিজের মতো করে কখনও আলো কখনও অন্ধকার নিয়ে আসে। স্বপ্নে আমি সেই মানুষটা হয়ে উঠি, যা বাস্তবে হতে ভয় পাই। সেখানে কোনও ব্যর্থতা বা হার মানা শেষ কথা নয়। কিছু স্বপ্ন ভেঙে যায় ভোরের আলোয়, তবু তাদের রেশ থেকে যায় সারাদিন। কাজের ফাঁকে হঠাৎ মনে পড়ে যায় একটা স্বপ্ন এখনও বেঁচে আছে। সে বলে, সব শেষ হয়নি, এখনও পথ আছে...

বেনামী চিঠি

ব্রততী দাস

তোমাকে চিরকুট পাঠাব ভাবি রোজ,
তাই তো ছুঁয়ে থাকি মেঘের হাত...
কোথায় থাকে সেই ঠিকানা জানা নেই,
তোমার ডাকনাম বৃষ্টিপাত।

বেনামী চিঠির স্তূপ জমছে চুপিসারে,
ধুলোর আলিঙ্গনে ঢাকছে মুখ।
ঠিকানা খুঁজে ফেরে গোপনে বারে বারে
আমার শব্দের দীর্ঘ সুখ।

ধূসর আকাশ ঘিরে বৃষ্টি নামে আবার,
সিক্ত আবেগের আন্দোলন।
না বলা কবিতাদের নীরব ডুবসাঁতার,
তবুও উদাসী তোমার মন।

তোমাকে ছুঁয়ে থাকে মাত্রাহীন পথ,
আমার ধমনীতে উষ্ণ স্রোত;
তোমার নামে যত রেখেছি কাঠগোলাপ,
আমার আদরে তা সিক্ত হোক।

তোমাকে চেয়েছি গোধূলি আলো মেখে,
রামধনুর রং তোমার থাক।
আকাশ জুড়ে জমা শিশির বাষ্পরা,
আমার চিলেকোঠা অন্তরাগ।

রাতের শহর রোজ একলা কান্না মাখে,
নিয়ন ল্যাম্প আঁকে আর্তনাদ।
বেনামী খামেরা বিষাদ ঢেকে রাখে;
তোমার ডাকনাম বৃষ্টিপাত।



বিলাপ

নীল দাশগুপ্ত

দীর্ঘ সে সোপান
বা অনন্ত সমাপ্তি
জাগতিক ইচ্ছে বা তোমার দয়ার অপমান
বাকি নিরর্থক কবিদের আনাগোনা
নতুবা ফিরে আসার বড্ড তাড়া
সমান্তরালে সেই ভালোবাসা তো মিথ্যে নয়

আঘাতের পর করুণা
রূপ ধারণ বা অহং বিসর্জন
নিরাকার তার রূপ বা সবই কল্পনার খোলস
যত্নে রাখা বা ধুলোয় জমা শীর্ণতা
অথবা তোমার কোলে মাথা রাখি রোজ
জটিল ভোরের সেই শালীনতা তো মিথ্যে নয়

তারপর ধোঁয়ায় ফিরে আসে আমার আত্মা
দেওয়াল ভেঙে চিৎকার করে এগিয়ে বহুদূর
নাইবা চালাক বাচালতা নাইবা হোক সে বিলাপ

শেষের পাতায় সব গল্প তো আর রূপকথা নয়...

নবান্নের দেশে

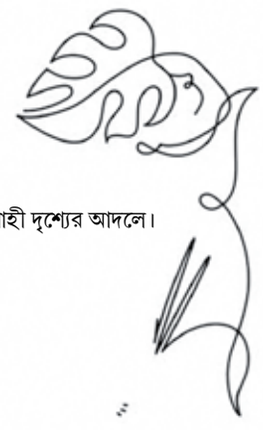
আশুতোষ সরকার

কার্তিকের পড়ন্ত বিকেল
গৃহবন্দি অস্পষ্ট কোলাহল
ধানের শিষের প্রণাম বসুমতীকে,
গ্রাম ছাড়িয়ে গাঁয়ের মেঠো পথ
সোনালি ধানের আচ্ছাদনে।

গোধূলির মিষ্টি আভা
শস্য ভরা প্রান্তর সোনার ছটায়
এ প্রান্তর থাক চিত্রকরের আঁকা মনোগ্রাহী দৃশ্যের আদলে।

কার্তিকের নবান্ন
শূন্যতায় হেমন্ত
হারাবে এই অনন্য গোধূলি।

উচ্ছ্বাস নেই
আছে প্রশান্তি
আর হেমন্ত আনে নতুন বার্তাও।



অণুগল্প

কুয়াশা পেরিয়ে

মহুয়া রুদ্র

দময়ন্তীর ট্রান্সফার এবার কার্সিয়াংয়ে। মনের কোণে এক চোরা আনন্দ। সেই ছোটবেলা থেকেই খুব কাছ থেকে পাহাড় দেখার ইচ্ছে। হয়ে ওঠেনি। এবার শখ পূরণ হতে চলেছে।

কার্সিয়াংয়ের ফরেস্ট অফিসটা বাজার থেকে একটু উপরে। অফিস ঘুরে পাইন গাছে মোড়া পিচের সরু রাস্তা উপরে উঠে গেছে। দুপুরের আলো নরম হতেই একটা আলো-আঁধারি মাদকতা দময়ন্তীকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলে। আর তা পুরোপুরি উপভোগ করতেই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এ পথটুকু হেঁটে কোয়ার্টারে ফেরে সে।

তিনটের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে যেতে গিয়েই চোখ আটকে গেল। ভারী জ্যাকেট পরা— তমাল না! কলেজের পর তমালের ভালোবাসার হাত উপেক্ষা করে দময়ন্তী কেরিয়ারের হাত ধরেছিল। ও কি একা?

তমাল এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, 'অবাক হলে? ভুল শোধরাতে এসেছি।'

দময়ন্তী এবার অবাক হয়।

তমাল বলে চলে, 'আমি শুধু স্বার্থপরের মতো মেল ইগোইজমে ভুগে তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার স্বপ্নকে অস্বীকার করেছিলাম। আর না।'

পাইন ঘেরা সরু পথে দুজনের গল্প এগিয়ে চলে, কুয়াশা পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধানে।



হাজিরা

দেবাশিস তেওয়ারী

ভাঙনের পরের সোমবার চরধলা প্রাইমারি স্কুল খুলল। স্কুল বলতে এখন বাঁধের ওপর একটা ত্রিপল, তার নীচে ব্ল্যাকবোর্ড আর হরেন মাস্টারের টিনের বাক্স। তোর্ষা এক রাতে তেতাল্লিশটা ঘর নিয়েছে, স্কুলবাড়ির অর্ধেক, আর তিনটে মানুষ।

মাস্টার বাক্স খুলে হাজিরা খাতা বের করলেন। পাতার কোণ ভিজে ফুলে আছে, তবু নামগুলো পড়া যায়। তিনি রোজকার মতো ডাকতে লাগলেন। এগারোজন বলল, 'উপস্থিত'। বাকিরা কেউ মামাবাড়িতে, কেউ ত্রাণশিবিরে, কেউ বাবার সঙ্গে ভিনরাজ্যের ট্রেনে।

সাতাশ নম্বরে এসেও তাঁর গলা থামল না। 'রুবিনা খাতুন'। ছেলেমেয়েরা মুখ নামাল। বাঁধের নীচে নদী পাড় ভাঙার একটা শব্দ করল— ঝুপ— যেন কেউ সাড়া দিল।

মাস্টার কলম তুললেন। নামটা কাটলেন না। যারা আসেনি তাদের মতোই ঘরে একটা 'অ' বসালেন— অনুপস্থিত; তারপর পরের নামে গেলেন। খাতায় 'নেই' লেখার কোনও ঘর থাকে না। মাস্টার ঠিক করেছেন, যত দিন খাতা তাঁর হাতে, থাকবেও না।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com



একশোয় একশো...





৮ নভেম্বর ২০২৬ ফিলিপিন্সের ওজামিজ সিটিতে আন্তর্জাতিক দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে ভারতের শততম গ্র্যান্ড মাস্টার (জিএম) হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের বছর বাইশের অনুজ শ্রীবাত্রী। ১৯৮৮ সালে বিশ্বনাথন আনন্দের মাধ্যমে যে যাত্রার সূচনা তাতে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় এই সাফল্য। ভারতীয় দাবার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে লিখলেন প্রবুদ্ধ ঘোষ।

৮ নভেম্বর ২০২৬ ফিলিপিন্সের ওজামিজ সিটিতে আন্তর্জাতিক দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে মধ্যপ্রদেশের বাইশ বছরের অনুজ শ্রীবাত্রী ভারতের শততম গ্র্যান্ড মাস্টার (জিএম) হলেন। অনুজ তাঁর রাজ্যের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টারও বটে। ১৯৮৮ সালে বিশ্বনাথন আনন্দ দেশের প্রথম জিএম হন, দ্বিতীয় জিএম দিব্যেন্দু বড়ুয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯৯১ পর্যন্ত। বছর পনেরো আগে ভারতের জিএম ছিলেন প্রায় ৩০ জন, ২০২২-এর চেন্নাই অলিম্পিয়াডের সময় ৭৫। শুধু ২০২৬ সালেই খেতাব পেয়েছেন দশজন (৯১তম থেকে ১০০তম)।

এক পরিসংখ্যানে তুলনাটা স্পষ্ট হয়ঃ ১৯৯৩ সালে রাশিয়ার জিএম ছিলেন ৯১ জন, যুক্তরাষ্ট্রের ৪০, জার্মানির ৩৪, ভারতের মাত্র ২। ২০২৫-এ রাশিয়া ২১০ ছাড়িয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ১০৬, জার্মানি ৯৬, ইউক্রেন ৮৯। মোট সংখ্যায় রাশিয়া এখনও অনেক এগিয়ে, কিন্তু তিন দশকে দুই থেকে একশো-বৃদ্ধির এই হার অভূতপূর্ব।

তবে খেতাব-গণনাই ভারতের দাবাশক্তির একমাত্র মাপকাঠি নয়। ফিডে


ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার কোনেরু হাম্পি



ভারতের শততম গ্র্যান্ড মাস্টার অনুজ শ্রীবাত্রী

প্রতি মাসে প্রতিটি দেশের শীর্ষ দশ খেলোয়াড়ের গড় রেটিং প্রকাশ করে। নভেম্বর ২০২৬-এর তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র (২৭১৯) প্রথম, ভারত (২৭০৬) দ্বিতীয়, তারপর চিন (২৬৬৩) ও রাশিয়া (২৬৩৮)। লক্ষণীয়, মার্কিন দাবাশক্তির একটা বড় অংশ এসেছে কারুয়ানা, ওয়েসলি সো, আরোনিয়ানের মতো অন্য ফেডারেশন থেকে আসা খেলোয়াড়দের হাত ধরে। ভারতের শীর্ষ সারি দেশেই তৈরি। সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর তালিকায় বিশ্বের শীর্ষ ১০০-তে ছিলেন ১৫ জন ভারতীয়, মহিলাদের শীর্ষ ১০০-তে ১১ জন। শুধু এই চোখধাঁধানো শীর্ষসারির হিসেব না, ভারতীয় দাবার ভিত তৃণমূলস্তর থেকে শক্ত হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বদাবা শাসনে প্রস্তুত হচ্ছে। ২০২৫-এর মে মাসের ফিডে-রেটেড খেলোয়াড়ের সংখ্যায় ভারত (প্রায় ৩২,৫০০) কেবল রাশিয়ার পরে।

এই উত্থানের শরিক এক ঝাঁক তরুণ। দোম্মারাজু গুকেশ ডিসেম্বর ২০২৪-এ ডিং লিরেনকে হারিয়ে ইতিহাসের কনিষ্ঠতম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন। আনন্দের বিশ্বখেতাব হারানো আর গুকেশের খেতাবপ্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১১ বছরের। গুকেশ ২৪ নভেম্বর থেকে জেনেভায় খেতাব রক্ষায় নামছেন উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভের বিরুদ্ধে। সাম্প্রতিক ফর্ম অবশ্য তাঁর পক্ষে নেই, নভেম্বরের ক্রমতালিকায় তিনি নেমেছেন ২৬ নম্বরে, কিন্তু খেতাবরক্ষায় তিনি সর্বশক্তি ব্যয় করবেন নিশ্চিতভাবেই। অর্জুন এরিগাইসি ২০২৪-এ আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ২৮০০ রেটিংস্তর ছুঁইছেন। আর. প্রজ্ঞানন্দ ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট, ২০২৬-এর ক্যান্ডিডেটসে খেলেছেন। নিহাল সারিনও শীর্ষ তিরিশের নিয়মিত মুখ। দলগতভাবে ২০২৪-এর বুদাপেস্ট অলিম্পিয়াডে ভারত ওপেন ও মহিলা দুই বিভাগেই সোনা জেতে। সম্প্রতি সমরকন্দ অলিম্পিকে ওপেনে রুপো, মহিলা বিভাগে ব্রোঞ্জ, এবং সম্মিলিত সেরা ফলের জন্য নোনা গাপ্রিন্দাশভিলি ট্রফি টানা তৃতীয়বার।

মহিলা দাবায় পরিবর্তন আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২৩-এ ভারতের ৮২ জন জিএম-এর মধ্যে মহিলা ছিলেন মাত্র দুজন, কোনেরু হাম্পি (২০০২) ও হারিকা দ্রোণাবল্লী (২০১১)। তারপর আর. বৈশালী জিএম হন, এবং ২০২৫-এ মহিলা বিশ্বকাপ জিতে দিব্যা দেশমুখ হন ভারতের ৮৮তম জিএম। এপ্রিল ২০২৬-এ বৈশালী প্রথম ভারতীয় হিসেবে মহিলা ক্যান্ডিডেটস জিতে চিনের জু ওয়েনজুনের বিরুদ্ধে বিশ্বখেতাবের লড়াইয়ের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ২০০১-এ সুব্বারমন বিজয়লক্ষ্মী প্রথম ভারতীয় উইমেন গ্র্যান্ডমাস্টার (ডব্লিউজিএম) (অতীতে দাবায় অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষের সংখ্যায় বড় ব্যবধান থাকায়, মূলত মহিলাদের অংশগ্রহণে উৎসাহ জোগাতে ফিডে (FIDE) মহিলাদের জন্য এই পৃথক খেতাব চালু করে) হয়েছিলেন; নভেম্বর ২০২৫-এ ইশা শর্মা হন ২৭তম।

ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টারদের রাজ্যভিত্তিক তালিকাটি এরকম: তামিলনাড়ু ৩৮, মহারাষ্ট্র ১৪, পশ্চিমবঙ্গ ১২, দিল্লি ৮, অন্ধ্রপ্রদেশ ৭, কর্ণাটক ৫, তেলেঙ্গানা ৩, কেরল ৩, গোয়া ৩, গুজরাট ২, ওড়িশা ২, এবং হরিয়ানা, অসম ও মধ্যপ্রদেশ একজন করে। ভারতীয় দাবার সোভিয়েত তামিলনাড়ু, ৩৮ জন জিএম, এমনি এমনি তৈরি হয় নি। আনন্দের দৃষ্টান্ত, চেন্নাই-কেন্দ্রিক অ্যাকাডেমি-সংস্কৃতি, স্কুলে দাবার প্রসার আর রাজ্য সরকারের সক্রিয়তা একসঙ্গে কাজ করেছে। ১৯৭০-র দশকে সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কলকাতায় আলেখিন চেস ক্লাব এবং চেন্নাইতে তাল চেস অ্যাকাডেমি শুরু হয়েছিল। তাল অ্যাকাডেমি থেকে একদা প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন আনন্দ, রমেশের মতো দাবাড়ুরা। ২০২২-এ খুব কম সময়ের মধ্যে অলিম্পিয়াড আয়োজন করেছিল তামিলনাড়ু, বিভিন্ন আইএম-নর্ম টুর্নামেন্টেও নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দেয়। পশ্চিমবঙ্গের আইএম-জিএমের তালিকায় ধারাবাহিকতা রেখেছে ২০২৬-এর ৯৫তম জিএম অরণ্যক ঘোষ। অসমের মায়াঙ্ক চক্রবর্তী (উত্তর-পূর্বের প্রথম জিএম) ও মধ্যপ্রদেশের অনুজ প্রমাণ করেছেন, মানচিত্র ছড়াচ্ছে, তবে ধীরে। উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের মতো জনবহুল রাজ্য এখনও শূন্যের ঘরে।

২০২৩-এ ভারতের ৮২ জন জিএম-এর মধ্যে মহিলা ছিলেন মাত্র দুজন, কোনেরু হাম্পি ও হারিকা দ্রোণাবল্লী। এরপর আর. বৈশালী জিএম হন, এবং ২০২৫-এ মহিলা বিশ্বকাপ জিতে দিব্যা দেশমুখ হন ৮৮তম জিএম। ২০০১-এ সুব্বারমন বিজয়লক্ষ্মী প্রথম ভারতীয় উইমেন গ্র্যান্ড মাস্টার (ডব্লিউজিএম) হয়েছিলেন।


বাংলার সর্বশেষ গ্র্যান্ড মাস্টার আরণ্যক ঘোষ


ভারতের প্রথম উইমেন গ্র্যান্ড মাস্টার সুব্বারমন বিজয়লক্ষ্মী

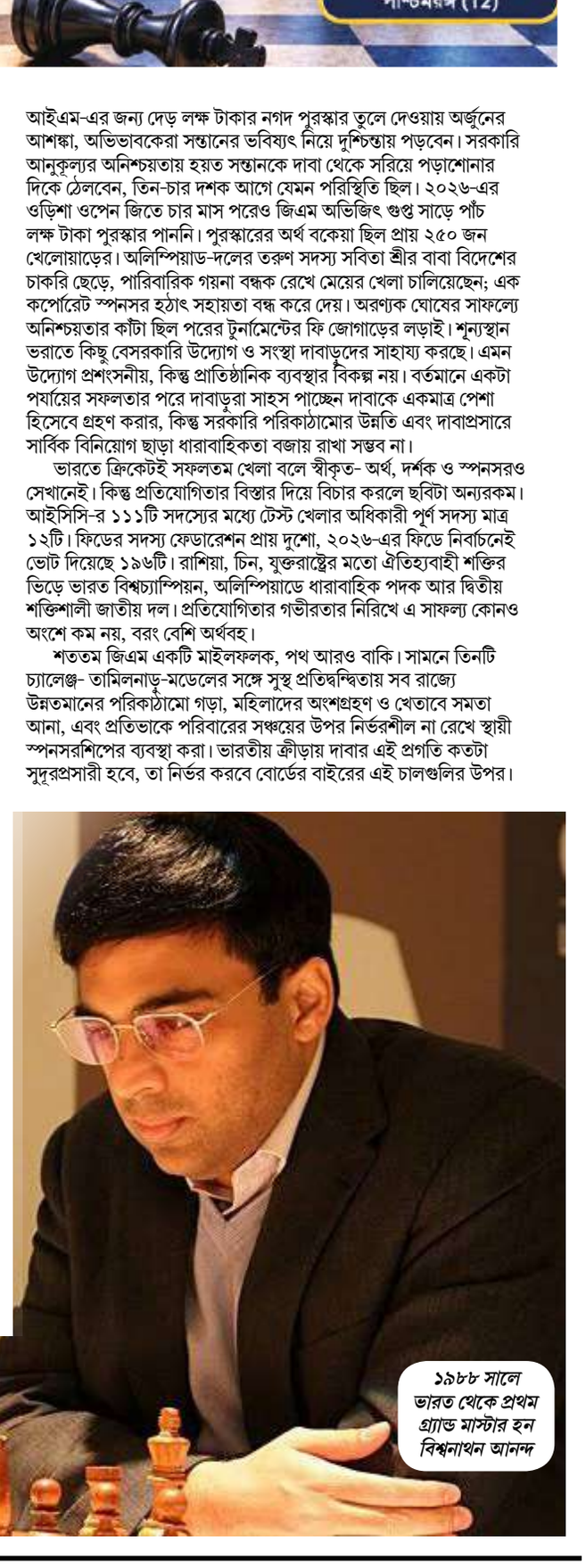
আনন্দ দেখিয়েছিলেন, ভারতীয়রা বিশ্বসেরা হতে পারে। ভারতে দাবার ইতিহাস সুপ্রাচীন, কিন্তু আধুনিক দাবায় ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র আধিপত্য। সেই আধিপত্যের প্রতিস্পর্ধায় ভারতের উত্তরাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দিশারী আনন্দই। আনন্দ বিশ্বসেরার মুকুট পরে থামেননি। ডিসেম্বর ২০২০-এ ওয়েস্টব্রিজ ক্যাপিটালের সঙ্গে গড়েন ওয়েস্টব্রিজ-আনন্দ চেস অ্যাকাডেমি (WACA)। প্রথম ফেলো গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দ, নিহাল, রৌনক সাধওয়ানি ও বৈশালী, অর্থাৎ আজকের সোনালি প্রজন্মের প্রায় পুরোটাই। সন্দীপন চন্দ, গ্রেজগোজ গায়েভস্কি, আর্তুর ইউসুপভ, বরিস গেলফান্ডের মতো মেন্টর যুক্ত হন। বিশ্বখেতাবী লড়াই বা ক্যান্ডিডেটসে প্রকৃত অগ্রজ সহযোদ্ধার মতো দিশা দেখিয়েছেন গুকেশ, প্রজ্ঞাদের। তৃতীয়ত, দাবাড়ুদের ব্যক্তিগত কোচদের নিষ্ঠা। প্রজ্ঞানন্দ-বৈশালীর গুরু আর. বি. রমেশ (চেস গুরুকুল), গুকেশের কোচ বিষ্ণু প্রসন্ন। চতুর্থত, অতিমারি-পর্বে অনলাইন দাবা দূরত্বের বাধা কমিয়ে শীর্ষ খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিয়মিত খেলার ও দানপর্যায়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ এনে দেয়, বিষ্ণু প্রসন্নও তা মেনেছেন।

ফেডারেশনের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। সারা ভারত দাবা ফেডারেশন (AICF, প্রতিষ্ঠা ১৯৫১) তামিলনাড়ু সরকারের সঙ্গে মিলে প্রথমবার অলিম্পিয়াড ভারতে আনে। ফিডের 'চেস ইন স্কুলস' প্রকল্প দেশজুড়ে স্কুলে স্কুলে দাবার প্রসার ঘটাতে চাইছে, নিয়মিত স্কুল-টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। ফিডের এডুকেশন কমিটিতে থাকা আইএম অতনু লাহিড়ী একক প্রচেষ্টায় দেশের শতাধিক স্কুলে দাবার প্রাথমিক পাঠ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। ২০২৫-এ চালু হয় অনূর্ধ্ব-৭ থেকে অনূর্ধ্ব-১৯ খেলোয়াড়দের জন্য 'টপ ন্যাশনাল প্লেয়ার্স স্টাইপেন্ড স্কিম'। দেশের মাটিতে নর্ম-টুর্নামেন্টও বেড়েছে। ২০২৬-এ চেন্নাইয়ের চোলা চেস ও পুনের রাউন্ড-রবিনে শেষ নর্ম পেয়েই জিএম হয়েছেন হর্ষবর্ধন ও অশ্বথ, ফলে বিদেশযাত্রার খরচের চাপ কিছুটা কমছে।

তবু সাফল্যের প্রদীপের নিচে রয়েছে আর্থিক অনিশ্চয়তাও। প্রজ্ঞানন্দ নিজে বলেছেন, শীর্ষ টুর্নামেন্টে খেলা ব্যয়বহুল, কর্পোরেট বা সরকারি সহায়তা জরুরি। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক জিএম খেতাবের জন্য চার লক্ষ ও আইএম-এর জন্য দেড় লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার তুলে দেওয়ায় অর্জুনের আশঙ্কা, অভিভাবকেরা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়বেন। সরকারি আনুকূল্যর অনিশ্চয়তায় হয়ত সন্তানকে দাবা থেকে সরিয়ে পড়াশোনার দিকে ঠেলবেন, তিন-চার দশক আগে যেমন পরিস্থিতি ছিল। ২০২৬-এর ওড়িশা ওপেন জিতে চার মাস পরেও জিএম অভিজিৎ গুপ্ত সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাননি। পুরস্কারের অর্থ বকেয়া ছিল প্রায় ২৫০ জন খেলোয়াড়ের। অলিম্পিয়াড-দলের তরুণ সদস্য সবিতা শ্রীর বাবা বিদেশের চাকরি ছেড়ে, পারিবারিক গয়না বন্ধক রেখে মেয়ের খেলা চালিয়েছেন; এক কর্পোরেট স্পনসর হঠাৎ সহায়তা বন্ধ করে দেয়। অরণ্যক ঘোষের সাফল্যে অনিশ্চয়তার কাঁটা ছিল পরের টুর্নামেন্টের ফি জোগাড়ের লড়াই। শূন্যস্থান ভরাতে কিছু বেসরকারি উদ্যোগ ও সংস্থা দাবাড়ুদের সাহায্য করছে। এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিকল্প নয়। বর্তমানে একটা পর্যায়ের সফলতার পরে দাবাড়ুরা সাহস পাচ্ছেন দাবাকে একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করার, কিন্তু সরকারি পরিকাঠামোর উন্নতি এবং দাবাপ্রসারে সার্বিক বিনিয়োগ ছাড়া ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব না।

ভারতে ক্রিকেটই সফলতম খেলা বলে স্বীকৃত- অর্থ, দর্শক ও স্পনসরও সেখানেই। কিন্তু প্রতিযোগিতার বিস্তার দিয়ে বিচার করলে ছবিটা অন্যরকম। আইসিসি-র ১১১টি সদস্যের মধ্যে টেস্ট খেলার অধিকারী পূর্ণ সদস্য মাত্র ১২টি। ফিডের সদস্য ফেডারেশন প্রায় দুশো, ২০২৬-এর ফিডে নির্বাচনেই ভোট দিয়েছে ১৯৬টি। রাশিয়া, চিন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো ঐতিহ্যবাহী শক্তির ভিড়ে ভারত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিয়াডে ধারাবাহিক পদক আর দ্বিতীয় শক্তিশালী জাতীয় দল। প্রতিযোগিতার গভীরতার নিরিখে এ সাফল্য কোনও অংশে কম নয়, বরং বেশি অর্থবহ।

শততম জিএম একটি মাইলফলক, পথ আরও বাকি। সামনে তিনটি চ্যালেঞ্জ- তামিলনাড়ু-মডেলের সঙ্গে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব রাজ্যে উন্নতমানের পরিকাঠামো গড়া, মহিলাদের অংশগ্রহণ ও খেতাবে সমতা আনা, এবং প্রতিভাকে পরিবারের সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল না রেখে স্থায়ী স্পনসরশিপের ব্যবস্থা করা। ভারতীয় ক্রীড়ায় দাবার এই প্রগতি কতটা সুদূরপ্রসারী হবে, তা নির্ভর করবে বোর্ডের বাইরের এই চালগুলির উপর।


১৯৮৮ সালে ভারত থেকে প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হন বিশ্বনাথন আনন্দ

টেস্ট স্কোয়াডে কুলদীপের বদলে গুরনুর

সিরিজ জয়ের আরও এক সুযোগ ভারতের

মাউন্ট মাউনগানুই, ১৪ নভেম্বর : উইল ইয়ং ১২৫, ভারত ৮৯।

শুক্রবার মাউন্ট মাউনগানুইয়ের বে ওভালে চতুর্থ ওডিআইয়ে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেডের ২৪৪ রানে লজ্জাজনক হারের পর মিমে ভরে গিয়েছিল সমাজমাধ্যম। বলা হচ্ছে, 'ভারত তো উইল ইয়ংয়ের ১২৫ রানই পেরোতে পারেনি।' কথাটা ঠিক। রাত পেরোলে এই বে ওভালেই পঞ্চম তথা নির্ণায়ক ওডিআইয়ে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত। সিরিজ জয়ের আরও একটি সুযোগ কাজে লাগাতে হলে কিউয়ি বোলারদের সুইং সামলানোই রবিবাসরীয় লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে শ্রেয়সদের।

টি২০ সিরিজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ১৯ নভেম্বর থেকে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হবে ভারত-নিউজিল্যান্ডের। দুই সিরিজের মাঝে এই ৫ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ যেন অনেকটা 'স্যান্ডউইচ'-এর মতো। চোট-আঘাত ও টেস্টের প্রস্তুতিতে চলে যাওয়ার জন্য গত চার ম্যাচ মিলিয়ে দুই দল ৩২ জন ক্রিকেটারকে ব্যবহার করে ফেলেছে। যার মধ্যে কিউয়ি ক্রিকেটারের সংখ্যা ১৮। দ্বিপাক্ষিক ওডিআই সিরিজে কোনও দলের হয়ে সর্বাধিক খেলা ক্রিকেটারের সংখ্যা ২১। আগামীকাল কিউয়ি শিবিরে গোটা তিনেক পরিবর্তন হওয়া নিশ্চিত। কারণ টেস্টের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন গত ম্যাচে ভারতের ঘাতক হয়ে ওঠা পেসার ম্যাট হেনরি। তাঁর সঙ্গী হয়েছেন দীর্ঘদেহী পেসার কাইল জেমিসন। হেনরি, জেমিসনের না থাকা কি আগামীকাল ভারতকে কিছুটা স্বস্তি দেবে? উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু গত ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ যেভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। চতুর্থ ম্যাচের ব্যাটিং হারাকিরি নিয়ে কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক শ্রেয়সের বিশ্লেষণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে। আগামীকাল বে ওভালের বাইশ গজে আরও একবার 'বেইজ্জত' হতে হলে ফের ব্যাটিংয়ের কঙ্কালসার চেহারাটা সামনে চলে আসবে।

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
পঞ্চম ওডিআই আজ
সময় : সকাল ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মাউন্ট মাউনগানুই
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশেও বদল নিশ্চিত। স্বপ্নের ছন্দে থাকা পেসার গুরনুর ব্রার টেস্টের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন। ফলে আগামীকাল তিনি খেলতে পারবেন না। টেস্ট স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গত ম্যাচে ইয়ংয়ের 'খাদ্য' বনে যাওয়া কুলদীপ যাদবকে। গত ম্যাচের একাদশে তারকা পেসার মহম্মদ সিরাজকে না দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। আগামীকাল ব্রারের জায়গায় সিরাজের ঢোকা প্রায় নিশ্চিত। কুলদীপও সম্ভবত আরও একটা সুযোগ পেতে চলেছেন।

ব্যাটিং অর্ডারে খুব পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে সম্ভবত শেষবার দেখতে চলেছেন কিউয়ি ক্রিকেটভক্তরা। গত ম্যাচে দুইজনেই খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফেরায় মন ভরেনি ক্রিকেট পিপাসুদের। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডে শেষ ওডিআইয়ে শতরান পেয়েছিলেন রোহিত। আগামীকাল বে ওভালের মাঠে আরও একটা 'হিটম্যান স্পেশাল' এসে গেলে কোচ হিসেবে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয়ের রাস্তা সুগম হবে গম্ভীরের। রানখরা কাটানোর বাড়তি তাগিদ থাকবে অধিনায়ক শ্রেয়সের। বিরাটের ব্যাট চললে অনেক সমস্যারই যে সমাধান হয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘরের মাঠে টানা ১১টি ওডিআই সিরিজ জিতে ভারতের বিরুদ্ধে নেমেছে কিউয়িরা। টানা সিরিজ জয়ের দৌড়ে ছেদ পড়েছে। আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য থাকবে দুরন্ত পারফরমেন্সে সাত বছর পর নিউজিল্যান্ডকে ওডিআই সিরিজ হারের স্বাদ দেওয়া।



ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসনদের অনুপস্থিতিতে আজ বড় পরীক্ষা বিরাট কোহলির।

অর্ধশতরানে স্কাইয়ের বার্তা নির্বাচকদের

নজির বৈভবের, জলে গেল ক্রুণালের লড়াই

কলকাতা ও ইন্দোর, ১৪ নভেম্বর : দেশকে টি২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর আর ভারতের টি২০ স্কোয়াডে জায়গা হয়নি সূর্যকুমার যাদবের। জাতীয় দলে ফেরার লক্ষ্যে এবারের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-কে বেছে নিয়েছেন স্কাই। যার শুরুটা শনিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রাজকীয় মেজাজে করলেন সূর্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দুরন্ত অর্ধশতরানে নির্বাচকদের বার্তা দিয়ে রাখলেন তিনি। সূর্যের তেজে হায়দরাবাদকে ৭ উইকেটে উড়িয়ে মুস্তাকে যাত্রা শুরু করল মুম্বই।

এদিন টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে হায়দরাবাদ ১৭২ রানে অল আউট হয়। অভিরথ রেড্ডি (৩৫), কোদিমেলা হিমাতেজা (২৫) ছাড়া কেউ বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। ম্যাক্সওয়েল স্বামীনাথন ২৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন শিবম দুবে (৩১/২) ও সাইরাজ পাতিল (২৭/২)। রানতাড়ায় অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (২৭) ও হার্দিক তামোরে (২২) মুম্বইয়ের শুরুটা ভালো করেছিলেন। দুই ওপেনার ফেরার পর চার নম্বরে নেমে শুরু হয় সূর্যের (২১ বলে অপরাজিত ৬০) তাণ্ডব। ছয়টি চার ও পাঁচটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে আসর জমিয়ে দেন তিনি। যার মধ্যে ১৫ বলে অর্ধশতরান আসে সূর্যের। মুশির খানের (২৪ বলে ৫১) সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে সূর্যের ২৩ বলে ৬৫ রানের জুটিতে ম্যাচ কার্যত নিশ্চিত করে ফেলে মুম্বই। পরে জোড়া ছক্কায় ম্যাচ ফিনিশ করে আসেন টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার শিবম (৫ বলে অপরাজিত ১৩)। মুম্বই ১৩.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৪ রান তুলে নেয়।

অন্যদিকে, পুরুষদের টি২০-তে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক হওয়ার নজির গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী। যদিও তাঁর দল বিহার ৫ উইকেটে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। এদিন টসের সময় বৈভবকে দলের কম্বিনেশন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। তবে চমকে দিয়ে পনেরোর বৈভবের সহাস্য জবাব, 'স্যর, আমি ভুলে গিয়েছি।' পরে অবশ্য তিনি বলেছেন, 'বিহারের হয়ে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলাম। আজ সেই রাজ্য দলের অধিনায়ক আমি। স্বপ্ন সত্যি হল। আমি দায়িত্ব পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' ব্যাট হাতে অবশ্য জোড়া চার ও একটি ছক্কায় ইনিংস শুরু করলেও ১৮-এর বেশি এগোতে পারেননি বৈভব। বিহারের বাকি ব্যাটারদের কাজ কঠিন দেন চেতন সাকারিয়া (৩৩/৩) ও প্রেরক মানকড় (২০/৩)। জবাবে বৈভবের সঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতা হরবংশ পাঙ্গালিয়ার (১১ বলে ৩৩) ব্যাটে ভর করে সৌরাষ্ট্র ১৬.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। সুরজ কাশ্যপ ৩৯ রানে ৩ উইকেট নিলেও বিহারের হার বাঁচাতে পারেননি।

ইন্দোরে গ্রুপ 'বি'-র অন্য ম্যাচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের জয়ের নায়ক অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বৈভবদের সতীর্থ বিহান মালহোত্রা। তাঁর অর্ধশতরানে ৪ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিয়েছে পাঞ্জাব। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে হরিয়ানা ৬ উইকেটে ১৯০ রান তুলে পাঞ্জাবকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। পালটা হিসেবে এদিনই মুস্তাক আলিতে অভিষেক হওয়া বিহানের (৫০ বলে ৮৬) আক্রমণাত্মক ইনিংসে ৫ বল বাকি থাকতে পাঞ্জাব ৬ উইকেটে ১৯৩ রান তুলে নেয়। বিহানকে যোগ্য সংগত করেন উদয় সাহারান (১৮ বলে অপরাজিত ৪২)।

অন্যদিকে, চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে অলরাউন্ড পারফরমেন্স করলেও বরোদাকে জেতাতে পারলেন না ক্রুণাল পান্ডিয়া। বরোদা ম্যাচ হারল ৩ উইকেটে। টসে হেরে বরোদা ৬ উইকেটে ১৪৮ রান তোলে। ক্রুণাল ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন। রানতাড়ায় নেমে ক্রুণাল (৭/২), দীপক হুডাদের (৬/২) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে একসময় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল চণ্ডীগড়। কিন্তু তারা শেষপর্যন্ত ১৯.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়।



দীর্ঘদিন পর মাঠে নেমেই ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরান করলেন সূর্যকুমার যাদব। শনিবার কলকাতায়।



হ্যাটট্রিকের পর উল্লাস নেদারল্যান্ডসের তিজ্জানি রেইন্ডার্সের।

সার্বিয়ার বিরুদ্ধে জয় জার্মানির

গ্রিসকে গোলের বন্যায় ভাসাল নেদারল্যান্ডস

আমস্টারডাম, ১৪ নভেম্বর : ঘরের মাঠে গ্রিকদের বিরুদ্ধে তাণ্ডব ডাচদের। উয়েফা নেশনস লিগের 'বি'-গ্রুপের ম্যাচে গ্রিসকে গুনে গুনে ৭ গোল দিল জাভি হার্নান্ডেজের ছেলেরা।

প্রথমার্ধেই পাঁচ গোলের লিড। ম্যাচের ভাগ্য ওখানেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। শুরুটা করেছিলেন ক্রিসেনসিও সামারভিল। ৪ মিনিটেই নেদারল্যান্ডসকে লিড এনে দিয়েছিলেন। এরপর তাণ্ডব শুরু করেন তিজ্জানি রেইন্ডার্স। ১২ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন তিনি। ৬ মিনিট পরে ফের গোল করেন প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকা। ৩৩ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। ৪০ মিনিটে ডাচদের পঞ্চম গোলটি করেন জুরিয়েন টিম্বার। ৫৯ মিনিটে ষষ্ঠ গোলটিও তাঁরই করা। ৬১ মিনিটে ডনিয়েল মালেন গ্রিকদের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন।

ম্যাচের পর নেদারল্যান্ডস কোচ জাভি বলেছেন, 'প্রথমার্ধে আমরা অসাধারণ ফুটবল খেলেছি। ফুটবলারদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু এটা একটা ম্যাচে হল। পরের ম্যাচগুলিতেও এই পারফরমেন্স ধরে রাখতে হবে।' আপাতত এই জয়ের সুবাদে শেষ আটের পথে আরও এগিয়ে গেল নেদারল্যান্ডস।

ডাচদের দাপটের দিনে গ্রুপের অপর ম্যাচে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয় পেল জার্মানি। বেলগ্রেড শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া এই ম্যাচে ৩ মিনিটেই লিড পেয়েছিল জুরগেন ক্লপের দল। সার্বিয়ান ডিফেন্ডার সার্জান বাবিচ আত্মঘাতী গোল করেন। ১৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ফ্লোরিয়ান রিৎজ। ৫০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ব্রায়ান গ্রুডা। ৫৬ মিনিটে সার্বিয়ার হয়ে একটি গোল শোধ করেন সার্জান বাবিচ। ম্যাচের শেষদিকে ভানিয়া দ্রাগোভিচ ও আন্দ্রিয়া জিভকোভিচ লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় সার্বিয়াকে। অবশ্য সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি জার্মানরা। ম্যাচের পর জার্মান কোচ ক্লপ বলেছেন, 'দলের পারফরমেন্সে আমি খুশি। তবে আরও উন্নতি করতে হবে। এরপরে বার্লিনে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ। একটা অনবদ্য ম্যাচ হতে চলেছে।'

এদিকে, নেশনস লিগের অপর ম্যাচে স্কটল্যান্ড ২-১ গোলে হারিয়েছে উত্তর ম্যাসিডোনিয়াকে। স্লোভানিয়ার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে সুইৎজারল্যান্ড।

> প্রথমার্ধে আমরা অসাধারণ ফুটবল খেলেছি। ফুটবলারদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু এটা একটা ম্যাচে হল। পরের ম্যাচগুলিতেও এই পারফরমেন্স ধরে রাখতে হবে।
> **-জাভি হার্নান্ডেজ**
> নেদারল্যান্ডসের কোচ



জয়ের পর ফ্লোরিয়ান রিৎজকে সাবাশি জার্মানির কোচ জুরগেন ক্লপের।

সম্মানরক্ষাই চ্যালেঞ্জ আজ খালিদের দলের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : শেষ তিন ম্যাচে ১৫ গোল হজম। তার মধ্যে গত ম্যাচেই ৫ গোল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামার আগে নিজেদের রক্ষণভাগই আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের সামনে।

গত ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ও গোলের মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিশাল কেইথ। যার বিশ্বস্ত হাতের সৌজন্যে আরও বড় লজ্জার হাত থেকে রেহাই পায় ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে কি হবে? কোচ খালিদ জামিল মুখে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বললেও সেই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যদি না নিউজিল্যান্ড গত ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়ের পর আত্মতুষ্ট হয়ে ভারতকে হালকাভাবে নেয়। না হলে এই কোচের অধীনে ভারতের ঘুরে দাঁড়ানো একপ্রকার অসম্ভব।

দুই দলের মধ্যে এখন ফিফা র‍্যাংকিং কিংবা ফুটবলের গুণগত মানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। শারীরিক সক্ষমতাতেও ক্রিস উডরা মনবীরদের থেকে অনেক এগিয়ে। প্রথম ম্যাচেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কোচ হিসেবে রক্ষণ জমাট রাখার ক্ষেত্রে খালিদ জামিলের সুনাম ছিল। কিন্তু জাতীয় দলে তার কোনও প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে না। ক্লাব ফুটবল ও জাতীয় দল যে এক নয়, সেটা মানোলো মার্কুয়েজের মতো প্রাজ্ঞ কোচকে দেখে বোঝা গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও ফেডারেশন কর্তাদের বোধদয় হয়নি। তারা আবার খালিদকে দায়িত্ব দিয়েছেন। যিনি দলের কম্বিনেশন তৈরি করার চেয়ে নিজের ব্যক্তিগত পছন্দকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

চোটের জন্য নেই আনোয়ার আলি। তারপরেও কোনও অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারকে দলে নেওয়া হল না। খালিদের প্রথম একাদশ বাছাই নিয়েও রয়েছে বিস্তর প্রশ্ন। মেহতাব সিং দলে থাকতে কীভাবে বিজয় ভার্গিস, পরমবীররা শুরু করেন। লিস্টন কোলাসো ছন্দে না থাকলেও প্রথম একাদশে থাকেন। আর ফর্মে থাকা আশিক কুরুনিয়ানকে বদলি হিসেবে নামতে হয়। অবশ্য প্রথম ম্যাচে হারের দায় খালিদ নিজের কাঁধেই নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'গত ম্যাচের হারের ক্ষেত্রে আমার অনেক ভুল ছিল। কিছু ব্যক্তিগত ভুলের মাশুল আমাদের দিতে হয়েছিল। তবে খেলোয়াড়দের মানসিকতা দেখে আমি খুশি। রবিবার ভুলত্রুটি শুধরে মাঠে নামব। ছেলেরা নিজেদের উজার করে দিতে প্রস্তুত।'

শুক্রবার ভারতীয় দলের কোনও অনুশীলন ছিল না। শনিবার মূল মাঠে গা ঘামিয়েছেন মনবীর সিং, অনিরুদ্ধ থাপারা। রক্ষণ সংগঠনেই বাড়তি জোর দিলেন খালিদ। রক্ষণ সামলে পরিস্থিতি বুঝে আক্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা তার। দলে একাধিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভারতকে নিজেদের মানরক্ষা করতে পারবে? সেটাই এখন দেখার।



দেশকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।



ভারতের দুর্গ সামলানোর প্রস্তুতিতে গোলকিপার বিশাল কেইথ। ক্রাইস্টচার্চে।

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি
সময় : সকাল ৮.৪০ মিনিট
স্থান : ক্রাইস্টচার্চ
সম্প্রচার : ডিএজেডএন অ্যাপের মাধ্যমে ফিফা প্লাস টিভিতে

কুমামাতো ওপেনে ফাইনালে লক্ষ্য

কুমামাতো, ১৪ নভেম্বর : ইতিহাস লক্ষ্য সেনের। প্রথম ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসেবে কুমামাতো ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠলেন তিনি। রবিবার ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ঘরের মাঠে খেলতে নামা কোকি ওয়াতানাবে। খেতাবি লড়াই নিশ্চিত করে লক্ষ্য বলেছেন, 'এখানে খেলতে পেরে ভালো লাগছে। গতবারের চেয়ে ভালো করার চেষ্টা করব।'



প্রথমবার কুমামাতো ওপেনের ফাইনালে ওঠার পথে লক্ষ্য সেন।

সেমিফাইনালে প্রতিযোগিতার অষ্টম বাছাই লক্ষ্য ২১-১২, ১৫-২১, ২১-১১ পয়েন্টে হারিয়েছেন ষষ্ঠ বাছাই ইন্দোনেশিয়ার আলবি ফারহানকে। ৭০ মিনিটের লড়াইয়ের পর ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ফারহানের বিরুদ্ধে এটাই লক্ষ্যর প্রথম জয়। চলতি মাসের শুরুতে জার্মানির সারব্রুকেনে হাইলো ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দুরন্ত ফর্ম বজায় রেখেছেন লক্ষ্য। চলতি মরশুমে এটা তাঁর তৃতীয় বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনাল। লক্ষ্য প্রথম গেমে সহজে জেতার পর, দ্বিতীয় গেমে ফিরে আসেন ফারহান। নির্ণায়ক গেমে শুরু থেকেই এগিয়ে ছিলেন ২৫ বছরের ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা। যে লিড শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নিলেন তিনি।

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর র‍্যাংকিংয়ে এই মুহূর্তে ১২ নম্বরে রয়েছেন লক্ষ্য। রবিবার ফাইনালে জিতলে তিনি ৯২০০ পয়েন্ট পাবেন। রানার্স হলে পাবেন ৭৮০০ পয়েন্ট। সেক্ষেত্রে র‍্যাংকিংয়ে তিনি উঠে আসবেন ৮ নম্বরে।



দেশের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলের পর '৭০' লেখা চিরকুট হাতে মহম্মদ সালাহ।

মিশরের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার হলেন সালাহ

কায়রো, ১৪ নভেম্বর : দীর্ঘদিনের রেকর্ড ভেঙে মিশর জাতীয় ফুটবল দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলস্কোরারের আসনে বসলেন মহম্মদ সালাহ। শুক্রবার আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে মালাউইয়ের বিরুদ্ধে ৫-০ গোলের বিশাল জয়ে জোড়া স্কোরে ৭০তম গোলে পৌঁছে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন প্রাক্তন লিভারপুল তারকা।

কায়রোয় ঘরের মাঠে ইতিহাস স্পর্শ করার জন্য ম্যাচের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সালাহকে। ৮৪ মিনিটে দুর্দান্ত হেডারে গোল করে মিশরের প্রাক্তন কোচ ও কিংবদন্তি হোসাম হাসানের ৬৯ গোলের নজির স্পর্শ করেন তিনি। এরপর সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি থেকে লক্ষ্যভেদ। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজের ৭০তম গোলটি পূর্ণ করেন সালাহ। আর সেই সুবাদে টপকে যান হোসামকে। ২০১১ সালে জাতীয় দলে অভিষেকের পর ১২১ ম্যাচ খেলে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন সালাহ। ১৭৮টি ম্যাচ খেলে হোসাম ৬৯ গোল করেছিলেন। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই মিশর জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন হোসাম। তার ঠিক পরই এই নজির গড়লেন সালাহ।

বিষ্ণু, সানার গোলে সাফ ফাইনালে ভারত

ভারত-২ (বিষ্ণু, চিংলেনসানা)
ভুটান-১ (কিংজান)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ভুটানের বিরুদ্ধে ফুটবলে একশো শতাংশ জয়ের রেকর্ড ধরে রাখল ভারত। দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে 'ড্রাগন বয়'দের ২-১ গোলে হারাল নৌশাদ মুসার ছেলেরা। ফাইনালে ভারতের সামনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। যারা সেমিফাইনালে ১-০ গোলে বাংলাদেশকে হারিয়েছে।

ম্যাচের ৮ মিনিটে প্রথম গোল পিভি বিষ্ণুর। মাঝমাঠ থেকে বল ভাসিয়েছিলেন খাইমিনথাং লুংদিম। চুম্বকের মতো তা ধরে দুরূহ কোণ থেকে লক্ষ্যভেদ কেরালাইট ফরোয়ার্ডের। ২৭ মিনিটে দ্বিতীয় গোল চিংলেনসানা সিংয়ের। ডানদিক থেকে ভেসে আসা কর্নার প্রথম প্রচেষ্টায় বিপন্মুক্ত করতে পারেনি ভুটান। ওই বল জোরালো শটে জালে পাঠান অরক্ষিত থাকা চিংলেসানা। সাফের ইতিহাসে এদিন সেমিফাইনালেই প্রথমবারের জন্য ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির ব্যবহার হল। আর সেই প্রযুক্তির মাধ্যমে নেওয়া দুইটি সিদ্ধান্ত দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি অনেকটাই বদলে দেয়।

সামনে পাকিস্তান

৪৮ মিনিটে একটি গোল শোধ করে ভুটান। ফ্রি কিক থেকে ভেসে আসা বল সাইডভলিতে গোলের একেবারে সামনে পাঠিয়ে দেন চেনচো। শেষ মুহূর্তে আলতো ছোঁয়ায় তা জালে পাঠান কিংজান তোবদেন। অফসাইডের কারণে প্রথমে গোলটি বাতিল করেছিলেন রেফারি। পরে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। প্রথম ৪৫ মিনিটে যে ভুটান একটিও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি, দ্বিতীয়ার্ধজুড়ে তাদেরই আক্রমণের ঝড় আছড়ে পড়ল ভারতীয় রক্ষণে। ৬৪ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল ভারত। বক্সের মধ্যে ভুটানের ফুটবলারের হাতে বল লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ভিএআরের সৌজন্যে তাও বাতিল হয়ে যায়।

গোটা ম্যাচজুড়ে সুহেল আহমেদ বাট কার্যত সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী চালিয়ে গেলেন। ২১ মিনিটে তাঁর শট সহজেই ব্লক করে দেন ভুটানের এক ডিফেন্ডার। ৩৬ মিনিটে বিষ্ণুর নিখুঁত সেন্টার গোলের সামনে পেয়েও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। ৮৪ মিনিটে সামনে গোলরক্ষককে একা পেয়েও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ কাশ্মীরি স্ট্রাইকার। সুহেলের শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়।



সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে উচ্ছ্বাস সুহেল আহমেদ বাট, চিংলেসানা সিং, মাংলেনথাং কিপজেন, খাইমিনথাং লুংদিমদের। ঢাকায় শনিবার।

দেশকে জিতিয়ে বলছেন তৃপ্ত মোহিত

ভগবানে বিশ্বাস রেখেছিলাম

আল আমিরাত, ১৪ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে শনিবার কমেন্ট্রি বক্সে ছিলেন না ইয়ান বিশপ। থাকলে নিশ্চয় বলে উঠতেন, 'রিমেম্বার দ্য নেম...মোহিত উলভা।' আহমেদ হুসেইনের বলটা এগিয়ে এসে লং অফের উপর দিয়ে বাউন্ডারিতে পাঠাতেই ব্যাট, হেলমেট ফেলে দিলেন ১৮ বছরের মোহিত। তারপর চিগুরুপতি ভেঙ্কটা ও ডাগআউট থেকে ছুটে আসা সতীর্থদের সঙ্গে মেতে উঠলেন বন্য সেলিব্রেশনে। হবে নাই বা কেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদিনের ফাইনাল ভারতের কাছে ছিল জোড়া বদলার ম্যাচ। সেখানে ম্যাচ জেতানো ইনিংসে নিজের নামটা ভারতীয় ক্রিকেটভক্তদের ড্রয়িংরুমে পৌঁছে দিলেন সৌরাষ্ট্রের অলরাউন্ডার মোহিত। সঙ্গে ভবিষ্যতে তারকা হওয়ার স্বপ্নও দেখিয়ে রাখলেন।

> ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। আজকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স এবং ২০২৬ সালের পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জয়ের জন্য আমাদের তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। তাদের এই সাফল্য বহু তরুণকে অনুপ্রাণিত করবে। দলের আগামী দিনগুলোর প্রচেষ্টার জন্য রইল শুভকামনা।
> – নরেন্দ্র মোদি

২০২৫ সালের ২১ ডিসেম্বর। দুবাইয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জঘন্যভাবে হেরেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রেরা। এবারের আসরেও গ্রুপপর্বে অর্জুন রাজপুতের শতরানের পরও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল ভারতের ছোটদের। এদিনের ফাইনাল ১ উইকেটে জিতে সব আক্ষেপ মিটিয়ে নিল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আর এই গ্র্যান্ড ফিনালেতে নিজের বয়সভিত্তিক ক্রিকেট কেরিয়ারের সবচেয়ে দামি ইনিংসটা খেললেন মোহিত (২৬ বলে অপরাজিত ৪৯)।

পাকিস্তানের ৩৩৭/৯ স্কোরের জবাবে অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দানি (৮০), বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীরের (৫৮) অর্ধশতরানের পরও আরও একবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনাল হারের আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল ভারতীয় শিবিরে। কারণ মিডল অর্ডারে অন্বয় দ্রাবিড় (১৯), অর্জুন (১৬), যশবর্ধন চৌহানদের (৯) ব্যর্থতায় ২৫২/৮ হয়ে গিয়ে ধুঁকছিল ভারত। এখান থেকে দলকে ফিনিশিং লাইন পার করানোর দায়িত্ব নেন মোহিত। পাশে পেয়ে যান স্পিন অলরাউন্ডার মালান চৌহানকে (৪৭)।

মালান আউট হওয়ার সময় জয়ের জন্য ভারতের ২৯ রান প্রয়োজন ছিল। দলের প্রধান পেসার ঈশান সুদের অনুপস্থিতিতে পেস ব্রিগেডের কান্ডারি হওয়ার দায়িত্ব খুব ভালোভাবে পালন করতে পারেননি মোহিত। ফাইনাল হার্ডল টপকাতে শেষ বলে ভারতের লাগত ৩ রান। বল হাতে দিনটা ভালো না গেলেও শেষ বলটা বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে হারা ম্যাচে ভারতের জয়ের কারিগর বনে যান মোহিত। ট্রফি জয়ের সঙ্গে ভারত গড়ে ফেলে যুব ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানতাড়া করে জেতার নজিরও। স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালের সেরার পুরস্কারের জন্য মোহিত ছাড়া দ্বিতীয় কারও নাম ভাবার দরকার পড়েনি। আরিয়ান সাবসানি, অন্বয়দের কাঁধে চেপে মাঠ ছাড়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসে তৃপ্ত মোহিত বলেছেন, 'শেষ ওভারে ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। আমি নিজেকে শুধু পেস বোলার নয়, অলরাউন্ডার মনে করি। এই টুর্নামেন্ট আমার খুব একটা ভালো যায়নি। কিন্তু বিশ্বাস ছিল, আজ ফাইনালের মঞ্চে ভালো কিছু করতে পারব। ৮ উইকেট চলে যাওয়ার পর উলটোদিকে মানালের সমর্থন দরকার ছিল। যা ও দুর্দান্ত দিয়েছে। মনে হয়েছিল, আজকের দিনটা আমার। আমি দলকে ফিনিশিং লাইন পার করিয়ে দিতে পারব। ১০ নম্বরটা আমার জন্য খুব লাকি। আমার ভালো ইনিংসগুলি ১০ নম্বরে নেমেই এসেছে। এদিনের উইকেট একদম পাটা ছিল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম, টার্গেট যাই হোক না কেন, লক্ষ্যপূরণ সম্ভব।' ম্যাচ জেতানোর তৃপ্তি, ফাইনালের সেরার পুরস্কারের সঙ্গে আরও একটি সুখবর পেয়েছেন মোহিত। সৌরাষ্ট্রের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ স্কোয়াডে তাঁকে ডাকা হয়েছে। ওমান থেকে ফিরে মোহিত সৌরাষ্ট্রের স্কোয়াডে যোগ দেবেন।

মোহিতের পাশে অ্যাঙ্করের ভূমিকা দুর্দান্ত পালন করেছেন মালান। তাদের ৫৭ রানের পার্টনারশিপ ভারতকে খেতাব জয়ের পক্ষে অনেকটা এগিয়ে দেয়। আউট হওয়ার পর কেঁদে ফেললেও ট্রফি হাতে মধ্যপ্রদেশের বাঁহাতি স্পিনার মালান বলেছেন, 'ক্রিজে এসে কোচদের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ওঁরা বলেছিলেন, ফোকাসড থেকে ব্যাটিং উপভোগ করতে। আমি টার্গেটকে ছোট ছোট ভাগে করেছিলাম। লক্ষ্য ছিল, প্রত্যেক ওভারে অন্তত একটা বাউন্ডারি আদায় করতে। জানতাম এভাবে খেলতে পারলে জয় এসে যাবে। তবে ম্যাচ শেষ করে আসতে পারলে আরও ভালো লাগত।'

ব্যাটিংয়ের সময় পাক পেসার আলি রাজার হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে ডান হাতের মাসলে আঘাত পেয়েছিলেন আর্যবীর। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দে মেতে আর্যবীর বলেছেন, 'আমার কাছে সবটা (খেতাব জয়) অবিশ্বাস্য লাগছে। গায়ে এখনও কাঁটা দিচ্ছে। এখন আর কোনও ব্যথাই বুঝতে পারছি না। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আবেগ সম্পর্কে অনেক শুনেছি। গত ম্যাচে অল্প রানে আউট হয়েছিলাম। চেয়েছিলাম এদিন বড় ইনিংস খেলতে। ব্যাটিংয়ের সময় চোট পেলেও মনে হয়েছিল, আমি ক্রিজে থাকলে পাকিস্তানের বোলাররা চাপে থাকবে।'

সেমিফাইনালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন। এদিন আর্যবীরের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ভারতকে ভালো শুরু উপহার দেন লক্ষ্য। ট্রফি নিতে এসে তিনি বলেছেন, 'বিশ্বাস ছিল, আমরা পারব। উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য সহায়ক ছিল। জানতাম, হাতে উইকেট থাকলে রানতাড়া হয়ে যাবে। দলের লোয়ার অর্ডারের ব্যাটিং দক্ষতার উপর আমার আস্থা ছিল। আমাদের দলের প্রায় ১১ জনই ব্যাটার। মোহিত-মালান অনবদ্য ব্যাটিং করল। সমর্থকদের বলব, আমাদের এভাবেই সমর্থন করে যান।'

'মিশন পাকিস্তান' সাকসেসফুল। এসে গিয়েছে এশিয়া সেরার ট্রফিও। আর্যবীর, লক্ষ্য, মোহিতদের নিয়ে দুই বছর বাদে ফের একবার বিশ্বসেরা হওয়ার স্বপ্ন দেখাই যায়।



ইনিংসের শেষ বলে বাউন্ডারি মারছেন মোহিত উলভা। শনিবার।



হারা ম্যাচে জয়ের নায়ক মোহিত উলভাকে কাঁধে তুলে উল্লাস সতীর্থদের।

স্কোরবোর্ড

পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯

উসমান ক অর্জুন বো কাব্য	১০৭
হায়াম ক অন্বয় বো কাব্য	২১
কাদির ক বিনীথ বো অর্জুন	৮০
ইউসাফ ক সাবসানি বো ভেঙ্কটা	৬৩
আহমেদ ক আর্যবীর বো ভেঙ্কটা	১৭
হামজা ক মোহিত বো কাব্য	১০
হাসনাইন ক যশবর্ধন বো ভেঙ্কটা	২
সায়াম রান আউট	৭
নিকাব বো কাব্য	১১
রিজওয়ানুল্লাহ অপরাজিত	৪
রাজা অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	**১৫**
মোট : (৯ উইকেট, ৫০ ওভার) ৩৩৭	

উইকেট পতন : ৬২/১, ১৯৭/২, ২৪০/৩, ২৯৯/৪, ৩০৫/৫, ৩১১/৬, ৩১৭/৭, ৩৩২/৮, ৩৩৬/৯।

বোলিং : মোহিত ৮-০-৫৭-০, কাব্য ১০-০-৬৮-৪, ভেঙ্কটা ৫-০-৪০-৩, মানাল ৩-০-৪০-০, সাবসানি ৭-০-৩৬-০, যশবর্ধন ৬-০-৩৫-০, অর্জুন ৭-০-৪৩-১, বিনীথ ৪-০-১৪-০।

ভারত অনূর্ধ্ব-১৯

লক্ষ্য ক হাসনাইন বো রাজা	৮০
আর্যবীর ক উসমান বো নিকাব	৫৮
বিনীথ ক উসমান বো রিজওয়ানুল্লাহ	২৪
অর্জুন ক হামজা বো রিজওয়ানুল্লাহ	১৬
যশবর্ধন ক উসমান বো হাসনাইন	৯
অন্বয় রান আউট	১৯
মানাল ক উসমান বো নিকাব	৪৭
সাবসানি ক হায়াম বো রিজওয়ানুল্লাহ	৯
কাব্য ক হামজা বো সায়াম	০
মোহিত অপরাজিত	৪৯
ভেঙ্কটা অপরাজিত	১১
অতিরিক্ত	**১৭**
মোট (৯ উইকেট, ৫০ ওভার)	**৩৩৯**

উইকেট পতন : ৯৫/১, ১৪৬/২, ১৭২/৩, ১৮৬/৪, ২১৭/৫, ২১৭/৬, ২৫১/৭, ২৫২/৮, ৩০৯/৯।

বোলিং : রাজা ১০-০-৬৫-১, সায়াম ১০-০-৭৯-১, রিজওয়ানুল্লাহ ১০-০-৫৩-৩, নিকাব ১০-০-৫৭-২, আহমেদ ৫-০-৩৮-০, হাসনাইন ৫-০-৩৯-১।

ফল : ভারত ১ উইকেটে জয়ী।
ফাইনালের সেরা : মোহিত উলভা।
প্রতিযোগিতার সেরা : আর্যবীর শেহবাগ।

তদন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল : ওয়ার্নার

কামিন্সের ব্যাখ্যা উড়িয়ে দিলেন আক্রাম, কার্তিক

সিডনি, ১৪ নভেম্বর : একটুকরো শিরীষ কাগজ। যা নিয়ে সমানে বিতর্ক চলছে। এমনকি ঘটনার আট বছর পরেও। ২০১৮ সালের কেপ টাউন টেস্টে স্যান্ডপেপারগেট নিয়ে পরস্পর বিরোধী একের পর এক অভিযোগ উঠে আসছে। শনিবার নতুন করে বিতর্কে ঘি ঢেলেছেন তৎকালীন সহ অধিনায়ক এবং এক বছরের নির্বাসন সাজা ভোগ করা ডেভিড ওয়ার্নার। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তিনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্তকেই ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি যত দূর জানি, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক এবং নাথান লায়োনদের জিজ্ঞাসাবাদই করেনি। ফলে সিএ কীভাবে বলতে পারে যে বোলাররা কিছুই জানত না?' শুধু এখানেই থামেননি প্রাক্তন অজি ওপেনার। বাইশ গজের সহজাত আগ্রাসী ভঙ্গিতে তিনি গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ার ওপরই প্রশ্ন তুলে দিয়ে বলেছেন, 'মনে হচ্ছে প্রথম থেকেই বোর্ড ঠিক করে ফেলেছিল কাদের ওপর দোষ চাপানো হবে। সেই উদ্দেশ্য পূরণে একটা ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত করা হয়। এখন সেই মিথ্যা কাহিনী বজায় রাখার চেষ্টা চলছে যে বোলাররা কিছুই জানত না। ধামাচাপা দেওয়ার দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে গোটা বিষয়ে।'

অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স গতকাল সাংবাদিক বৈঠকে উসমান খোয়াজার দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। দলের সবাই শিরীষ কাগজ ব্যবহারের বিষয়টি জানত বলে খোয়াজা যে অভিযোগ করেছেন নিজের আত্মজীবনী 'সবর'-এ, সেটাকে '১০০ শতাংশ ভুল' বলেছেন কামিন্স। এবার

> আমি যত দূর জানি, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্ক এবং নাথান লায়োনদের জিজ্ঞাসাবাদই করেনি। ফলে সিএ কীভাবে বলতে পারে যে বোলাররা কিছুই জানত না?
> -ডেভিড ওয়ার্নার

ওয়াসিম আক্রাম, মুরলী কার্তিকের মত প্রাক্তন বোলাররা কামিন্সের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন স্পিনার কার্তিক বলেছেন, 'এটা যে চালাকি, প্রতারণা এবং ভুল-সেইসব বিষয়ে আমি যাচ্ছিই না। যদি দলের দুই ক্রিকেটার আমার জন্য বল বিকৃতি করে, তাহলে কীভাবে আমি বলতে পারি যে আমি কিছু জানি না?' তিনি আরও বলেছেন, 'যদি আপনি বোলারদের সুবিধা পাইয়ে দিতে বলে বিকৃতি ঘটান, তাহলে আপনি বোলারদের ব্যাপারটা জানাবেন না? এটা বিশ্বাসযোগ্য? আমরা কেউই শিশুদের স্কুলে পড়ি না!'

রিভার্স সুইংয়ের জন্য বলে শিরীষ কাগজ ঘসা নিয়ে যে বিতর্ক, তা নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন রিভার্স সুইংয়ের জন্য বিখ্যাত প্রাক্তন পাকিস্তানি পেসার আক্রাম। তিনি বলেছেন, 'কামিন্স আমার খুব ভালো বন্ধু। ও বর্তমানে ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম মুখও। ও বলেছে নাকি বল বিকৃতির বিষয়টি ওর জানা ছিল না। তবে আমার মতে, দিনের ৫, ১০ অথবা ৫০ ওভারে যখনই বল আপনার হাতে আসুক না কেন, আপনি অবশ্যই বিষয়টি বুঝতে পারবেন। কারণ, শিরীষ কাগজের ঘসা দাগ সম্পূর্ণ আলাদা।' একধাপ এগিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের নিজেদেরকেই যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন আক্রাম। তাঁর মন্তব্য, 'যদি ক্রিকেট সমর্থক হিসেবে আপনারা বিষয়টি বুঝতে চান, তাহলে একটা আধা নতুন বলে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘসে দেখুন। বুঝতে পারবেন আঁচড়ের দাগগুলি সম্পূর্ণ আলাদা।'

শিরীষ কাগজ বিতর্কে ঘরে বাইরে ক্রমশ চাপ বাড়ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ওপর। এই পরিস্থিতিতে তারা কী পদক্ষেপ করে তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে।

১২ ম্যাচ নির্বাসিত ওনউ

মাদ্রিদ, ১৪ নভেম্বর : সম্প্রতি স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের ম্যাচে অ্যান্ডোরার গোলরক্ষক জেসুস ওনউয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যান তেনেরিফের স্ট্রাইকার মিগুয়েল। সেই ঘটনার জেরে বড় শাস্তি পেলেন ওনউ। তাঁকে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ১২ ম্যাচ নির্বাসিত করেছে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি জানিয়েছে, রেফারির রিপোর্টের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টে রয়েছে, খেলা চলাকালীন অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে পা দিয়ে আঘাত করেছিলেন ওনউ। এদিকে এই ঘটনা নিয়ে স্প্যানিশ পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে।



গুয়ামকে ১২ গোল ভারতের

কুয়ালা লামপুর, ১৪ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে গুয়ামকে ১২-০ গোলে বিধ্বস্ত করল ভারত। রাজ সিং ও ডালালমাউন গাংতে হ্যাটট্রিক করে। রাজ করে চার গোল। এছাড়া স্কোরশিটে নাম তুলেছে লিও থংবাম, হৃষীকেশ মানাভাতি, ডেভিড, ফেলিক্স ও রিস্টিক মাইতি।

তরাই কোচিংয়ের ছাত্রীকে উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : শনিবার তরাই অ্যাথলেটিক কোচিং সেন্টারের প্রতিভাবান ছাত্রীকে দৌড়ানোর নতুন স্পাইক উপহার দিলেন ক্রীড়া সংগঠক অনুপ বসু। উপস্থিত ছিলেন অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষক দেবকুমার দে, ক্যাম্পের সভাপতি তপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি মদন ভট্টাচার্য প্রমুখ।



প্রি-কোয়ার্টারে অসীম-মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজে শনিবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন নারায়ণ দত্ত-সমীর দত্ত, বিরাজ দে-অভিজিৎ হালদার, শ্যামা দাস-বিনোদ বৈদ্য, অসীম রায়-মিলন রায়, তাপস কর-পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, বাবলু ভার্মা-প্রদীপ দে, স্বপন মজুমদার-নারায়ণ দত্ত, কমল লাহিড়ি-দেবব্রত বসু, বিজয় প্যাটেল-কুমুদ গুপ্ত, সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু, ডা. এসপি বন্দ্যোপাধ্যায়-দিলীপ সাহা, শ্যামল বাগচী-সঞ্জয় দে, মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্ত, মিহির দে-প্রতাপ সরকার, অমল বসাক-বিপ্লব মজুমদার ও শিবশংকর দাস-মনতোষ ব্যাপারি।

অকশন ব্রিজ



ভিনির জোড়া গোলেও হার বাঁচাতে ব্যর্থ ব্রাজিল

উরুগুয়ের কাছে হার মেসিহীন আর্জেন্টিনার

বুয়েনস আয়ার্স ও সিঙ্গাপুর, ১৪ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে লিওনেল মেসির অবসরের পর প্রথম প্রীতি ম্যাচেই হোঁচট খেল আর্জেন্টিনা। ঘরের মাঠ লা বোমবোনেরায় উরুগুয়ের কাছে ২-১ গোলে হারের মুখ দেখল লিওনেল স্কালোনির দল। সেইসঙ্গে আর্জেন্টিনার টানা ৩০টি প্রীতি ম্যাচে জয়ের ধারাবাহিকতায়ও ছেদ পড়ল।



জোড়া গোল করেও ব্রাজিলের হার বাঁচাতে পারলেন না ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

এদিন ম্যাচে শুরুটা ভালোই করেছিল আর্জেন্টিনা। তবে ১৫ মিনিটে এনজো ফার্নান্ডেজের সহজ সুযোগ নষ্টর পরই যেন ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ দখলে নিয়ে নিল দিয়েগো ফোরলানের উরুগুয়ে। জাতীয় দলে মেসির অভাব পূরণ করা এই মুহূর্তে অন্তত অসম্ভব। ওই জায়গায় নিকো পাজের কথা ভাবা হলেও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে প্রথম পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করতে পারলেন না তিনি। তার ওপর লওটারো মার্টিনেজের অনুপস্থিতিতে আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে তালমিলের অভাব বেশ চোখে পড়ল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ধাক্কা, লিয়ান্দ্রো বালেরদির আত্মঘাতী গোল। তারপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি স্কালোনির আর্জেন্টিনা। ৫৩ মিনিটে আরও একটি গোল করেন উরুগুয়ের ম্যাক্সমিলিয়ানো আরাউহো। ৭৩ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজ একটি গোল শোধ করলেও তাতে লাভ কিছুই হয়নি।

অন্যদিকে, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের জোড়া গোলেও হার বাঁচাতে পারল না ব্রাজিল। প্রীতি ম্যাচে জাপানের কাছে ৩-২ গোলে হারের স্বাদ পেল সেলেকাওরা। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তুলে কুড়ি মিনিটের মধ্যে দুইটি গোল তুলে নেয় জাপান। তারপরই খেলায় ঝাঁঝ বাড়ায় কার্লো আন্সেলোত্তির দল। ৩৩ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমান ভিনি। প্রথমার্ধের শেষে লাল কার্ড দেখেন রাফিনহা। দ্বিতীয়ার্ধে দশজনেও জাপানের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিল ব্রাজিল। ৭৫ মিনিটে ভিনির করা দ্বিতীয় গোলের সুবাদে সমতায় ফেরে সেলেকাওরা। ম্যাচের সংযুক্তি সময় জয়সূচক গোলটি তুলে নেয় জাপান। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সামুরাই ব্রিগেডের কাছে পরাজয়ের স্বাদ পেল ব্রাজিল।



আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে সেলিব্রেশন উরুগুয়ের ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহোর।

ব্যাটিং ব্যর্থতায় হারল বাংলা

কর্ণাটক- ১৮৪ বাংলা-১৬৫/৯

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : রনজি ট্রফির শেষ ম্যাচে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে লজ্জার হার হজম করতে হয়েছিল। সেখানে বাংলার পরাজয়ের প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল ব্যাটিং ব্যর্থতা। জার্সি, বলের রং ও ফরম্যাট বদলালেও বাংলার ব্যাটারদের ব্যর্থতা অব্যাহত। শনিবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ১৯ রানে হেরে বসল বাংলা। যার নেপথ্যে রয়েছে ব্যাটারদের উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসার বদভ্যাস।

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটে রানতাড়া বরাবরই সহজ হয়। এই অঙ্ক মাথায় রেখে এদিন টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। প্রত্যাশামতোই মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমার ও সায়ন ঘোষ- তিন পেসারেই প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। কিন্তু ৪ ওভারে ৫৬ রান খরচ করে মাত্র ১ উইকেট নেওয়া সামি হতাশ করলেন। তারকা পেসারের 'অফ ডে'-তে বাড়তি দায়িত্ব নেন 'বঙ্গ ক্রিকেটের মালিঙ্গা' সায়ন (২৮/৪) ও মুকেশ (৪৫/২)। তবে করুণ নায়ার (৫৩), প্রবীণ দুবে (অপরাজিত ৩০), মণীশ পান্ডেদের (২৯) সৌজন্যে ১৮৪ রান তোলে কর্ণাটক।

রানতাড়ায় নেমে বাংলার হাল অনেকটা গত ম্যাচের টিম ইন্ডিয়ার মতো হয়েছিল। মাউন্ট মাউনগানুইয়ে শুক্রবার প্রথম ওভারে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ারকে তুলে ভারতকে 'বেআব্রু' করে দিয়েছিলেন ম্যাট হেনরি। এদিন অভিলাষ শেট্টির (২৬/৪) মিডিয়াম পেসের সামনে প্রথম ওভারে পরপর দুই বলে খাতা খোলার আগেই ফিরে যান ঈশান পোড়েল ও অভিমন্যু। স্কোর বোর্ডে তখন ২/০। চতুর্থ ওভারে চার বলের ব্যবধানে করণ লাল (৯) ও ঋষভ চৌধুরীকে (০) ফিরিয়ে বাংলাকে ২৪/৪ করে দেন বিজয়কুমার ব্যশক (২৮/৩)। এখান থেকে বাংলার ইনিংসকে ট্র্যাকে ফেরানোর দায়িত্ব নেন সুদীপকুমার ঘরামি (৪২ বলে ৬৫) ও অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ (৩৭ বলে ৫৬)। তাদের ৯৬ রানের পার্টনারশিপে জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বঙ্গ শিবিরে। কিন্তু সুদীপকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন মানবন্ত কুমার (৩৫/২)। শাহবাজ একটা মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু উলটোদিকে সাকির হাবিব গান্ধি (১১), প্রদীপ্ত প্রামাণিক (১২), সামিরা (১) আয়ারাম-গয়ারামের দলে নাম লেখানোয় বাংলা ১৬৫/১৯ স্কোরে আটকে যায়।

হতাশ করলেন সামি



